মা

(কালকেতু-ফুল্লরা)

নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(শ্রীযুক্ত শশিভূষণ হাজরার প্রতিষ্ঠিত
শান্তি অপেরা পার্টিতে অভিনীত)

তৃতীয় সংস্করণ
[চতুর্থ সহস্র]

কলিকাতা
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
৫।১ বিবেকানন্দ রোড
১৩৪৩

"মা" গ্রন্থকারের অন্যান্য

শঙ্করাসুর	১।০
চাঁদ সদাগর	১।০
মীনা	১৲
মানিনী সত্যভামা	১।০
ভ্রান্তি-বিলাস	১৲
ভাস্কর পণ্ডিত	১।০
আরবি হুর	৸০

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co
Bani-pith—5-1, Vivekananda Road, Calcutta.
Printed by C. C. Santra, Lalit Press,
81, Simla Street, Calcutta.

1936

চন্দ্রহাস	১৲
রেবা	১৲
দময়ন্তী	১।০
রামের বনবাস	১।০
মায়ামৃগ	১।০
ইলাবতী	১।০
বসন্তসেনা	১।০

THIRD EDITION
(4th Thousand)

উৎসর্গ

দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহতের নিকট উপেক্ষিত হয় না

সেই সাহসেই--

অশেষ গুণালঙ্কৃত বিদ্যোৎসাহী

আশ্রিতপালক, সদ্ধর্ম্মব্রত

প্রজারঞ্জক ভূম্যধিকারী—

শ্রীযুক্ত মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের করকমলে

আমার এই

ক্ষুদ্র নাটকখানি

উৎসর্গ করিলাম।

ভূমিকা

বঙ্গের ভক্তকবি মুকুন্দরাম তাঁহার কবিকঙ্কন চণ্ডী নামক কাব্যগ্রন্থে যে ভক্তিরসের উত্তাল উচ্ছ্বাস ও মাতৃ-মহিমার প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ ; সেই সম্পদের কিয়দংশ আহরণ করিয়া আমার এই "মা" নামে নাটক রচনা করিয়াছি। তাঁহার উক্ত কাব্যের অন্তর্গত "কালকেতু ফুল্লরার" করুণ কাহিনী আমার হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমি সেই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া নাটকের অঙ্গসজ্জার সন্নিবেশ করিয়াছি ; তাহাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি, আমার সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ হাজরা মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "শান্তি অপেরা পার্টিতে" আমার এই "মা" নাটকের অভিনয় করাইয়া ইহাকে সাধারণের গোচরীভূত করিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভাগে হউক্, আর ভাবে হউক্, প্রাণ খুলিয়া 'মা'র নাম করিয়াছি, তাই অভিনয়ে সুযশ হইয়াছে, নতুবা আমার যশের কিছুই ইহাতে নাই। যে কারণে হউক, যখন সাধারণে ইহাকে শ্রীতনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তখন সেই সাহসে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও সমাধা করিলাম।

রথযাত্রা
১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৭।

বিনীত
গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

মহাদেব।

কালকেতু ... ... ব্যাধ।

কেতুমান ... ... ঐ পুত্র।

সুকেতু ... ... মুরলার পালিত পুত্র।

সহদেব রাও ... ... গুজরাটের রাজা।

পিঙ্গলাদিত্য ... ... ঐ সচিব।

দেবলজী .. ... শস্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

কালপুরুষ, মনুষ্য, ভিক্ষুক, প্রহরী, ঘাতক, গুজরাটের দূত, ঝাড়ুদার সর্দ্দার, বণিকদ্বয়, চরদ্বয়, পারিষদগণ, সন্ন্যাসিগণ, বালকগণ, বন্দিগণ, নাগরিকগণ, ঝাড়ুদারগণ, কাঠুরিয়াগণ, রক্ষিগণ, সৈন্যগণ, কিরাত-সৈন্যগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

চণ্ডিকা।

ফুল্লরা ... ... কালকেতুর পত্নী।

মুরলা .. ... কালকেতুর মাতা।

সুনেত্রা .. ... পিঙ্গলাদিত্যের কন্যা।

মাধুরী ... ... দেবলজীর কন্যা।

ভাগ্যদেবী, জয়লক্ষ্মী, পরিচারিকা; পুরবাসিনীগণ, পল্লীরমণীগণ, কিরাতিনীগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, কাঠুরিয়া-পত্নীগণ, বন্দিনীগণ, প্রেতিনীগণ, ডাকিনীগণ প্রভৃতি।

মা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কিরাত-পল্লীর প্রান্তভাগ

বটবৃক্ষতলে চণ্ডিকাদেবীর ঘট স্থাপিত, দেবলজী পূজায় রত ; কিরাত-পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গললগ্নীকৃতবাসে উপবিষ্ট। জনৈক সন্ন্যাসী গাহিতেছিলেন।

সন্ন্যাসী।—

গান।

প্রসীদ প্রসন্নময়ী প্রণব-রূপিণী।
পরমা প্রকৃতিরূপা পতিত-পাবনী।
অন্নদা উমা অম্বিকা, জগদম্বা অম্বালিকা,
মহেশ-মোহিনী শ্যামা দুরিত-বারিণী ;
যোগাদ্যা যোগেশ-জায়া, এলোকেশী মহামায়া,
অপর্ণা অভয়া চণ্ডী দুর্গতিহারিণী।

[পূজা ও আরতি শেষ হইলে সকলে প্রণাম করিল, দেবলজী সকলকে আশীর্ব্বাদী পুষ্প বিতরণ করিলেন, মাধুরী প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন।]

দেবল। তোমাদের এই পূজা আর শস্ত্র, শাস্ত্র-শিক্ষা প্রভৃতি কর্ত্তব্য সমষ্টি সুনিয়ন্ত্রিত করতে আমি যেমন উপদেশ দিয়েছি, সেইমত কার্য্য ক'রো। শুধু মনে রেখো—সপ্তাহের মধ্যে একটি দিন মঙ্গলবার দেবীপূজার দিন; সে পুণ্য দিনে জীবহিংসা ক'রো না, অস্ত্র ধারণ ক'রো না। সহস্র বিপৎপাতেও অটল মহীরুহের মত সমস্ত বিপদ্ মাথা পেতে নিয়ো। মঙ্গলময়ী দেবী চণ্ডিকার প্রসাদে তোমাদের কোন অমঙ্গল হবে না।

[সকলে আর একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও একে একে চলিয়া গেল। মুরলা ধীরে ধীরে দেবী চণ্ডিকার সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করিল ও গললগ্নীকৃতবাসে যোড়হস্তে কহিল।]

মুরলা। ওগো দেবি! অন্তর্যামিনি! আর কতকাল সইব, জননি? এই শতধা জীর্ণ-দীর্ণ বুকে শোকের তীব্র জ্বালা আর কতদিন লুকিয়ে রাখ্‌ব, জননি? অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে প্রতিহিংসার তীব্র তুষানল—সেই বিশ বৎসরের স্মৃতি—সেই নির্ব্বাত নিস্তব্ধ কালরাত্রি, যখন নির্ম্মম গুজরাট-রাজের আদেশে আমার স্নেহময়ী জননীকে জীবন্ত দগ্ধ করেছিল, মাতৃহারা অসহায়া কন্যা আমি—মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব ব'লে জননীর স্বর্গীয় আত্মাকে আশ্বাস দিয়েছিলুম. সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হ'তে হৃদয়ে তীব্র প্রতিহিংসার তুষানল জ্বেলে—

দেবল। মুরলা, তুমি মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল নিলে না?

মুরলা। নেব বৈকি—ঠাকুর, মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল নেব না। ঠাকুরের কাছে একটু প্রয়োজন আছে ব'লে একটু অপেক্ষা করছিলুম।

দেবল। কি প্রয়োজন, মুরলা?

মুরলা। কালু আর সুকুর ভার আপনাকে দিয়ে আমি একবার তীর্থ-দর্শনে যাব ইচ্ছা করেছি।

দেবল। এ ত সুখের কথা! কালকেতু পুত্রের পিতা—সুকেতু যুবক, কেউ সংসারে অনভিজ্ঞ নয়। আচ্ছা, তুমি কতদিনে ফিরবে?

মুরলা। ঠাকুরের কাছে গোপন করবার কিছুই নাই। এতদিন পরে সংবাদ পেয়েছি, তিনি জীবিত; তাই একবার তাঁর অনুসন্ধানে যাব।

দেবল। সতীর কর্ত্তব্যই ত তাই, মুরলা! যখন নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধান পেয়েছ, তখন তাঁর অনুসন্ধানে দেবী চণ্ডিকার নাম স্মরণ ক'রে এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা কব।

মুরলা। তা' হ'লে আসি, ঠাকুর! [প্রণাম]

দেবল। শুভমস্তু।

[মুরলার প্রস্থান।

মাধুরী। বাবা, মায়ের পূজা ত শেষ হ'ল; কাল থেকে একাদশী ক'রে আছ, কিছু খাবে চল।

দেবল। সুখেই হোক্ আব দুঃখেই হোক্, মানুষের জঠরাগ্নির ইন্ধন যোগাতেই হবে—ঈশ্বরের কী বিচিত্র সৃষ্টি!

মাধুরী। এখন তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব রেখে দাও; কাল থেকে কিছু খাও নি—কিছু মুখে দেবে চল।

দেবল। নিতান্তই যখন ছাড়বি নে, তখন দে—মায়ের চরণামৃত দে।

মাধুরী। আবার ত পাড়া-বেড়াতে যাবে?

দেবল। যাব না; আজ মঙ্গলবার, ব্যাধপল্লীর কেউ শিকারে যাবে না; সকলের অবস্থা ত সমান নয়, হয় ত কারো ঘরে মা-লক্ষ্মী বাড়ন্ত, তাদের ডেকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে ত হবে।

মাধুরী। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে জুটবে, নইলে আজও একাদশী, কেমন?

দেবল। পাগলী মেয়ে, তারাও যে তোর মতন আমার সন্তান; তাদের অমঙ্গলে কি স্থির থাক্‌তে পারি? দে—মায়ের চরণামৃত দে।

অনুচরদ্বয় সহ পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঙ্গল। দেবলজী, বেরিয়ে এস।

দেবল। কে তোমরা—কি চাও?

পিঙ্গল। আমি চাই তোমাকে আর তোমার কন্যাকে।

দেবল। আমাদের তোমার প্রয়োজন?

পিঙ্গল। তোমরা রাজদ্রোহী; গুজরাট-রাজ সহদেব রাওয়ের আদেশে আমি তোমাদের বন্দী কর্‌তে এসেছি।

দেবল। আমরা রাজদ্রোহী! যাতে রাজদ্রোহ প্রকাশ পায়, এমন কাজ জীবনে কখন করেছি ব'লে ত মনে হয় না; অথচ মহাশয় বল্‌ছেন—আমরা রাজদ্রোহী? মহাশয়ের বোধ হয়, ভুল হয়েছে—মহাশয়ের লক্ষ্য এ দীন ব্রাহ্মণ বা তার কন্যা নয়।

পিঙ্গল। আমার লক্ষ্য অন্য কেউ নয়—ব্রাহ্মণ, তুমি আর তোমার কন্যা। এখন বল্‌তে চাই তোমরা স্বেচ্ছায় আমার অনুগামী হবে কি না? অন্যথায় বল-প্রকাশে বাধ্য হ'ব।

মাধুরী। একি অত্যাচার! রাজ্য কি অরাজক? একজন নিরীহ আর তার নিরপরাধা কন্যাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী কর্‌তে চাও?

দেবল। মাধুরি, চুপ্‌ কর্‌! ন্যায়-অন্যায়ের জন্য ওরা দায়ী নয়—ওদের বাধা দিলে রাজদ্রোহিতা করা হবে। চলুন মশায়, কোথায় যেতে হবে। আয়—মা, আমার সঙ্গে আয়।

কেতুমান্ ও বালকদ্বয়ের প্রবেশ।

কেতু। দেব্‌তা দাদাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

পিঙ্গল। যমের বাড়ী—তুই যাবি ?

কেতু। বল না—দেব্‌তা-দাদা, রাজার লোক তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

দেবল। রাজা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই—ভাই, তাঁর কাছে যাচ্ছি।

কেতু। উহুঁ, তা নয়। ডেকে পাঠালে মাধু-মায়ের চোখে জল কেন ? এরা নিশ্চয়ই তোমাদের জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। তা হবে না, আমরা কিছুতেই তোমাদের ধ'রে নিয়ে যেতে দোব না—এই আমরা পথ আগ্‌লে এসে দাঁড়ালুম, দেখি তোমরা কেমন ক'রে নিয়ে যাও।

পিঙ্গল। দুগ্ধ-ডিম্বগুলোর ঝাঁজ্ দেখ। এই—এদের কান ধ'রে পথ থেকে সরিয়ে দে।

দেবল। ছিঃ ভাই, রাজার লোকের সঙ্গে অমন ক'রো না—পথ ছেড়ে দাও। চলুন মশায়, কোথায় যেতে হবে। আয়—মা, আমার সঙ্গে আয়।

[পিঙ্গলাদিত্য, দেবলজী, মাধুরী ও অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

প্রথম বালক। দেখ্, ওদের হাতে তলোয়ার, আমরা শুধুহাতে—ওদের সঙ্গে পার্‌ব না ; তার চেয়ে আমরা তীর-ধনুক নিয়ে ওদের পথ আট্‌কাই চল্।

সকলে। হাঁ-হাঁ, তাই চ—

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ব্যাধপল্লী—কালকেতুর কুটির। কাল—প্রভাত।

ফুল্লরা

ফুল্লরা। তাই ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা অনেকটা হ'য়ে গেল; ছেলেটা এখুনি কি-খাই কি-খাই ক'রে ছুটে আস্‌বে। যাই, চাল ক'টা ধুয়ে এনে চড়িয়ে দিই।

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। এই নাও, বৌমা! মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদ আর এই আশীর্ব্বাদী ফুল। কালকেতু, সুকেতু আর কেতুমান্‌কে দিয়ে তুমিও একটু মুখে দিয়ো। এখন থেকে মায়ের পুজো দেওয়া প্রসাদ আনার ভার তোমার উপর রইল। প্রতি মঙ্গলবারে প্রত্যূষে উঠে স্নান ক'রে মায়ের পুজো দিয়ো। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় কখনও অমঙ্গল হবে না।

ফুল্লরা। আজ হঠাৎ এ ভার আমার উপর দিচ্ছ কেন, মা?

মুরলা। আজ তার প্রয়োজন হয়েছে, তাই দিচ্ছি। আমি কিছু-দিনের জন্য—কিছুদিনের জন্যই বা বলি কেন, হয় ত চিরদিনের জন্য এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব!

ফুল্লরা। সে কি, মা! কোথায় যাবে?

মুরলা। তোমার নিরুদ্দিষ্ট শ্বশুরের সন্ধানে। আমি সংবাদ পেয়েছি, তিনি এখনও জীবিত। এতদিন চেষ্টা করেছি, কোন ফল হয় নি; আর একবার চেষ্টা করব। আমার এ ক্ষুদ্র সংসারের ভার তোমার উপর রইল। তোমার যেমন পুত্র কেতুমান্—দেবর সুকেতুকেও তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখো। উদ্ধত যুবক সে—কখনও তার উপর অভিমান ক'রো না।

ফুল্লরা । [বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ; কিছুক্ষণ পরে আকুলকণ্ঠে কহিল] মা—

মুরলা । ছিঃ ! অবুঝ হ'য়ো না—চোখের জল ফেলো না ; মনে রেখো, তুমিও রমণী—সতী-সীমন্তিনী । হাঁ, আর একটা কথা—আমরা ছোট জাত, মাংস বিক্রী করা, হাটে যাওয়া আমাদের জাত-ব্যবসা, এতে আমাদের মান-অপমান নেই । যেমন আমি যেতুম, এখন থেকে তোমাকেই যেতে হবে । দেবতার দয়ায় আমাদের মত ছোট জাতও একটু-আধটু শিক্ষা পেয়েছে, তাই ব'লে কি আমরা অহঙ্কারে জাত-ব্যবসা ছেড়ে দোব ? কখ্খনো না । সর্ব্বদা মনে রাখ্বে—শিক্ষায় জ্ঞান বাড়ে —অহঙ্কার বাড়ে না ।

ফুল্লরা । তুমি কি আজই যাবে, মা ?

মুরলা । হাঁ, আজই ।

ফুল্লরা । ওদের সঙ্গে দেখা করবে না ?

মুরলা । বোধ হয়, তাও পার্‌ব না । কালকেতু সুকেতু কি শিকারে গেছে ?

ফুল্লরা । আজ যে মঙ্গলবার, আজ ত শিকার কর্‌বেন না ; তাই তাঁরা দখিণের জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে গেছেন ।

মুরলা । দখিণের জঙ্গলে ? ভাল, যাবার সময় ঐ পথ দিয়েই যাব, যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয় ।

ব্যস্তভাবে কেতুমানের প্রবেশ ।

কেতু । ঠাকুর-মা—ঠাকুর-মা । শীগ্‌গীর তীর-ধনুক দাও ত—

মুরলা । তীর-ধনুক নিয়ে কি হবে, ভাই ?

ফুল্লরা । ছিঃ বাবা ! আজ কি তীর-ধনুকে হাত দিতে আছে ? আজ যে মঙ্গলবার ।

কেতু। য়্যাঁ, তীর-ধনুকে আজ হাত দিতে নেই। তাই ত, তা' হ'লে কি হবে, ঠাকুর-মা ?

মুরলা। কিসের কি হবে, ভাই ?

কেতু। তা' হ'লে আমাদের দেব্‌তা-দাদাকে কে বাঁচাবে ?

মুরলা। কেন, তোর দেবতা-দাদার কি হয়েছে ?

কেতু। তা বুঝি জান না ? দেব্‌তা-দাদাকে আর মাধু-মাকে যে রাজার সেপাই ধ'রে নিয়ে গেছে।

মুরলা। য়্যাঁ! বলিস্ কি!

কেতু। আমি ঐ শিমুলতলায় খেল্‌ছিলুম, দেখ্‌লুম রাজার সেপাইরা তাদের ধ'রে নিয়ে গেল। তুমি আমার তীর-ধনুক দাও, ঠাকুর-মা। আমি সেপাইদের সঙ্গে লড়াই ক'রে দেব্‌তা-দাদাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। হোক্ মঙ্গলবার—আমি দেব্‌তা-দাদাকে নিয়ে ফিরে এসে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মাফ্ চাইব।

মুরলা। অবোধ বালক! রাজার সেপাইয়ের সঙ্গে লড়াই করবি তুই ?

কেতু। কেন, পার্‌ব না, ঠাকুর-মা ? আমি বরা মার্‌তে পারি, বাঘ মার্‌তে পারি, তারা ত আর বাঘ-বরার মত নয়।

মুরলা। বনের একটা বাঘের চেয়ে তারা আরও ভয়ানক। রাজার সেপাই তারা – লক্ষ লক্ষ বাঘের শক্তি তাদের পেছনে ; তুই তাদের সঙ্গে পার্‌বি নি, ভাই। তার চেয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক্, তিনি তোর দেবতা-দাদাকে আর মাধু-মাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনে দেবেন। বৌমা, আমি আর বিলম্ব করতে পার্‌ব না। চল্‌লুম, কেতুমানের উপর লক্ষ্য রেখো—তাকে কোথাও যেতে দিয়ো না।

[প্রস্থান।

কেতু। ঠাকুর-মা কোথায় গেল, মা ?

ফুল্লরা। তীর্থ-দর্শনে।

কেতু। তীর্থ কি, মা ?

ফুল্লরা। যেখানে গেলে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, এই তীর্থ।

কেতু। আমি তা' হ'লে তীর্থ-দর্শনে যাব, মা !

ফুল্লরা। তোমার কি এখন যেতে আছে, বাবা ? তুমি যে ছেলে-মানুষ !

কেতু। ছেলেমানুষ কি দেব্‌তাকে দেখ্‌তে পায় না ?

ফুল্লরা। কখনও পায়—কখনও পায় না।

কেতু। কেন পায় না, মা ?

ফুল্লরা। বড হও তখন বুঝ্‌বে।

কেতু। এখন দেব্‌তা-দাদাকে কে ফিরিয়ে আন্‌বে, মা ? আমার যে দেব্‌তা-দাদার জন্য বড্ড মন কেমন কর্‌ছে !

ফুল্লরা। তোমার ঠাকুর-মার কথা শুন্‌লে ত, বাবা ! মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক, তিনিই তোমার দেব্‌তা-দাদাকে ফিরিয়ে এনে দেবেন।

কেতু।—

গান।

আমি কি ব'লে ডাক্‌ব তোরে,
মঙ্গলময়ী মা।
আমার শেখা শুধু মা কথাটি,
আর ত কিছু জানি না।
ক্ষুধা পেলে মা মা বুলি
মাকে পেলে ব্যথা ভুলি,
হাসি কাঁদি মায়ের কোলে,
মা বই কিছু জানি না।

[বিভোরভাবে প্রস্থান।

ফুল্লরা। অবোধ বালক! মুখের একটী সান্ত্বনা-বাক্যে ভোলে না, কিন্তু এ কি অত্যাচার! নির্ব্বিরোধী ব্রাহ্মণের উপর এ অত্যাচার কেন? দুর্ভাগা গুজরাটবাসী, তাই দুষ্ট রাজার এই অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌তে কেউ নাই!

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

এ কি! কে আপনি?

পিঙ্গল। অন্য পরিচয়ে প্রয়োজন নাই, আমাকে একজন বন্ধু ব'লেই জেনো, ফুল্লরা। আমি এসেছি—তোমাদের উপকার কর্‌তে। তোমরা দেবলজীর মুক্তি চাও?

ফুল্লরা। উপকারী বন্ধু, আপনাকে অভিবাদন করি। দয়া ক'রে বলুন—গুরুদেবের মুক্তির উপায় কি?

পিঙ্গল। উপায় আছে ফুল্লরা, একমাত্র উপায় আছে। তুমি ইচ্ছা করলে, ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিতে পার।

ফুল্লরা। আমি ইচ্ছা কর্‌লে মুক্তি দিতে পারি—আমার ইচ্ছার উপর গুরুদেবের মুক্তি নির্ভর করছে। তবে কি তাঁর শাস্তির জন্য আমি অপরাধী?

পিঙ্গল। হয় ত তুমি অপরাধিনী নও; কিন্তু এও সত্য, তুমি ইচ্ছা করলে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিতে পার।

ফুল্লরা। বলুন, কি কর্‌লে তিনি মুক্তি পাবেন?

পিঙ্গল। সুন্দরি, তুমি যদি তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, ঐ উচ্ছলিত যৌবন গুজরাটরাজকে উপহার দিতে পার, তা' হ'লে গুজরাটরাজ দেবলজীকে মুক্তি দেবেন। ফুল্লরা, বিশেষ বিবেচনা ক'রে উত্তর দিয়ো! মনে রেখো—এ তোমার গুরুভক্তির পরীক্ষা। দান-বীর কর্ণ যেমন গুরু-

ভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—পুত্র-বলিদানে, এ-ও তেমনি তোমার গুরুভক্তির পরীক্ষা। দান-বীর কর্ণের মত তোমার ঐ কীর্ত্তি-গাথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিঘোষিত হবে। বল—ফুল্লরা, কি চাও? তোমার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু দেবলজীর শাস্তি, না মুক্তি?

ফুল্লরা। [স্বগত] এ কী কুৎসিত প্রস্তাব!

পিঙ্গল। ফুল্লরা, উত্তর দাও কি চাও?

ফুল্লরা। কি উত্তর দোব—কি চাই! গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে সর্ব্বস্ব হারাতে পারব না! ওগো অপরিচিত বন্ধু, অপরাধ নিয়ো না; জ্ঞান-হারা কিরাত-রমণী আমি—ভালমন্দ কিছু জানি না, জানি শুধু—এখন আর আমি আমার নই; আমার স্বামীর পায়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি এখন নিঃস্ব হয়েছি। এখন তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—তাঁর কর্ত্তব্যই আমার কর্ত্তব্য। দয়া ক'রে যদি দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরে পদার্পণ করেছেন, তবে আর একটু দয়া করুন—আমার স্বামীর প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন!

পিঙ্গল। ততখানি অবসর আমার নেই। বুঝ্‌লুম, শাস্তিই দেবলজীর প্রাক্তন। জ্ঞানহীনা নারী তুমি, কীর্ত্তি চাও না—চাও অপকীর্ত্তি!

[কাঠের বোঝা লইয়া কালকেতু প্রবেশ-পথ হইতে]

কাল। কেতুমান্, তোমার খুল্লতাত ফিরে এসেছে?

ফুল্লরা। ঐ—ঐ আমার স্বামী বাড়ী ফিরে এসেছেন, আর আমার কোন চিন্তা নেই!

পিঙ্গল। তাই ত ফুল্লরা, তোমার স্বামীর সাম্‌নে এ প্রস্তাব করতে যে, মহারাজ নিষেধ করেছেন।

কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। কিসের প্রস্তাব, ফুল্লরা?

ফুল্লরা। ওগো, আমাদের বড় বিপদ্! রাজার চর গুরুদেবকে আর তাঁর কন্যা মাধুরীকে ধ'রে নিয়ে গেছেন।

কাল। কেন—কি অপরাধে?

ফুল্লরা। তিনি আমাদের শস্ত্র আর শাস্ত্র-গুরু এই অপরাধে। এই অপরাধের জন্য তাঁকে কঠোর শাস্তি নিতে হবে। এই মহাপুরুষ একমাত্র মুক্তির উপায় বলেছেন, যদি—

পিঙ্গল। না-না, আমি ত সেকথা বলি নি! ছেড়ে দাও আমাকে—চ'লে যাচ্ছি।

ফুল্লরা। না-গো-না, ইনি সে উপায় বলেছেন। ইনি বলেছেন—এই অস্পৃশ্যা কিরাত-রমণীর রূপ-যৌবন রাজার কাছে উপঢৌকন দিলে রাজা গুরুদেবকে মুক্তি দেবেন।

কাল। কুক্কুর, অস্পৃশ্যা কিরাত-রমণীর রূপ-যৌবন কামনা কর্‌বার পূর্ব্বে শির দিতে হয়, জানিস্? [আক্রমণোদ্যত]

পিঙ্গল। দোহাই—দোহাই—কালকেতু, আমায় রক্ষা কর—আমার কোন দোষ নেই—আমি ভৃত্য!

ফুল্লরা। সত্যই ত, কর্‌ছ কি! দূত যে অবধ্য!

কাল। কে—কে তুই?

পিঙ্গল। আমি পিং—পিং—পিঙ্গলাদিত্য।

কাল। দূর হ' মূর্খ! সাধ্বীর অনুকম্পায় আজ বেঁচে গেলি; কিন্তু সাবধান—আর কখনও এরূপ নীচ-অভিসন্ধি নিয়ে কিরাত-পল্লীতে প্রবেশ করিস্ নি! সাবধান—

[পিঙ্গলাদিত্যের প্রস্থান।

ফুল্লরা, আমায় এখনই যেতে হবে।

ফুল্লরা। ওগো, বিপদের উপর মহা-বিপদ্! মা [illegible] জন্মের মত ছেড়ে গেছেন।

কাল। য়্যাঁ—মা? বল কি, ফুল্লরা! কোথায় গেছেন?

ফুল্লরা। তীর্থ-দর্শনে—তোমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সন্ধানে। আর ব'লে গেছেন, পথেই তিনি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

কাল। কোন্‌পথে গেছেন জান, ফুল্লরা।

ফুল্লরা। দখিণের জঙ্গলের পথে!

কাল। ফুল্লরা, আমি আর মুহূর্ত্ত-মাত্র অপেক্ষা করতে পার্‌ছি না। জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন—গুরুদেবের উদ্ধারের চেষ্টা করা চাই।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। তাই ত, কি হবে? মা মঙ্গলচণ্ডি! এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার কর, মা!

[প্রস্থান।

১ম দৃশ্য

স্থান—বন-পথ। কাল—অপরাহ্ণ

[বনপথের একপার্শ্বে একটী রুদ্ধদ্বার-শিবিকা রক্ষিত। শিবিকার অনতিদূরে দুইজন বাহকের রক্তাক্ত মৃতদেহ পতিত; অবশিষ্ট বাহকগণ পলায়িত। শিবিকামধ্যস্থ রমণী হিংস্র শার্দ্দূল-ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"ওগো, কে কোথায় আছ রক্ষা কর!"]

শোণি[illegible]ত হস্তে একখানা কুঠার লইয়া

[illegible]বেগে সুকেতুর প্রবেশ।

সুকেতু। ভয় ন[illegible] নাই—দুরন্ত-শার্দ্দূলকে আমি বধ করেছি। শিবিকায় কে আছ, [illegible]।

[সুনেত্রা [illegible]ব ধীরে শিবিকাদ্বার উন্মোচন করিল]

সুনেত্রা। আপ[illegible] শার্দ্দূলকে বধ করেছেন?

সুকেতু। হাঁ আ[illegible]।

সুনেত্রা। আপনি শক্তিমান্! আপনি আজ আমার প্রাণদান কর্‌লেন, আপনার ঋণ কখনও শোধ কর্‌তে পার্‌ব না।

সুকেতু। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নেই; আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি। গুরুর প্রসাদে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেছিলুম, আজ কর্ত্তব্য-সম্পাদন কর্‌তে তার পরীক্ষা হ'য়ে গেল; বুঝ্‌লুম, আমার শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি।

সুনেত্রা। সামান্য একখানা কুঠারের সাহায্যে এমন একটা ভীষণ

শার্দ্দূল বধ করলেন। ধন্য আপনার শিক্ষা— আর ত পা।র শিক্ষাদা।
মহান্ ক্ষত্রবীরকেও শত ধন্যবাদ।

সুকেতু। আমার শিক্ষাদাতা গুরু ক্ষত্রিয় নন্। । ন বিদ
ব্রাহ্মণ। আর আপনি আমায় 'আপনি' বল্বেন না; কারণ আমি হীন
কিরাত-কুলে জন্ম আমার।

সুনেত্রা। হীনকুলে জন্ম হ'লেও কর্ত্তব্যে আপনি মহান্। আর
আমার প্রবৃত্তিও এতটা হীন নয় যে, প্রাণদাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে
কুণ্ঠিত হব।

সুকেতু। ওকথা যাক্। এখন জান্‌তে চাই—আপনি কেমন
ক'রে গৃহে ফিরে যাবেন, আপনার শিবিকার বাহক কৈ?

সুনেত্রা। এই বনপথটুকু পার ক'রে দিলেই আমি স্বচ্ছন্দে ফিরে
যেতে পারব।

সুকেতু। শিবিকা বাহক ভিন্ন আর কি কেউ আপনার সঙ্গী ছিল
না?

সুনেত্রা। ছিলেন—আমার জননী, আর জন পরিচারিকা।
কিন্তু তাঁদের শিবিকা আমার শিবিকার অনেক পশ্চাতে ছিল।

সুকেতু। তা' হ'লে চলুন, আমিই আপনাকে বনপথটুকু পার ক'রে
দিয়ে আসি।

সুনেত্রা। এতটা অনুগ্রহ কর্‌বেন?

সুকেতু। অনুগ্রহ কেন? এ-ও আমার কর্ত্তব্য।

সুনেত্রা। [স্বগত] ঈশ্বরের কী বিচিত্র লীলা। দেবতার মত
হৃদয়, দেবতার মত রূপ নিয়ে ইনি জন্মেছেন হীন ব্যাধের ঘরে।

[উভয়ে গমনোদ্যত হইলে মুবলা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল
"সুকেতু"—সুকেতু ফিরিল।]

সুকেতু। কে! মা?

মুরলা। হাঁ, আমি। আগুন নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না—সুকেতু, ফিরে এস।

সুকেতু। এ কথা কেন বল্‌ছ, মা? আমি ত কোন অন্যায় কাজ করি নি; এই অসহায়া বালিকাকে বনপথ পার ক'রে দিতে যাচ্ছি এই মাত্র।

মুরলা। তুমি বালিকাকে ব্যাঘ্রমুখ হ'তে রক্ষা ক'রে কর্ত্তব্যের ষোল আনা পূর্ণ করেছ, এখন বালিকার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। প্রয়োজন হয়, আমিই তাকে অরণ্য-সীমান্তে রেখে আস্‌ছি।

সুনেত্রা। আমার কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই, আমি একাই যেতে পার্‌ব।

গান।

চল্‌ রে চরণ চ'লে চল্‌
আঁখি যথা ল'য়ে যায়।
ভবে সুখের হেতু নারী
বিপদ্‌ ডেকে আনে পায় পায়।
অমঙ্গল যায় সঙ্গের সাথী
তার কি ভাবনা ভয়,
মরণ-পথের যাত্রী সে যে,
জীবনটা তার দুখময়,
তার ঘুমের ঘোরে রঙিন স্বপন
জল্‌তে শুধু নিরাশায়।

[চকিতে একবার সুকেতুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

সুকেতু। নির্জ্জন বনপথে একাকিনী বালিকা; যদি ভয় পায়, মা?

মুরলা। সেজন্য তোমার উৎকণ্ঠার প্রয়োজন নেই, পুত্র! সুকেতু—

সুকেতু। মা!

মুরলা। তোমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে?

সুকেতু। আছে।

মুরলা। মনে আছে—সেই নৃশংস গুজরাটরাজের নির্ম্মম অত্যাচারের কথা? যে নির্ম্মম পিশাচ একদিন বিনাদোষে আমার স্নেহময়ী জননীকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীয়ন্ত দগ্ধ করেছিল, যতদিন না সে নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে পার্‌বে, ততদিন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করবে?

সুকেতু। তাই কি একটা অলীক আশঙ্কায় এক সহায়হীনা বালিকার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌তে আদেশ কর্‌লে, মা?

মুরলা। ঠিক তাই। শোন পুত্র! আর একটা কথা—আমি সংবাদ পেয়েছি তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা এখনও জীবিত। সারাজীবন অনুসন্ধান ক'রে যাঁর সাক্ষাৎ পাই নি, এই জীবনের সন্ধ্যায় আর একবার তাঁর অনুসন্ধানে যাব। কতদিনে ফির্‌ব, তা বল্‌তে পারি না—ফির্‌ব কি না, তাও জানি না; শুধু প্রতিশোধ নিতে তোমায় রেখে গেলুম। সাবধান সুকেতু। কর্ত্তব্য ভুলো না। এই বিশাল বিশ্বে তোমার একমাত্র আত্মীয়, বন্ধু, উপদেষ্টা, সহায়, তোমার অগ্রজ কালকেতু। বিমাতা-পুত্র হ'লেও তোমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রাণান্তেও যেন তার অবাধ্য হ'য়ো না।

সুকেতু। আজই যাবে, মা?

মুরলা। হাঁ, আজই—এখনই। হাঁ, আর এক কথা, সুকেতু! কেতুমানের মুখে শুন্‌লুম, রাজার লোক নাকি তোমাদের গুরু দেবলজী ঠাকুরকে ধ'রে নিয়ে গেছে; তুমি অবিলম্বে ব্রাহ্মণের সংবাদ নাও।

সুকেতু। য়্যাঁ! বল কি? [বেগে প্রস্থান।

[মুরলার অপর দিক্ দিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

সহদেব রাও, পিঙ্গলাদিত্য, পারিষদগণ সকলে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। অদূরে রক্ষিবেষ্টিত দেবলজী ও তাহার কন্যা দণ্ডায়মান। মাধুরী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ছিল।

সহ। তুমি দেবলজী ?

দেবল। আমি, মহারাজ !

সহ। বার্ত্তাবহ মুখে
শুনিয়াছি অপূর্ব্ব বারতা।
নীচ ব্যাধকুলে
অস্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষাদান করিয়াছ তুমি।
ঘৃণিত অস্পৃশ্য জাতি সদা কদাচারী,
রহে দূরে সমাজ হইতে ;
পশু-মাংসে উদর পূরায়,
পশুসম ঘৃণিত আচার,
শিক্ষাদান-যোগ্য-পাত্র নহে কদাচন।
শিক্ষা হ'তে আত্মার উন্নতি—
নীতিবাক্য সভ্য জগতের।
কিন্তু সেই শিক্ষা অযোগ্যে দানিলে
ফলিবে কুফল তায়,
বৃদ্ধি পাবে নীচের প্রভাব,

ঘটাবে বিপ্লব,
অহেতুক বাড়িবে জঞ্জাল।
এ বৃদ্ধ বয়সে
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে তোমার,
সাধিয়াছ নীতি-ব্যভিচার,
তাই অপরাধী তুমি।

দেবল। অপরাধী আমি!
একি রাজনীতি?
শিক্ষাদান অপরাধ,
নীতি-ব্যভিচার—
শুনিতেছি জীবনে প্রথম!
জানি সবিশেষ,
উচ্চ নীচ সুশিক্ষায় সম অধিকারী।
সুশিক্ষা প্রভাবে
নাশ হয় অজ্ঞান-তিমির;
উজল প্রভায়—
ফুটে ওঠে জ্ঞানের আলোক;
জ্ঞানের প্রভাবে—
নীচ সদাচারী লভে উচ্চগতি;
উচ্চবংশজাত মূঢ়জন,
অশিক্ষায় নীচ কদাচারী,
জানি ইহা মনীষী-বচন।
তাই ব্যাধসুতে করিয়াছি শিক্ষাদান,
বুঝি নাই কূট-নীতি।

সহ। বাতুল ব্রাহ্মণ !
গুজরাট-ঈশ্বর
করে নি আহ্বান তোমা'
নীতি শিক্ষা দিতে।
অসভ্য কিরাতকুল
তোমার শিক্ষায়
ভেদনীতি করিয়া বর্জ্জন
রাজ্যমধ্যে অশান্তি সৃজিবে,
সাধিবে অনর্থ কত !
অতি হীন অসভ্য যাহারা,
শিক্ষা-মর্ম্ম তারা কি বুঝিবে ?
তোমার সুশিক্ষা—
কুশিক্ষায় হবে পরিণত,
সেই হেতু অপরাধী তুমি।
দিব তোমা' দণ্ড বিধিমত।

দেবল। ন্যায়বান্ রাজা !
একি রাজ-নীতি ?
শিক্ষাদান-অপরাধে—
ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণে
অকারণ নির্যাতন যদি রাজনীতি,
বুঝিলাম—
এ নীতির প্রবর্ত্তক—তুমি।
রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, অর্থ-নীতি আদি
বহু নীতি-কথা—

শুনিয়াছি তব পিতৃমুখে,
করিয়াছি নীতি-শাস্ত্র পাঠ ;
কিন্তু কভু শুনি নাই—
নীতি-কথা বিচিত্র এমন !

সহ। উন্মাদ ব্রাহ্মণ ! জানো তুমি—
কার সনে কর বাক্যালাপ ?

দেবল। জানি—
গুজ্‌রাটের নবীন ভূপাল
নব নীতি-প্রবর্ত্তক যিনি—
স্থাপিতে অমর কীর্ত্তি অবনীমণ্ডলে,
বুঝাইতে নীতির মাহাত্ম্য,
বিনা অপরাধে—
দিতে শাস্তি আগুয়ান দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
জানি—
সেই দণ্ডদাতা নরপতি সনে
করিতেছি বাক্যালাপ।

পিঙ্গল। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ !

সহ। চিন্তা নাহি কর, মন্ত্রি !
দ্বিজ-দর্প অবশ্য চূর্ণিব।
রক্ষি !
শৃঙ্খলিত করি এই দাম্ভিক ব্রাহ্মণে
রাখ অন্ধকারাগারে।
রাজ-বিধি-ভঙ্গকারী যেই,
অন্ধকারাবাস যোগ্য শাস্তি তার।

দেবল। বিনা দোষে রাজদণ্ডভোগ—
বুঝিলাম ললাট-লিখন।
কিন্তু জিজ্ঞাসি, ভূপাল!
নীতিভঙ্গ-অপরাধে যদি
অপরাধী আমি—
কহ, নরনাথ!
কোন্ প্রয়োজনে
আজ্ঞাধীন তব ভৃত্যগণ
কন্যারে আমার আনিয়াছে হেথা?
পিতৃ-অপরাধে—
দুহিতার নির্যাতন কেন অকারণ?
ক্ষুণ্ণ করি নারীর মর্য্যাদা,
কুমারী কন্যায়
আনিয়াছে রাজ-সন্নিধানে?

[দেবলজীর কথায় সকলে রাজার মুখের দিকে চাহিল, রাজা পিঙ্গলাদিত্যকে ইঙ্গিত করিলেন।]

পিঙ্গল। সে উত্তর আমিই দিতেছি।
জানি তোমা বহুদিন হ'তে
নির্ব্বিরোধী সরল ব্রাহ্মণ,
না বুঝিয়া কূট রাজ-নীতি—
করিয়াছ অপরাধ।
কিন্তু মার্জ্জনীয় নহে কভু হেন অপরাধ।
তাই স্মরি' দুঃখময় তব ভবিষ্যৎ,
আমি মুগ্ধ করুণায়

উদ্ভাবন করিয়াছি মুক্তির উপায়।
অতীব সরল পন্থা—
তনয়া তোমার
ইচ্ছিলে দানিতে পারে সে মুক্তি তোমায়।

মাধুরী। আমি মুক্তি দিতে পারি পিতারে আমার!
আছে কি এ হেন পন্থা ?
কৃপা করি কহ, মহাত্মন্!
যদি প্রয়োজন—
অবহেলি বিসর্জ্জিব প্রাণ,
মুক্তি যদি পান্ পিতা।
অশেষ করুণা তব,
করুণায় রাখিবে কিনিয়া,—
সদুপায় করিয়া নির্ণয়,
রাজদণ্ড হ'তে
রক্ষিবারে দরিদ্র ব্রাহ্মণে।

পিঙ্গল। বলিয়াছি আগে অতীব সরল পন্থা;
কিন্তু একমাত্র নির্ভর তোমার 'পরে।
ব্রাহ্মণ-কুমারী তুমি—
কে চাহে তোমার প্রাণ ?
মুক্তি লাগি' অতি তুচ্ছ বিনিময় শুধু,
লো সুন্দরি!
তব রূপ ফুটন্ত যৌবন
রাজপদে দিয়া উপহার,
রক্ষা কর পিতার জীবন।

দেবল। নরাধম ! রসনা সংযত কর্।
নরাকারে পশু তুই—
পশুসম ঘৃণিত আচার,
তাই হেন হীনবাণী কহিলি পিতায়—
কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় করিতে আপন।
হ'লেও দরিদ্র দ্বিজ মরণে না ডরি,
কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় কভু না করিব।
করুণায় তোর শতবার করি পদাঘাত।

পিঙ্গল। ভেবে দেখ, বালা !
কোন্ পন্থা করিবে গ্রহণ ?

দেবল। দাও শাস্তি, রাজা,
কুবচন শুনিতে না পারি আর !

সহ। তবে অন্ধ-কারাগার
একান্ত বাঞ্ছিত তব ?

দেবল। কন্যামূল্যে মুক্তিক্রয় হ'তে
কারাদণ্ড শ্রেয়ঃ শতগুণে !

সহ। ভাল—রক্ষি !
মূর্খ দ্বিজে ল'য়ে যাও কারাগারে।
শুন, দ্বিজ ! চিন্ত' আর বার,
এবে নিরাশ্রয় অসহায়
তনয়া তোমার ;
কে রক্ষিবে তারে,
আমি যদি রহি প্রতিকূলে ?

[রক্ষিগণ দেবলজীকে শৃঙ্খলিত করিল]

দেবল। দীনের রক্ষক যিনি দুর্ব্বলের বল,
তনয়ারে মোর রক্ষিবেন তিনি!

[রোষে ক্ষোভে ফুলিতে লাগিলেন]

মাধুরী। বাবা—

দেবল। ভ্রান্ত বালিকা!
রক্ষিবারে পিতার জীবন,
হুতরূপে লম্পটের লালসা-অনলে
আপনারে করিতে নিক্ষেপ
হয়েছে কি হেন হীন অভিলাষ?
সুযুক্তি দানিতে তাই,
স্নেহ-সম্ভাষণ?

মাধুরী। সত্য তাই, পিতা!
দেখিতেছি নাহি অন্যপথ,
পরিণাম—নির্যাতন অশেষ লাঞ্ছনা।
ভেবেছি অনেক, করিয়াছি স্থির,
তব মুক্তি লাগি দিব আত্ম-বলিদান।
এই ঘৃণ্য মৃত্তিকার দেহ
পরিপূর্ণ বিষ্ঠা-কৃমি-কীটে,
পরিণাম যার—
ভস্ম কিংবা পশুর আহার!
এ অসার দেহ
নৃপতির যদ্যপি বাঞ্ছিত,
নাহি ক্ষোভ—
দিব আমি তব মুক্তি লাগি।

তার পর প্রবেশি অনলে
প্রায়শ্চিত্ত করিব পাপের।

দেবল। মূঢ়া তুই,
নারীর সর্ব্বস্বধন সতীত্ব রতন
জগতে অমূল্য নিধি—
লম্পটের প্ররোচনে
সাধে নিধি দিবি বিসর্জ্জন,
আমার মুক্তির লাগি ?
ছার মুক্তি—তুচ্ছ এ জীবন—
নারীত্বের বিনিময়ে নহে কাম্য কভু।

মাধুরী। জানি, পিতা!
শুনিয়াছি বহুবার শ্রীমুখে তোমার,
পুরাণ-আখ্যান—সতীর মহিমা-কথা।
আমিও সে গৌরবের সম অধিকারী ;
কিন্তু পিতা! নিয়তি দুর্ব্বার—
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঘেরা
উন্মুক্ত নরক-পথ—মৃত্যুর আহ্বান
মুহুর্মুহুঃ বাজিছে শ্রবণে।
জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা—
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্ যিনি,
তাঁর লাগি' আত্মদেহ-দান
ধর্ম্ম সুমহান্—চরমে পরম-গতি।
করি গো মিনতি, পিতৃ-সেবা হ'তে
তনয়ারে ক'রো না বঞ্চিত।

পিঙ্গল। এমন পিতার কিনা এমন কন্যা! কী অপার্থিব পিতৃ-ভক্তি!

১ম পারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনটি আর দেখা যায় না!
২য় পারি। দেবকন্যা। অভিশপ্ত হ'য়ে নারীদেহ ধারণ করেছে।

মাধুরী। বাবা!

পিঙ্গল। আচ্ছা, দেবলজী। তোমার মেয়ে যখন অসম্মতও নয়, তখন তুমিই বা সম্মত হচ্ছ না কেন? এ ক্ষেত্রে তোমারই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

দেবল। হুঁ, তা হচ্ছে বটে।
মহারাজ, এবে বুঝিয়াছি,
সম্মতা তনয়া মোর প্রস্তাবে তোমার,
মোর ইচ্ছা-অনিচ্ছায়
কিবা আসে যায়?
তবে অকারণ—
কেন করি নির্যাতন-ভোগ?
দেহ মুক্তি—যাই নিজালয়ে,
তোমারে তুষিতে রহিবে তনয়া হেথা।

সহ। মহা বুদ্ধিমান্ তুমি দ্বিজ।
শ্রেয়সী তনয়া তব তোমা হ'তে,
পিতৃ-ভক্তি অতুলন তাঁর!
রক্ষি! মুক্ত কর দ্বিজে!
[রক্ষিগণের তথাকরণ]
যাও, দ্বিজ!
হৃষ্টমনে নিজালয়ে করহ গমন।

দেবল। ধন্য তুমি মুক্তিদাতা সুমহান্!
এস পিতৃভক্ত নন্দিনী আমার!
অতুলন পিতৃভক্তি তব,
দীন আমি—কি আছে আমার?
বিদায়ের কালে দরিদ্র পিতার
লহ, কন্যা, স্নেহ-পুরস্কার।

[কটিদেশে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া
মাধুরীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিল]

মাধুরী। উঃ—বাবা! [পতন ও মৃত্যু]

দেবল। নাও রাজা, কামনার নিধি—
এই কন্যা রহিল আমার!
ছাড় পথ—মুক্ত আমি,
কন্যামূল্যে মুক্তি কিনিয়াছি!

সহ। রক্ষি! শৃঙ্খলিত কর ত্বরা
নারীহন্তা পাষণ্ড দুর্জ্জনে।
[রক্ষিগণের তথাকরণ]
নির্জ্জন কান্তারে শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধি'
দগ্ধ কর জ্বলন্ত অনলে।
যাও—নিয়ে যাও—

দেবল। করুণার অবতার তুমি নরমণি!
এবে সত্য মুক্তিদান করিলে আমায়—
মৃত্যু দানি দুর্নিবার কন্যা-শোক হ'তে!
লহ রাজা, ব্রাহ্মণের শেষ আশীর্ব্বাদ।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ

কিরাত-রমণীগণ

রমণীগণ।—

গান

বাজার-বেলা ব'য়ে যায় পা চালিয়ে চল্।
ডালার মাস থাকবে ডালায়,
ভাব্‌নায় হবে রক্ত জল॥
দুপুর রোদে বন-বাদাড়ে, মিন্‌সেরা ঘুরে ঘুরে,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এনেছে শিকার ক'রে,
বেচে মাল আন্‌ব কড়ি—
দেখিয়ে দেবো বুদ্ধিবল।
নইলে দানাপানি অষ্টরম্ভা—
ঝর্‌বে শুধু চোখে জল॥

[প্রস্থান

অপরদিক্ দিয়া শৃঙ্খলিত দেবলকে লইয়া
পিঙ্গলাদিত্য ও তাহার অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ।

পিঙ্গল। এই উপযুক্ত স্থান। এই শুক্‌নো গাছ্‌টায় বুড়োকে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দে। দাম্ভিক মূর্খ বুঝুক্—প্রতারণার শাস্তি কী কঠোর!

দেবল। হা-হা-হা মূর্খ! কি কঠোর শাস্তি দিবি তোরা? যে শাস্তি শোকের আগুন নিবিয়ে দেয়, সে শাস্তি নয়—শান্তি।

১ম অনু। [জনান্তিকে দ্বিতীয় অনুচরের প্রতি] এ শুধু বৃদ্ধের শাস্তি নয়, ভাই! যে জঙ্গলে এসেছি, এখান থেকে যে সশরীরে ফিরতে পারব, এমন ত মনে হয় না। বাপ্ এখানে কেউ দিন-দুপুরে আসতেই সাহস করে না, এখন ত চাকী ডুবু ডুবু।

২য় অনু। ছিঃ, তুমি না পুরুষ?

১ম অনু। এখনও বাঘ-সিঙ্গির গর্জ্জন ত শোন নি, চাঁদ; শুনলে আর এ বীরত্ব থাকবে না! আরে রামচন্দ্র—এমন চাকরী আবার মানুষে করে। ওরে বাবা, ও কি।

২য় অনু। কি আবার?

১ম অনু। দেখছ—ঐ রক্তমাখা লাস?

২য় অনু। তাই ত রে।

পিঙ্গল। অকর্ম্মণ্যের দল, এখনও ইতস্ততঃ করছিস্?

১ম অনু। [বাহকদ্বয়ের মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] এই যে প্রভু, দেখছেন দুটো রক্তমাখা লাস্! আমাদের আর অতটা কষ্ট ক'রে আগুন জ্বালতে হবে না, বুড়োকে এইখানে ছেড়ে দিয়ে গেলেই আপদ্ চুকে যাবে। এদিকেও সন্ধ্যা হ'য়ে এল; ওকে ত আর বেশিক্ষণ মৃত্যুর আশা-পথ চেয়ে থাকতে হবে না।

পিঙ্গল। তা হয় না, কাপুরুষ! রাজাজ্ঞা পালন করতেই হবে। নে, বাঁধ্ বুড়োকে।

১ম অনু। [স্বগত] হাত্তোর চাকরি! উপস্থিত ফাঁড়াটা কাটিয়ে, একবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে হয়। [প্রকাশ্যে] এস, ভায়া, যদি বাঁচতে চাও—একটু হাত চালিয়ে নাও।

[অনুচরদ্বয় দেবলজীকে বৃক্ষকাণ্ডে উত্তমরূপে বাঁধিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিল]

পিঙ্গল । 　দাম্ভিক ব্রাহ্মণ ।
দর্প কি হয়েছে চূর ?
হ'য়ে নীচ উচ্চভাষ নৃপতিব সনে,
কন্যা বধি প্রকাশিলে দ্বিজেব মাহাত্ম্য,
এবে কর্ম্মফল ভুঞ্জ আপনার ।

[অনুচবগণ আগুন জ্বালিযা দিল, দেবলজী আর্ত্তনাদ করিযা উঠিল]

বেগে কালকেতুর প্রবেশ ।

কাল । 　আর্ত্তনাদ এই দিক্ হ'তে—
কে তোমবা ? কি হেতু হেথায় ?
এ কি—
দাবানল জ্বলিয়াছে কান্তাব মাঝারে ।
ও কি ।
কেবা হতভাগ্য ওই অনলেব মাঝে ?

জয় মা চণ্ডিকে, খুব মুখ বেখেছিস্, মা । এই যে, গুরুদেব । স'রে যা —স'রে যা, পিশাচের দল । যদি প্রাণের আশা থাকে, ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ কর্ ।

[বেগে গমন করিয়া প্রজ্বলিত বৃক্ষকাণ্ড হইতে আবদ্ধ দেবলজীকে মুক্ত কবিল ।]

এ কি ! গুরুদেব ?
সংজ্ঞাহীন—শ্বাস বহিতেছে বটে,
কিন্তু হায়—
নাহি বুঝি জীবনের আশা ।

[শুশ্রূষাকরণ]

পিঙ্গল । কালকেতু ।
চিনিতে কি পার মোরে ?
এতক্ষণ নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে
দেখিনু তোমার কার্য্য,
কহি নাই কোন কথা ।
জান না কি—
রাজদণ্ডে দণ্ডিত দুর্জ্জনে
স্ব-ইচ্ছায় করিলে উদ্ধার
হ'তে হয় অপরাধী ?

কাল । নিরীহ ব্রাহ্মণ এই—
রাজদণ্ডে হয়েছে দণ্ডিত ?
অসম্ভব বাণী—প্রত্যয় না হয় কভু !
ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সরল, উদার,
পরহিতে ব্রতী চিরদিন,
দ্বিজোত্তম নরোত্তম পূজিত সবার,
অপরাধী রাজার বিচারে ?
মিথ্যাকথা ষড়্‌যন্ত্র ইহা ।

পিঙ্গল । রাজদ্রোহী কালকেতু !
ভবিষ্যৎ চিন্ত' আপনার ।
রাজার আদেশে
অনলে পোড়াব এই ভণ্ড দ্বিজে,
যদি বাধা দাও—নাহি পাবে ত্রাণ,
রাজরোষে সবংশে মজিবে ।
শুন যুক্তি সার,

স্মরি ইষ্ট আপনার যাও নিজাগার,
বাড়ায়ো না অহেতু জঞ্জাল।

কাল। ইষ্টদেবে রক্ষিবারে
কালকেতু সতত প্রস্তুত।
যাও ফিরে রাজ-সন্নিধানে,
কহিয়ো প্রভুবে তব—
যতক্ষণ দেহে র'বে প্রাণ—
রক্ষিব ব্রাহ্মণে,
কুশাঙ্কুর না বিঁধিবে চবণে তাঁহার।

পিঙ্গল। মতিচ্ছন্ন ঘটেছে তোমাব।
জেনো তব ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার।

[অনুচরগণ সহ প্রস্থান।

দেবল। ওঃ—বড় পি—পা—সা। একটু জল—

কাল। জল—তাই ত, প্রভু! নিকটে ত জলাশয় নেই, তা ছাড়া আমি—আমি কেমন ক'রে জল এনে দোব, প্রভু? আমি যে অস্পৃশ্য ব্যাধ—

দেবল। জ—ল—জ—ল—প্রাণ যায়—

কাল। কি করি উপায়,
মহাদায়ে ঠেকিলাম আজি!
হীন অস্পৃশ্য কিরাত আমি—
ব্রাহ্মণে কেমনে দিব জল?
স্ব-ইচ্ছায় মহাপাপ কেমনে সাধিব?
গুরুদেব পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
বারিবিন্দু বিনা

ব্রহ্ম-হত্যা হইবে অচিরে।
ব্রহ্ম-বধ মহা-পাপ স্পর্শিবে আমায়।
সন্ধ্যা সমাগত,
অন্ধকার আসিছে ঘনায়ে,
মসীময় দিগন্ত আকাশ।
শ্বাপদ-সঙ্কুল এই দুর্গম কান্তার,
হেথা জন-সমাগম নহেক সম্ভব !
কি করি উপায় ?
বারি দানে দ্বিজ-প্রাণ কেমনে রক্ষিব ?

দেবল। জ—ল—জ—ল—

কাল দ্বিজ-মুখে মৃত্যুর লক্ষণ
ক্রমশঃ উঠিছে ফুটি,
শুষ্ক কণ্ঠ—শ্বাস রুদ্ধপ্রায়,
এখনি নিবিয়া যাবে জীবনের দীপ !
কি করি—কি করি—

দেবল। কে তুই নিষ্ঠুর, এতটুকু করুণা হচ্ছে না—মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকে একবিন্দু বারিদান ক'রে তার অন্তিম-তৃষ্ণা নির্ব্বাণ করতে পারলি না ?

কাল। প্রভু—গুরু—দেবতা—আমি নিষ্ঠুর নই, নিষ্ঠুর আমার অদৃষ্ট ! দুরদৃষ্ট বশে হীন ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, তাই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকে একবিন্দু বারিদানের যোগ্যতা আমার নেই।

দেবল। তবে তুমি কে ?

কাল। প্রভু, আমি আপনারই দাস কালকেতু।

দেবল। কালকেতু ? কি করলে, বৎস ! রাজদ্রোহী হ'লে ? আমাকে উদ্ধার ক'রে সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলে ?

কাল। প্রভু, এ বিপদ্‌কে সম্পদ্ জ্ঞান কর্‌তে পার্‌তুম, যদি আপনাকে বাঁচাতে পার্‌তুম!

দেবল। কালকেতু, বড় পিপাসা—একটু জল।

কাল। দেহের রক্ত দান কর্‌লে যদি গুরুদেবের পিপাসার শান্তি হ'ত, আমি হাসি মুখে দিতুম; কিন্তু কি করি—

সহসা ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। দাসী জীবিতা থাক্‌তে তা কেন কর্‌তে হবে, স্বামি? ধাত্রী-রূপিণী অস্পৃশ্যা চণ্ডালিনী যদি ব্রাহ্মণ-কুমারের মুখে দুগ্ধ দান কর্‌তে পারে, তা' হ'লে এই অস্পৃশ্যা কিরাত-রমণীও তাদের পুত্ররূপী পিতার, দেবতা-রূপী মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের অন্তিম-তৃষ্ণা মেটাতে স্তন-দুগ্ধ দান কর্‌তে এতটুকু দ্বিধা কর্‌বে না। এস দেবতা—এস পিতা—এস প্রাণাধিক পুত্র—এই কিরাতিনীর স্তনদুগ্ধ পান ক'রে অন্তিম-তৃষ্ণা নিবারণ কর। দুগ্ধ সর্ব্বত্র পবিত্র। [দুগ্ধ প্রদান]

দেবল। আঃ। পরিতৃপ্ত হ'লাম! মা, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা মা মঙ্গলচণ্ডীর করুণা লাভ কর।

কাল। আমার কাঁধে ভর দিন্, প্রভু; আমি আপনাকে কুটীরে নিয়ে যাই।

দেবল। না—বৎস, আমায় উদ্ধার ক'রে যে বিপদের বোঝা মাথায় নিয়েছ, সে বোঝা আর বাড়িয়ো না! আমায় সিন্ধু-তটে নিয়ে চল; যদি বেঁচে থাকি, কোন নিরাপদ্ স্থান অন্বেষণ ক'রে নেবো।

[উভয়ের স্কন্ধে দেহভার ন্যস্ত করিয়া দেবলজীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিন্তামগ্ন সহদেব, পারিষদগণ প্রমোদ-উল্লাসে মত্ত,

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

হাসি দিয়ে রাখ্‌ব ঘিরে বঁধু তোমারে।

ফুলের হাসি, চাঁদের হাসি,

হাসি সনে যাবে মিশি,

মধুর হাসি উঠ্‌বে ফুটি মিলন-অধরে॥

হাস্যময়ী আমরা নারী,

হাসি-রূপের বেসাত করি,

রতনের যতন জানি, পরকে রাখি আপন ক'রে॥

সহ। যাও সবে—

ক্ষণকাল রহিব একাকী আমি॥

[পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য ইহা!

অতি হীন নগণ্য কিরাত—

সেও আজি করে উচ্চশির

শিক্ষার প্রভাবে!

উপেক্ষিল আমার আদেশ !
সুবিজ্ঞ এই মন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্য,
ব্যর্থ নহে তার ভবিষ্যৎ-বাণী।
প্রতীকার অবশ্য উচিত।
কিন্তু দেবলের হত্যাকথা ল'য়ে
প্রজাগণ করে কানাকানি ;
ডরি পাছে বিপ্লব ঘটায়
এ সময় প্রকাশ্য ভাবেতে।
যদি শাস্তি দিই কালকেতু ব্যাধে,
অশান্তি বাড়িবে তায়—
প্রজাগণ ঘোষিবে বিদ্রোহ।
করিবারে সুযুক্তি নির্ণয়
মন্ত্রিবরে করেছি আহ্বান,
দেখি কিবা যুক্তি করে দান।

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

মন্ত্রি ! কহ ত্বরা,
কি উপায় করিয়াছ স্থির
শাসিবারে দুরন্ত কিরাতে ?

পিঙ্গল। মহারাজ !
চিরদিন আছি আজ্ঞাবহ ভৃত্য,
যুক্তি লাগি অকারণ
নাহি করে কালব্যাজ দুষ্কৃতে শাস্তিতে।
আশু করণীয় যাহা,
কার্য্যে তাহা করিয়াছি সমাধান।

আদেশে আমার অনুচরগণ
অরক্ষিত গৃহ তার করেছে লুণ্ঠন ;
রাখে নাই পরিধেয় বস্ত্র একখানি,
কিংবা একটী তণ্ডুলের কণা ;
পত্নী-গাত্রে তার
যাহা কিছু ছিল আভরণ,
ছিনায়ে এনেছে সব ;
বিচূর্ণিত গৃহের তৈজস-পত্র,
মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দীপটীও রাখে নাই !
আজ হ'তে অনাহারে যাবে দিন।
অনিশ্চিত শিকার-সন্ধান—
সেই অনিশ্চিত আশালব্ধ
পশুমাংস শুধু
রহিবে ভরসা মাত্র উদর পূরণে।
[স্বগত]
এবে দর্পচূর্ণ হবে ফুল্লরার,
পশুমাংস্ করিতে বিক্রয়
আপনি যাইবে হাটে।

সহ। চমৎকার !
কার্য্য তব যোগ্য প্রশংসার,
যোগ্য মন্ত্রী তুমি, হে ধীমান্ !
সাম্নগর্ভ মন্ত্রণা তোমার।
ভাগ্যবান্ আমি—
তোমা হেন লভিয়া সচীব।

আরক্তনেত্রে, ক্রোধকম্পিত কলেবরে
কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। মহারাজ!

সহ। কে তুমি?
ওঃ—চিনিয়াছি—
তুমি কালকেতু ব্যাধ।
বন্য পশু—বনে কর বাস,
রাজ-সন্নিধানে তোমার কি প্রয়োজন?

কাল। আমাব কি প্রয়োজন?
প্রয়োজন—বিচার-প্রার্থনা।
বনবাসী কিরাত-তনয়
আসে নাই ঐশ্বর্য্যের লোভে,
আসে নাই ভিক্ষার আশায়।
গুজরাট-ঈশ্বর!
এই বন্য প্রজা তব
গুরুতর অভিযোগ ল'য়ে—
শুধু সুবিচার আশে
আসিয়াছে রাজ-সন্নিধানে।

সহ। অভিযোগ!
কিবা অভিযোগ তব?
কাহার বিরুদ্ধে? কহ ত্বরা,
সুবিচার অবশ্য করিব।

কাল। মহারাজ, দুর্দ্দৈব অপার!
দুরন্ত তস্কর

প্রবেশিয়া অরক্ষিত কুটীরে আমার,
দীনের সম্বল ছিল যাহা কিছু,
নিয়াছে হরিয়া সব।
চূর্ণিত তৈজস-পত্র,
মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দীপটীও রাখে নাই।
অন্নাভাবে স্ত্রী-পুত্র সহিত
কালি হ'তে আছি অনাহারী!
মহারাজ। কর সুবিচার।

সহ। শুনিলে সচীব, কিরাতের অভিযোগ?
তস্কর লয়েছে হরি' সর্ব্বস্ব তাহার,
এবে পলায়িত—
বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ল'য়ে
আসিয়াছে বাতুল কিরাত
মোর সন্নিধানে! মাগে সুবিচার।
অপরাধী পলায়িত যবে,
বিচার কাহার? কারে দণ্ড দিব?
বুঝাও মূর্খেরে তুমি।

কাল। মহারাজ!
অভিযোগ মোর নহে বাতুলতা!
তস্করের পেয়েছি সন্ধান,
তাই সুবিচার আশে
আসিয়াছি রাজ-সন্নিধানে।

সহ। তস্করের পেয়েছ সন্ধান?
ভাল—

বন্দী করি' ল'য়ে এস তারে,
সুবিচার অবশ্য করিব।

কাল। যদি সে তস্কর
আমা হ'তে হয় শক্তিমান্,
পশ্চাতে তাহার রহে বিদ্যমান্
প্রচ্ছন্ন অনন্ত শক্তি,
অশক্ত যদ্যপি আমি
বন্দী করিবারে তারে,
সুবিচার পাব না কি, মহারাজ ?

সহ। অবশ্য পাইবে।
রাজ-শক্তি নহেক দুর্ব্বল—
সে দুর্জ্জনে বন্দী করিবারে।

কাল। কিন্তু মহারাজ !
যদি মহাবল রাজশক্তি
রহে বিদ্যমান্ পশ্চাতে তাহার ?

সহ উন্মত্ত কিরাত ! ভেবেছ কি মনে
উন্মাদ-আগার ইহা ?
রাজা, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র সব
উন্মাদ তোমার মত—
কৌতুকে শুনিবে তব
এই উন্মত্ত প্রলাপ ?
সত্য অপহৃত যদি সর্ব্বস্ব তোমার,
বাতুলতা কর পরিহার,
সত্য কহ, কেবা সে তস্কর ?

কাল। সেই দুরাচার সম্মুখে তোমার।
সুবিচার—
মহারাজ, কর সুবিচার!

সহ। হতভাগ্য বন্যজীব!
দুর্ভাগ্য তোমার—
হৃত হ'য়ে সর্ব্বস্ব আপন,
ঘটিয়াছে মস্তিষ্ক-বিকার!
তাই হেন অসংযত প্রলাপ-বচন।
গুজরাটের সচীব-প্রধান
নহে হীন পথের ভিক্ষুক—
অভাবের তাড়নায়
চৌর্য্যবৃত্তি করিবে গ্রহণ—
লুণ্ঠিবে কিরাত-গৃহ!
চন্দ্রমা প্রয়াসী কবে
হরিবারে খদ্যোতিকা দ্যুতি?
যাও ফিরে, বাতুল কিরাত!
গুজরাট-প্রাসাদ
নহে বাতুল-আগার।

কাল। মহারাজ, কর অবধান!
যা কহিনু—সব সত্য,
একবর্ণ নহে মিথ্যা তার।
অভাবের হেতু নহে চৌর্য্যবৃত্তি এই,
শুধু অত্যাচার—সবলের অত্যাচার,
নির্যাতন দুর্ব্বলের প্রতি।

সহ। অসম্ভব কাহিনী তোমার !
না হয় প্রত্যয় কভু।

কাল। দেবতার নামে
শপথ করিয়া কহিতেছি, মহারাজ,
যা কহিনু সব সত্য।
জানু পাতি দীন প্রজা মাগে সুবিচার—
রাজধর্ম্ম করহ পালন,
পূর্ণ কর বাসনা তাহার।

পিঙ্গল। বাতুলের আকুলতা
বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
দেহ আজ্ঞা, মহারাজ।
রক্ষীরে আহ্বানি,
করি দূর দুরন্ত কিরাতে।

সহ। সত্য কহিয়াছ, তুমি সচীব-প্রধান।
বাতুলেরে করিতে সংযত
এই সুবিচার।
কে আছিস্ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

উন্মাদের উন্মত্ত প্রলাপে
ডরি পাছে শান্তিভঙ্গ হয়।
বেত্রাঘাতে বাতুল বর্ব্বরে
ত্বরা কর দূর।

রক্ষী। চল্, দুর্ব্বৃত্ত। [কালকেতুকে বেত্রাঘাত]

কাল। নিষ্ঠুর রাজা! অপহৃত নির্যাতিত দীন প্রজার কাতর আবেদনের কি এই ফল? যিনি ন্যায়ের দণ্ডধারী—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—এই কি তাঁর বিচার? ওহো-হো! নিষ্ঠুর পিশাচ! মনে ক'রো না যে, তোমার এই অমানুষিক অত্যাচার এমনি অপ্রতিহত ভাবে চল্‌বে। আর যিনি রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাট্—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা—তিনি এ অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌বেন না? মনে রেখো, পিশাচ! এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে, দিনরাত হচ্ছে—মাথার উপর ঈশ্বর আছেন।

সহ। উন্মাদটাকে বেত্রাঘাত কর্‌তে কর্‌তে এখনই এখান থেকে বের্ ক'রে দে।

কাল। যাচ্ছি—যাচ্ছি—তবে যাবার আগে ব'লে যাই—শুনে রাখ, রাজা! দিন আস্‌বে যখন—এই ঘৃণিত অসভ্য কিরাত তোমার এ নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় উসুল কর্‌বে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ অন্নদাস পদলেহী নীচ কুকুরটার—না থাক্, কালকেতুর প্রতিজ্ঞা মুখে নয়—কার্য্যে।

[প্রস্থান।

পিঙ্গল। হা—হা—হা—

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পিঙ্গলাদিত্যের গৃহের একান্তবর্ত্তী উদ্যান

ফুলের সাজী হস্তে সুনেত্রার প্রবেশ

সুনেত্রা। রোজ যেমন ফুল তুলি—মালা গাঁথি, আজও তেমনি ফুল তুল্‌তে এসেছি ; কিন্তু মনে যেন সে উৎসাহ নেই, মালা গাঁথ্‌তেও ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন এমনটা হচ্ছে ? সদাসর্ব্বদাই সেই প্রাণদাতা কিরাত যুবকের কথা মনে হচ্ছে। হীন কিরাতকুলে জন্ম তার, কিন্তু তার রূপ—তার আচার-ব্যবহার—তার মহান্‌ উদার হৃদয়ের কথা ভাব্‌তে গেলে, মানব-কুলের উচ্চতম আসনে তাকে বসাতে ইচ্ছা হয়! তা ব'লে তার কথা ভাব্‌তে ইচ্ছা হয় কেন ? এ কি কৃতজ্ঞতা ?

গান।

আমার সে মন যেন হারিয়ে ফেলেছি।
ছেলেখেলা খেল্‌তে গিয়ে,
বুঝি কোথাও ভুলে রেখেছি।
মনে পড়ে সকাল বেলায়,
গিয়েছিনু বকুল-তলায়,
আকুল প্রাণে বকুল-মালা
গেঁথে গলায় পরেছি ;—
আন্‌মনে মনের ভুলে মনটী ফেলে এসেছি।

দূর ছাই—ভাল লাগে না !

[নেপথ্যে বংশীধ্বনি]

কে এমন মধুর স্বরে বাঁশী বাজাচ্ছে ? আহা, বড় মধুর। বড় তৃপ্তিকর। সুরের প্রতি মূর্চ্ছনা যেন কর্ণ-কুহরে অমৃতরাশি ঢেলে দিচ্ছে ! ময়না— ময়না—

পরিচারিকার প্রবেশ।

দেখে আয় ত, এমন মধুর স্বরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে ?

পরি। বাঁশী বাজাতে বাজাতে লোক পথ দিয়ে যাচ্ছে, দিদিমণির অমনি টনক্ নড়্ল—কে বাঁশী বাজাচ্ছে দেখে আয় ! বলি, বাঁশী ত অমন কত লোকে বাজায়, তার জন্য তোমার অত মাথাব্যথা কেন ?

সুনেত্রা। তর্ক করিস্ নি। যা, দেখে আয়।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

যে এমন মধুর বাঁশী বাজাতে পারে, সে নিশ্চয়ই সুন্দর !

পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ।

কি দেখে এলি ?

পরি। দেখে এলুম—আমার মাথা আর মুণ্ডু।

সুনেত্রা। যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তার উত্তর দে।

পরি। বলি, দেখ্‌বার মত হ'লে না হয় একটু ভাল ক'রে ব্যাখ্যা কর্‌তুম। ও একটা ব্যাধ, ওকে আর দেখ্‌ব কি বল ?

সুনেত্রা। [স্বগত] ব্যাধ ! তবে কি সে ? [প্রকাশ্যে] ময়না। যেমন ক'রে পারিস্ ওকে একবার এইখানে নিয়ে আয়—আমি দেখ্‌ব।

পরি। ওমা—বল কি ? একটা জঙ্গ্‌লী ব্যাধকে দেখ্‌বে কি গো ?

সুনেত্রা। তুই জানিস্ না, ময়না ! ঐ জঙ্গ্‌লী ব্যাধই একদিন আমায় মৃত্যুর কবল হ'তে উদ্ধার করেছে, তাই আমি দেখ্‌তে চাই একবার আমার সেই প্রাণদাতা দেবতাকে। যা ময়না—আর বিলম্ব করিস্ নি !

[পরিচারিকার প্রস্থান।

ছদ্মবেশে অতি সন্তর্পণে সহদেবের প্রবেশ।

কে—কে তুমি ?

সহ। কেবা আমি—

পরিচয় কি দিব তোমায় ?

মোহিনী মূরতি তব আঁকি হৃদিমাঝে

নিত্য যেই করে পূজা প্রেমাঞ্জলিদানে,

শয়নে স্বপনে যার তুমি, সুলোচনে !

জীবনের ধ্রুবতারা—ধ্যানের ধারণা,

শুভক্ষণে প্রথম দর্শন হ'তে যার

আকুল তৃষিত চিত

ফিরে নিত্য আশার পশ্চাতে,

বরাননে !

আমি সেই তৃষিত চকোর—

তব প্রেম-বারিবিন্দু আশে

আসিয়াছি তব সন্নিধানে ;

বিধুমুখি ! প্রেম-সুধা দানে

অভাজনে ক'রো না বঞ্চিত !

সুনেত্রা। যে হও সে হও—

রাজ্যেশ্বর অথবা ভিখারী,

কিন্তু অতি নীচ—নরের অধম তুমি।

জঘন্য প্রকৃতি তব পশুর সমান,

তাই অরক্ষিত অন্তঃপুর-উদ্যান মাঝারে

প্রবেশিয়া তস্করের প্রায়,

পেয়ে একাকিনী কুমারী কন্যায়,

তুমি হীন লালসার দাস—
অতি নীচ আকাঙ্ক্ষায়
করিতেছ প্রেম-সম্ভাষণ।
পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন,
চ'লে যাও সম্মুখ হইতে।

সহ। সুলোচনে!
দীন ভাবি মোরে ঘৃণা নাহি কর।
ত্রিদিব সম্পদ্ প্রেম,
এ সম্পদের অধিকারী যেবা,
ভাগ্যবান্ রাজ্যেশ্বর হ'তে;
লোকেশ্বর প্রেমহীন যদি,
অতি দীন ভিক্ষুক সমান!
তো সুন্দরি! তাই হৃদে আশা ধরি,
সে প্রেমের আমি অধিকারী—
নহি ঘৃণ্য প্রেমিকার।
প্রেমময়ি, হ'য়ো না নিষ্ঠুর!

সুনেত্রা। তস্কর-অধম!
জেনো স্থির—
হেন আশা দুরাশা তোমার।
শুন হিতবাণী—
যাও চলি আপন আলয়,
বাড়ায়ো না অহেতু জঞ্জাল!

সহ। মত্ত অলি ধায় যবে মকরন্দ-আশে,
উল্লাসে কমল-বনে,

মৃণালে কণ্টক হেরি'
ডরে কি সে কবে পলায়ন ?
হেরি' রূপ অতুলন রূপসী তোমার,
আত্মহারা—জ্ঞানহারা আমি
আসিয়াছি ছুটে
মিটাইতে প্রেমের পিয়াসা ;
প্রেমময়ি, তৃষাতুরে ক'রো না বঞ্চিত ।

সুনেত্রা। নির্লজ্জ তস্কর ! এখনও বল্‌ছি, এ স্থান ত্যাগ কর্ ; নইলে—

সহ। নইলে কি কর্‌বে, সুন্দরি ! তোমার ঐ রোষ-রক্তিম নয়নের তীব্র কটাক্ষ আর মধুর ভ্রূকুটী দেখে অন্যে ভীত হ'লেও, শক্তিমান্ গুজরাট-অধিপতির চির নির্ভীক হৃদয় এতটুকু বিচলিত হবে না ।

[ছদ্মবেশ পরিত্যাগ]

সুনেত্রা। এইবার আমায় চিন্‌তে পেরেছ ? বল, আমার আশা পূর্ণ কর্‌বে ? তোমার পিতা আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন ব'লে প্রাণে পরিপূর্ণ আশা নিয়ে তোমার অভিমত জান্‌তে এসেছি । বল—সুনেত্রা, আমায় বিবাহ কর্‌বে ?

সুনেত্রা। মার্জ্জনা কর্‌বেন, মহারাজ ! আমার ন্যায় একজন সামান্য রমণী প্রবল পরাক্রান্ত গুজরাট-অধিপতির অঙ্কলক্ষ্মী হবার উচ্চাশা কখনও মনে স্থান দেয় না ।

সহ। এ তোমার উচ্চাশা নয়, সুনেত্রা ! কারণ গুজরাট-অধিপতি স্বয়ং তোমারই অনুরাগী ।

সুনেত্রা। এত বড় বিশ্বমাঝে আপনার এ অনুরাগের বিনিময় দিতে পারে এমন সুন্দরী ঢের পাবেন, মহারাজ ! আমায় মার্জ্জনা করুন ।

সহ। সুনেত্রা। তুমি কি আমায় চাও না ?

সুনেত্রা। না।

সহ। তোমার একবিন্দু ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমায় আমার রাজ্য—ঐশ্বর্য্য—আমার বল্‌তে যা-কিছু আছে, সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে উৎসর্গ কর্‌ব, তবু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবে না, সুনেত্রা ?

সুনেত্রা। না।

সহ। [স্বগত] নিষ্ঠুর সুন্দরি! তোমার এই মধুর প্রত্যাখ্যানে আমার প্রাণে লালসার আগুন আরও প্রদীপ্ত তেজে জ্ব'লে উঠ্‌ল, আমি তোমার আশা কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। [গমনোদ্যোগ]

অতি সন্তর্পণে সুকেতুর প্রবেশ।

সুনেত্রা। এই যে আপনি। আসুন—আসুন, আমি সুমধুর বংশী-ধ্বনি শুনে, দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আপনারই প্রতীক্ষা কর্‌ছি।

সহ। [স্বগত] হীন ব্যাধ-যুবকের এতখানি সৌভাগ্য। সুনেত্রার কি এতখানি অধঃপতন হয়েছে ?

[বক্রদৃষ্টিতে সুনেত্রার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।

সুকেতু। আপনি আমায় ডেকেছেন কেন ?

সুনেত্রা। আপনি আমার প্রাণদাতা দেবতা। দেব-দর্শনের শুভ-সুযোগ পেলে কে তা হেলায় উপেক্ষা করে বলুন ?

সুকেতু। মানুষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করে প্রশংসাবাদের জন্য নয় ; কাজেই সে প্রশংসাবাদ তার কাছে লজ্জাকর হ'য়ে ওঠে। যদি অন্য প্রয়োজন না থাকে, বিদায় দিন্‌।

সুনেত্রা। বিদায়ের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আপনার মত উপকারী বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে যদি সুখী হই, আপনি কি সে সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত কর্‌তে চান্‌ ?

সুকেতু। তা বলি নি, তবে বিনা প্রয়োজনে—

সুনেত্রা। অযথা কালক্ষেপ করা বুদ্ধিমানেব কার্য্য নয়, কেমন ?

সুকেতু। হাঁ—না—তা—

সুনেত্রা। বুঝেছি, তা' হ'লে এখন আপনি আস্‌তে পারেন ; তবে একটা অনুরোধ যদি দয়া ক'বে বক্ষা করেন—

সুকেতু। স্বচ্ছন্দে বলুন। কাবণ আমার মত অস্পৃশ্য হীন ব্যাধের কাছে এ আপনাব অনুরোধ নয়—আদেশ।

সুনেত্রা। দেখুন, বাঁশীর গান শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি ; যদি অবসব মত মাঝে মাঝে এক-আধবাব বাঁশীর গান শোনান্‌, বড়ই বাধিত হব—তা এখানেই হোক্‌ আর দূব হ'তেই হোক্‌।

সুকেতু। এই কথা। এব জন্য এতখানি অনুরোধ কেন ? আমি অবসর পেলেই সানন্দে আপনাকে বাঁশী শোনাব। [প্রস্থান।

সুনেত্রা। লুব্ধ নয়ন মনের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করেছে, তাই বাঁশী শোন্‌বাব ভণিতায় তার নিজেব অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চায় !

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঙ্গল। সুনেত্রা—ভাগ্যবতী কন্যা আমার। বড় সুসংবাদ—বড় সুসংবাদ !

সুনেত্রা। কি সুসংবাদ, বাবা ?

পিঙ্গল। এর চেয়ে সুসংবাদ হয় না—হবে না। তুমি ভাগ্যবতী—ভাগ্যগুণে তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে।

সুনেত্রা। তোমার অপার্থিব স্নেহের কোলে লালিত হ'য়ে আমি রাজরাণী অপেক্ষাও সুখিনী। এর অধিক সুখ—এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমি বাসনা করি না, বাবা !

পিঙ্গল। পাগ্‌লী মেয়ে। নারীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য—মনোমত পতিলাভ।

তুমি ভাগ্যবতী—অবিলম্বে মনোমত পতিলাভ ক'রে চিরসুখিনী হবে, সুনেত্রা। আমি তোমার বিবাহের স্থির করেছি।

সুনেত্রা। বাবা! বিবাহ করলে পিতৃ-সেবায় বঞ্চিত হব; আমি বিবাহ করব না।

পিঙ্গল। সে কি পাগলী মেয়ে—বিবাহ করবি নি কি বলছিস্?

সুনেত্রা। না—বাবা, আমি বিবাহ করব না।

পিঙ্গল। অবোধ বালিকা! রাজরাণী হবার শুভ-সুযোগ হেলায় হারিয়ে দুর্ভাগ্যকে বরণ ক'রো না। মহারাজ সহদেব রাও তোমার পাণি-প্রার্থী, তাঁকে বিবাহ ক'রে নিজে সুখিনী হও, আর আমাকেও সুখী কর।

সুনেত্রা। এমন রাজরাণীর সৌভাগ্যের চেয়ে ভিখারিণীর দুর্ভাগ্য আমি সাদরে বরণ করতে প্রস্তুত, তথাপি আমি লম্পট নীচমনা রাজা সহদেব রাওকে পতিত্বে বরণ করতে পারব না। বাবা! কন্যার এ অবাধ্যতা মার্জ্জনা কর।

পিঙ্গল। মার্জ্জনা? তা হবে না, সুনেত্রা। আমার আদেশ।

সুনেত্রা। [নীরব]

পিঙ্গল। চুপ্ ক'রে রইলি যে—উত্তর দে?

সুনেত্রা। উত্তর? উত্তর ত দিয়েছি, বাবা! আমি দুর্ভাগ্যকে সাদরে গ্রহণ করব, কিন্তু লম্পট সহদেব রাওকে পতিত্বে বরণ করব না।

পিঙ্গল। অবাধ্য বালিকা—তবে তার জন্যই প্রস্তুত হও। আজ হ'তে তিন দিন তোমায় চিন্তা করবার অবসর দিলুম; তিন দিন পরে আমি তোমার উত্তর চাই। যদি তুমি আমার আদেশপালনে অসম্মত হও, তা' হ'লে জেনো—এ গৃহে তোমার আর স্থান নেই। [প্রস্থান।

সুনেত্রা। এ অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি দিলেও, জেনে রেখো—বাবা, আমার ঐ এক উত্তর। [নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুর গৃহ-প্রাঙ্গণ

ফুল্লরা ও কেতুমান

কেতু। আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, মা! কিছু খেতে দাও।

ফুল্লরা। আর একটুখানি সবুর কর, বাবা! তিনি শিকার থেকে ফিরে এলেই তোমায় পেট ভ'রে খেতে দোব।

কেতু। উঃ—সে কতক্ষণ!

ফুল্লরা। [স্বগত] কি ব'লে বোঝাব এই অবোধ শিশুকে? সেই কাল সকালে আধপেটা দুটী পান্তা খেয়ে আছে, আজও সারাদিন গেল—শুধু আমার মুখ চেয়ে এতটুকু ছেলে সবই সহ্য করছে। কি করি? কি করি? মা মঙ্গলচণ্ডি! অদৃষ্টে কি এই ছিল? ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর অবোধ শিশুকে কি ব'লে সান্ত্বনা দোবি? দয়া কর—মা, দয়া কর; আমাদের অনাহারে রাখ্‌তে হয় রাখ—এই অবোধ শিশুর জীবন রক্ষার উপায় কর।

কেতু। মা, তুমি কাঁদ্‌ছ? তবে আমার ক্ষিধে পায় নি। বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও—আমি পেট ভ'রে জল খেয়ে এইখানে ঘুমিয়ে পড়ি। তার পর বাবা, কাকা শিকার থেকে ফিরে এলে আমায় ডেকে দিয়ো।

ফুল্লরা। [স্বগত] নিষ্ঠুর রাজা! আমরা ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি—যার জন্য এমন শাস্তি দিচ্ছ? পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর চর আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করলে—সে কি আমাদের অপরাধ? স্বত-

সর্ব্বস্ব স্বামী আমার পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে তোমাব কাছে সুবিচাব প্রার্থনা কর্‌লে, তুমি তাকে কুকুবেব মত তাড়িয়ে দিলে—এই কি রাজার কর্ত্তব্য? তবু নির্ব্বিরোধী স্বামী আমাব কঠোব দাবিদ্র্য-পীডন সহ্য ক'রে, হীন পশু-শিকার-বৃত্তি অবলম্বন ক'বেও এ দবিদ্র পরিবারের দু'বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান কব্‌ছিলেন, নিষ্ঠুর তুমি—তাতেও বাদ সাধ্‌লে? রাজধানীর এলাকাভুক্ত জঙ্গলে তাঁব শিকার করাও বহিত কর্‌লে? এমন কঠোর নির্যাতনেব চেয়ে যে, মৃত্যু ভাল ছিল। আমাদের মৃত্যু দিলে না কেন?

কেতু। তবুও কাঁদ্‌ছ মা? তুমি কেঁদো না, মা। আমাব পিপাসাও পায় নি। আমার শুধু ঘুম পাচ্ছে, এইখানেই একটু ঘুমুই।

[শয়ন কবিবামাত্র চেতনা হারাইল]

ফুল্লরা। দেখে যাও, নিষ্ঠুর। তোমার কীর্ত্তি ভাল ক'রে দেখে যাও। উঃ—মাগো! আর কত সইব—কত সয়? কেতুমান—কেতুমান—বাপ্ আমার। তাই ত—কি হ'ল? বাছা আমার উত্তর দেয় না কেন? তবে কি বাছাকে আমার জন্মের মত হারালুম? কেতুমান—কেতুমান—বাপ্‌রে আমার! তবুও উত্তর নেই? স্বামিন্—প্রভু—দেবতা আমার! দেখে যাও—হতভাগিনী ফুল্লরা আজ তোমার গচ্ছিত নিধিকে হারাতে বসেছে!

ক্ষিপ্রপদে সুকেতুর প্রবেশ।

সুকেতু। বৌ-দিদি! বৌ-দিদি! দাদা এখনও ফেরেন নি? একি! কেতুমান এমন ক'রে প'ড়ে রয়েছে কেন?

ফুল্লরা। কেতুমানের কথা আজ জিজ্ঞাসা ক'রো না, ভাই! বাবা আমার ক্ষুধার জ্বালায় কেমন হ'য়ে পড়েছে। আগে তাঁর কথা বল—তিনি তবে কোথায়? তিনি কি শিকারে যান্ নি?

সুকেতু। গিয়েছিলেন বৈকি। আমবা দু'জনে এক সঙ্গেই দখিনেব জঙ্গলে গিয়েছিলুম। কথা ছিল—শিকাব-শেষে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমবা দু'জনে মিলিত হ'য়ে একসঙ্গে গৃহে ফিব্‌ব। কথামত শিকারশেষে আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেছ্‌লুম, কিন্তু সেখানে দাদাকে দেখ্‌তে পেলুম না।

ফুল্লবা। বোধ হয, তাঁর ফিরতে বিলম্ব হয়েছে, তাই তাঁকে দেখ্‌তে পাও নি।

সুকেতু। তা যদি হ'ত, বৌ-দিদি। তা' হ'লে চিন্তার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তা নয, সেখানে দাদাকে দেখ্‌তে পেলুম না, কিন্তু দেখ্‌লুম দাদার অস্ত্র-শস্ত্র সব সেখানে প'ড়ে রয়েছে, আর—

ফুল্লরা। আব কি দেখ্‌লে, ঠাকুব-পো?

সুকেতু। আব দেখ্‌লুম, স্থানে স্থানে শোণিতধারায় ভূমিতল কর্দ্দমিত। তাই সন্দিগ্ধমনে ছুটে এসেছি।

ফুল্লবা। ঠাকুব-পো। ঠাকুব পো! বুঝি অভাগিনীর কপাল ভেঙেছে! পুত্রকে হাবাতে বসেছি, আবাব বুঝি স্বামীকেও হাবালুম! মা মঙ্গলচণ্ডি! কি কর্‌লি, মা? [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুকেতু। বৌ-দিদি! বৌ-দিদি! তাই ত—কি হ'তে কি হ'ল? কাবণ অনুসন্ধান্ না ক'রে শুধু সন্দেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেন এ দুঃসংবাদ দিতে ছুটে এলুম? তাই ত কি করি?

ফুল্লরা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] ঠাকুর-পো! ঠাকুর-পো। তুমি কেতুমানকে দেখো—আমি একবার তাঁব সন্ধানে যাব।

একটা মৃত কুম্ভীর স্কন্ধে লইয়া কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। কোন প্রয়োজন নেই—ফুল্লরা, আমি নির্ব্বিঘ্নে ফিবে এসেছি।

ফুল্লরা। ফিরে এসেছ? হাঁ গা—কোন বিপদ্ ঘটে নি ত?

কাল। বিপদ্? দুর্ভাগ্য যার নিত্য সহচর, তার বিপদ্ যে পদে পদে, ফুল্লরা! তার শয়নে বিপদ্—স্বপনে বিপদ্—আহারে বিপদ্—বিহারে বিপদ্—উদরান্নের জন্য শিকারের সন্ধানে যাই, সেখানেও বিপদ্! শিকারের সন্ধানে সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে যখন প্রত্যাগমন কর্‌ছি, তখন দুর্বৃত্ত রাজ-অনুচরেরা আমায় বধ কর্‌তে ছুটে এলো। মায়ের কৃপায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তাদের পরাস্ত কর্‌লাম; তার পর তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে নদীতে জলপান কর্‌তে গেলুম—দুরন্ত কুম্ভীর আক্রমণ কর্‌লে, তাকে বধ ক'রে আত্মরক্ষা কর্‌লুম। এতগুলো বিপদ্ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রেও এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষার কোন উপায় কর্‌তে পার্‌লুম না।

ফুল্লরা। য়্যাঁ! বল কি?

কাল। তবে আর বল্‌ছি কি, ফুল্লরা? ভাগ্য এখন আমাদের প্রতিকূলে, তাই পদে পদে লাঞ্ছনা—নির্যাতন—নিপীড়ন। এও সহ্য হ'ত, ফুল্লরা! কিন্তু অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্রের মলিন মুখ আর দেখ্‌তে পারি না। মানুষের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব তা করেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিকূলে—তাই আমার সমস্ত চেষ্টা, প্রাণপণ যত্ন বিরাট্ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। সমস্ত দিন শিকারের সন্ধানে ফিরেছি, একটা শিকারও চোখে পড়ে নি। বিরাট্ আশা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, গভীর হতাশ্বাসে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসেছি।

ফুল্লরা। য়্যা—বল কি? আমার কেতুমান যে ক্ষুধার জ্বালায় আকুল হ'য়ে অবসন্নদেহে মাটিতে চ'লে পড়েছে। কি হবে? কেমন ক'রে আমার কেতুমানের জীবন-রক্ষা কর্‌ব? ঠাকুর-পো! তুমিও কি কিছু পাও নি?

সুকেতু। [নিরুত্তর]

ফুল্লরা। নিরুত্তর! বুঝেছি—ঠাকুর-পো, লজ্জায়, ক্ষোভে তোমারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছে না। হাঁ গা, তা হ'লে কি হবে?

কাল। কি হবে? এখনও জিজ্ঞাসা কর্‌ছ—ফুল্লরা, কি হবে? যা হবার তাই হ'তে বসেছে। না হয়—যাতে হয় তাই করি এস। আগে ছেলেটাকে মেরে ফেলি, তার পর ভাইটাকে মেরে, এস তুমি আমি দু'জনে মরি। সব আপদ্ চুকে যাক্!

সুকেতু। এখনও সূর্য্যাস্তের বিলম্ব আছে। দাদা! তুমি অপেক্ষা কর—আমি আবার শিকারে চল্‌লুম।

কাল। না, ভাই! তোর আর একা গিয়ে কাজ নেই; তার চেয়ে এক কাজ কর্—জঠরাগ্নি যখন জ্বলেছে, তখন কোনমতে সে আগুন নির্ব্বাণ কর্‌তেই হবে। মধুর হোক্, তিক্ত হোক্, স্বাদগন্ধহীন হোক্, এই হিংস্র কুম্ভীরের মাংসেই আজ আমরা ক্ষুন্নিবারণ কর্‌ব। যা—যত শীঘ্র পারিস্, এই কুমীরটাকে পুড়িয়ে নিয়ে আয়।

[কুম্ভীর লইয়া সুকেতুর প্রস্থান।

কেতু। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মা, বাবা এসেছেন? আমি যে চোখে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না, মা!

কাল। একটুখানি শান্ত হও, পুত্র! তোমার খুল্লতাত এখনই তোমার উপাদেয় আহার্য্য এনে দেবে—প্রাণ ভ'রে খেয়ো; পর্য্যাপ্ত আহার—একদিনে শেষ করতে পার্‌বে না।

দ্রুতপদে সুকেতুর প্রবেশ।

সুকেতু। দাদা! বুঝি ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি প্রসন্না হয়েছেন; কুম্ভীরের উদর বিদীর্ণ ক'রে আমি এই সব রত্নালঙ্কার পেয়েছি।

কাল। মূর্খ, কার ধনে অধিকারী হ'তে চাচ্ছ?

সুকেতু। কেন দাদা? এ রত্নালঙ্কারের প্রকৃত অধিকারী ত এখন কেউ নেই। যখন কুম্ভীরের উদর হ'তে পাওয়া গেছে, তখন বুঝ্‌তে হবে এর প্রকৃত অধিকারী নিশ্চয়ই এই হিংস্র জল-জন্তুর কবলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে।

কাল। যদি তাই হয়, তা হ'লে এতে এখন রাজার অধিকার।

সুকেতু। কিন্তু রাজা আমাদের শত্রু।

কাল। শত্রু হ'লেও রাজার অধিকার রাজাকে ফিরিয়ে দেওয়া প্রজার কর্ত্তব্য।

সুকেতু। তা' হ'লেও কুম্ভীরকে তুমি বধ করেছ, সুতরাং এ ধনরত্নে একমাত্র তোমারই অধিকার। অনুমতি কর, দাদা! আমি এর বিনিময়ে কেতুমানের জন্য কিছু খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসি।

ফুল্লরা। ওগো, অনুমতি দাও—আমার কেতুমানের মুখ চেয়ে অনুমতি দাও।

কাল। না—ফুল্লরা, অনুমতি দিতে পার্‌ব না; এ চৌর্য্যবৃত্তি! জেনে-শুনে পাপে লিপ্ত হ'ব না, তাতে যদি একমাত্র নয়নানন্দ পুত্রকেও হারাতে হয়, হোক্!

ফুল্লরা। ওগো, এত নিষ্ঠুর তুমি—সন্তানের মুখ চাইলে না?

কাল। ক্ষমা কর, ফুল্লরা! আর পার্‌লুম না। যাও, সুকেতু! সমস্ত রত্নালঙ্কার রাজাকে অর্পণ ক'রে এস। আর ফুল্লরা! পার ত দগ্ধ কুম্ভীরের মাংসে পুত্রের জীবন রক্ষা কর। আমি আবার এখনই শিকারে চল্‌লুম।

[অগ্রে কালকেতু, তৎপশ্চাৎ সুকেতুর প্রস্থান।

ফুল্লরা। মঙ্গলচণ্ডি! শেষে এই করলি মা?

[পতন ও মূর্চ্ছা]

চণ্ডিকার ব্যাধবালিকার বেশে প্রবেশ।

চণ্ডিকা।—[কেতুমানকে]

গান।

ওঠো না— ওঠো না ভাই,
দেখ না কি এনেছি।
বড় ক্ষুধা পেয়েছে তোর,
তাই ত ছুটে এসেছি॥

[কেতুমানকে উঠাইলেন]

কেতু।— কে তুমি করুণাময়ি,
দীনের ব্যথা বুঝেছ,
ক'রে এমন ব্যথার ব্যথী,
হেথা ছুটে এসেছ;
তোমার আপন বল্‌তে নাই কি কেহ,
পরের প্রতি এত স্নেহ,
স্নেহের পরশ পেয়ে তোমার
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলেছি॥

চণ্ডিকা।—পরকে নিয়ে আপন হারা,
আমার স্বভাব এমনি ধারা,
তাই পরের সনে পরবাসী
আপন জনার পর হয়েছি॥

কেতু।— এমন পাষাণ মাতা-পিতা
শুনি নি কার আছে কোথা,

চণ্ডিকা।—তাই পাষাণ-দুহিতা নামটী
লোকের কাছে পেয়েছি॥
পাগল স্বামীর হাত ধ'রে তাই
শ্মশানবাসী হয়েছি॥

[ফল দিয়া প্রস্থান।

কেতু। [মুচ্ছিতা ফুল্লরাকে] দেখ—মা, কত ফল—কেমন ফল !

ফুল্লরা। [উঠিয়া] কে দিলে, বাবা ?

কেতু। [চারিদিকে চাহিয়া] কৈ মা, সে যে চ'লে গেছে ! এই যে এখনি এখানে ছিল—কোথা গেল ?

ফুল্লরা। ও বুঝেছি ! খাও বাবা, পেট ভ'রে খাও ! [উদ্দেশে] মা মঙ্গলচণ্ডি ! তোর এত দয়া !

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

পুষ্করিণীর তীর

গীতকণ্ঠে পল্লী-রমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ।—

গান।

মিন্‌সেরা গতর-কুঁড়ে শুধু ঘরে বাজে কাজ ক'রে।
পাঠাব ধনু করে বন-বাদাড়ে নিত্যি শিকারে॥
আনবে মেরে হাঙর কুমীর বাঘা সিঙ্গি বন্না,
পেট্‌ চিরে ভুরুর ধরে মাণিক রতন বড়া বড়া,
হবে মা পরতে টেনা, গয়না হবে খানাখানা.
সদা সুখে র'ব বিভোর, তখন সাধ্‌বে কত আপন পরে।

১ম রমণী। বলি, মেজো খুড়ি, শুনেছ গা—কালকেতুর চক্‌চকে বরাতের কথা ! ওঃ, একেবারে রাতারাতি বড়লোক !

২য় রমণী। য়্যাঁ, বল কি গো! রাতারাতি বড়লোক!

১ম রমণী। তবে আর বল্‌ছি কি! কথায় বলে—সাত রাজার ধন এক মাণিক; সেই মাণিক নাকি ঝুড়ি পাঁচ ছয়, বস্তাখানেক চুণী পান্না, ঝুড়ি তিনেক মুক্তো আর আধমুণে একখানা হীরের থান, তা ছাড়া সোনা রূপো, পেতল কাঁসার বাসন-কোসন, গাড়ু গাম্‌ছা থেকে সুরু ক'রে মায় খড়্‌কে কাটিটি পর্য্যন্ত একটা কুমীরের পেট থেকে বেরিয়েছে।

২য় রমণী। য়্যাঁ বল কি—মায় খড়্‌কে কাটিটি পর্য্যন্ত?

১ম রমণী। তবে আর ভাগ্যের কথা বল্‌ছি কেন?

[illegible]রমণী। চাঁপার আয়ী বল্‌লে, সংসারের সব জিনিষ-পত্তর ছাড়া বাছুর শুদ্ধ একটা দুধলো গাই—আর ফুল্লরার শাশুড়ী মাগী পেট-রোগা ব'লে তার জন্তে এক বস্তা পুরানো দাদ্‌খানি চালও নাকি বেরিয়েছে।

২য় রমণী। তোরা সব কথাই ঠাট্টা মনে করিস্, যা বল্‌লুম তার এক কড়াও মিথ্যা নয়। নেত্যর পিসি আর আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

[illegible]রমণী। বরাত—ভাই—সবই বরাত! আমাদের পাথর-চাপা বরাতে রূপোর খাড়ু আর ঘুচ্‌ল না। হায় রে বরাত!

১[illegible]রমণী। দেখ, কে একজন আস্‌ছে। দেখে বোধ হচ্ছে রাজার লোক। কাজ নেই, আয়—চ'লে আয়।

[সকলের প্রস্থান

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঙ্গল। য়্যাঁ, এরা যা বল্‌ছে তা কি ঠিক? বল্‌ছে স্বচক্ষে দেখে এসেছে! ফর্দ্দ যা দিচ্ছে, ততটা না হ'লেও তার কিছুও বটে! তা যদি হয়, তা হ'লে কালকেতু—এইবার তোমায় পেয়েছি। অপমানের প্রতিশোধ—অপমানের প্রতিশোধ!

প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ।—

গান।

বাজ্ রে ভেরী বাজ্।
বাজিয়ে ভেরী ভাঙাগড়া ভবে আমার কাজ॥
নূতন সাজে সাজিয়ে যারে আজ্‌কে বসাই রাজাসনে,
কাল প্রভাতে ঘুরবে পথে, দিন যাবে তার অনশনে,
দীন-ভিখারী ভিক্ষা ছাড়ি তুলবে দেউল পাকাবাড়ী,
ফেলে টেনা বাবুয়ানা, পরে নিত্য নূতন সাজ॥

পঞ্চম দৃশ্য

মন্ত্রণাগার

সহদেব রাও একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন।

সহ। এত দম্ভ ঐ ক্ষুদ্র বালিকার! অনুকূল-সৌভাগ্য যেচে সেধে অনন্ত সুখের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিলে। দাম্ভিকা বালিকা তার এ অমূল্য দান হেলায় প্রত্যাখ্যান করলে! তাকে বিবাহ করতে চাইলুম, আমার প্রস্তাব সে ঘৃণায় উপেক্ষা করলে! উপেক্ষায় লালসার আগুন আরও প্রদীপ্ত তেজে জ্ব'লে উঠল। সুনেত্রাকে চাই—ছলে হোক্, বলে হোক্, কৌশলে হোক্, সুনেত্রাকে অঙ্কলক্ষ্মী করব। একদিকে আমার সর্ব্বস্ব—অন্যদিকে সুনেত্রা। দেখি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। এই যে, মন্ত্রি! কি সংবাদ? তোমার আজ্ঞা সম্মত?

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ

পিঙ্গল। একটা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মতি-অসম্মতিতে কিছু যায়-আসে না, মহারাজ! বিশেষতঃ সে যখন আমার কন্যা, সে কখনও অবাধ্য হবে না।

সহ। উত্তম! তা' হ'লে বিবাহের আয়োজন কর।

পিঙ্গল। মহারাজের অনুমতি পেলে আয়োজন কর্‌তে বিলম্ব হবে না। আড়ম্বরহীন আয়োজন—পুরোহিতকে ডেকে গোটাকতক মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে মালা-বদল করা বৈত নয়। তবে একটা কথা, আমার প্রস্তাবে সে একটু অসম্মতির ভাব দেখিয়েছিল, তাই আমি তাকে তিন দিন চিন্তা কর্‌বার অবসর দিয়েছি। আজ দিনা অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে আমি তার উত্তর চাই।

সহ। যদি সে অসম্মত হয়?

পিঙ্গল। বলেছি ত, মহারাজ। তার সম্মতি-অসম্মতিতে কিছু যায় আসে না?

সহ। আশ্বস্ত হলুম। ভেবে দেখ, মন্ত্রি! তুমি যথার্থ ভাগ্যবান্ কি না?

পিঙ্গল। নিশ্চয়ই! আমি মহারাজের শ্বশুর হ'ব, কন্যা রাজরাণী হবে, এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় মানুষের কল্পনাতীত—ধারণাতীত!

সহ। তা' হ'লে তুমি বিবাহের আয়োজন কর, মন্ত্রি! যদি সম্ভব হয়—তবে কালই।

পিঙ্গল। কাল কেন, মহারাজ? আজই গোধূলিতে সে শুভ-লগ্নের যোগাযোগ থাক্‌লেও আমার আপত্তি ছিল না।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

সহ। কি সংবাদ ?

প্রহরী। একজন কিরাত মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

সহ। স্পর্দ্ধা বটে এই অসভ্য বন্য কিরাতের। রাজদর্শনের সময়-অসময়ের প্রতীক্ষা করে না।

পিঙ্গল। মহারাজ! আমার মনে হয়, এ কিরাত আর কেউ নয়—সেই দাম্ভিক কালকেতু অথবা তারই কোন অনুচর।

সহ। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে ?

পিঙ্গল। এক রহস্যময় ঘটনা উপলক্ষ ক'রে আমি এরূপ অনুমান কর্‌ছি, মহারাজ!

সহ। তাকে এইখানে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

কি সে রহস্যময় ঘটনা, মন্ত্রি ?

পিঙ্গল। ঐ দাম্ভিক ব্যাধ কালকেতু একটা কুম্ভীর শিকার ক'রে প্রচুর মণিমুক্তা রত্নালঙ্কার লাভ করেছে। মহারাজের পিতার মুখে শুনেছি, এই বংশের কোন্ মহীয়সী মহারাণী পূততোয়া স্রোতস্বতীতে স্নান কর্‌তে গিয়ে হিংস্র কুম্ভীর-কবলে প্রাণ দিয়েছিলেন। কালকেতু সেই কুম্ভীরকে বধ ক'রে সেই ভূতপূর্ব্ব মহারাণীর সমস্ত রত্নালঙ্কার লাভ করেছে। বোধ হয়, রাজকোষে এ রত্নালঙ্কারের একটা ফিরিস্তিও আছে। মহারাজের সম্মুখে আপনাকে সাধু সপ্রমাণ কর্‌তে চতুর ব্যাধ চমৎকার উপায় উদ্ভাবনা করেছে।

ধূমকেতুর প্রবেশ।

সহ। কে তুমি ?

সুকেতু। পরিচয় কি দিব, রাজন্!
আমি হীন ব্যাধের নন্দন—
সুকেতু আমার নাম,
কালকেতু অগ্রজ আমার।
ভ্রাতার আদেশে
আসিয়াছি রাজ-সন্নিধানে
প্রাপ্যধন প্রত্যর্পণ হেতু।
ভ্রাতা মোর বধিয়া কুম্ভীর
দৈবযোগে লভিয়াছে
মহামূল্য রত্নরাজী এই।
সবে কয়—
লব্ধ ধনে অধিকার আছয়ে রাজার।
পরস্ব গ্রহণে হয় পাপের সঞ্চার,
তাই ডরে আসিয়াছি তব ঠাঁই;
লহ রাজা, নিজ প্রাপ্যধন।

[নতজানু হইয়া রত্নালঙ্কারপূর্ণ ক্ষুদ্র পুলিন্দাটী সহদেবের সম্মুখে রাখিল]

সহ। [স্বগত] হেরি' এই কিরাত-যুবকে
মনে পড়ে সেদিনের কথা!
এখনো সন্দেহ জাগে—
সত্য কি সুনেত্রা এর প্রেম-অনুরাগী?
উপেক্ষিয়া রাজার ঐশ্বর্য্য,
হৃদিভরা প্রেম-অনুরাগ,
মজিয়াছে কিরাতের প্রেমে?

হেন নীচগামী বাসনার স্রোত ?
অসম্ভব কেমনে সম্ভবে ?
কে করিবে এ রহস্য ভেদ ?

পিঙ্গল। চতুর কিরাত, খাসা চাল্ চেলেছ! লব্ধ রত্নালঙ্কারের লোভটুকুও ত্যাগ করতে পার নি, অথচ রাজার প্রাপ্য না দিলে রাজদণ্ডের ভয়টুকুও আছে; তাই কৌশলে আপনাদের সাধু সপ্রমাণ করতে লব্ধ ধনরত্নের অধিকাংশ আত্মসাৎ ক'রে নামমাত্র কয়েকখানা স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে এসেছ? শোন, সুকেতু! তোমার চতুর ভ্রাতা কালকেতুকে ব'লো, গুজরাট-অধিপতি মহারাজ সহদেব রাও—তার চোখে ধুলো দেওয়া তোমাদের মত হীন ব্যাধের কর্ম্ম নয়। মহারাজ, চিনতে পারছেন এই রত্নালঙ্কার, রাজান্তঃপুর-মহিলার কি না? আর এটাও বোধ হয়, মহারাজ অনুমান করতে পারেন—এই সামান্য কয়েক-খানা অলঙ্কারই একজন গুজরাট-রাজান্তঃপুর-মহিলার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

সুকেতু। মহারাজ! আমরা অস্পৃশ্য কিরাত জাতি, কিন্তু মিথ্যাবাদী বা প্রতারক নই। যদি সে অভিপ্রায় থাকত, তা' হ'লে এই অপূর্ব্ব উপায়-লব্ধ রত্নালঙ্কার মহারাজকে অর্পণ করা দূরে থাক্, এই রত্ন-প্রাপ্তির বিষয় মহারাজের গোচরীভূত হ'ত না।

পিঙ্গল। বলি, বাপু হে! তোমরা জানাবার পূর্ব্বেই মহারাজ ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে পেরেছেন; এখন আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে চলবে কেন, যাদু? এখন ভাল চাও ত, যা পেয়েছ, সমস্ত রাজ-সরকারে দিয়ে ফেল; নইলে এর পরিণাম বেশ সুখকর হবে না।

সুকেতু। মহারাজ—

সহ। হাঁ, আমারও ঐ মত, কিরাত-যুবক; অন্যথায় কঠোর শাস্তি-ভোগ করতে হবে, মনে থাকে যেন।

সুকেতু। মহারাজ, বিশ্বাস করুন। আমি একবর্ণও মিথ্যা বলি নি —এতটুকু প্রবঞ্চনা করি নি। অকপট-চিত্তে লব্ধ রত্নালঙ্কারের সমস্তগুলিই রাজ-সন্নিধানে আনয়ন করেছি। প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ ক'রে ধন্য করুন।

পিঙ্গল। সুকেতু! তোমার বাক্-চাতুর্য্যের তারিফ আছে; কিন্তু ওসব বুজ্‌রুকি এখানে চল্‌বে না, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!

সুকেতু। সাবধান! জেনো—মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

সহ। উদ্ধত যুবক! রসনা সংযত কর। জানো, তুমি কার সমক্ষে এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর্‌তে সাহসী হয়েছ?

সুকেতু। রাজার কাছে প্রজার আবেদন এতক্ষণ সংযমের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, মহারাজ! কিন্তু বিনা দোষে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক প্রভৃতি হীন অপবাদ দিয়ে আমার সে সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে আপনার এই বিচক্ষণ মন্ত্রী। মহারাজ! শঠের প্ররোচনায় সরল সত্যকে যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব'লে ভ্রান্ত ধারণা কর্‌তে চান্ করুন; কিন্তু জেনে রাখ্‌বেন—আমাদের কর্ত্তব্য এইখানেই সমাপ্ত। [গমনোদ্যত]

সহ। কে আছিস্—

রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ।

উদ্ধত কিরাতকে বন্দী কর্।

[রক্ষিদ্বয় সুকেতুকে বন্দী করিতে অগ্রসর হইল]

সুকেতু। [তরবারি কোষমুক্ত করিয়া] সুকেতুর হস্তে তরবারি থাক্‌তে তাকে বন্দী কর্‌তে পারে, গুজরাটে এমন শক্তিমান্ কেউ নেই।

[সভয়ে রক্ষিদ্বয় সরিয়া গেল, সুকেতু সদর্প-পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

পিঙ্গল। মহারাজ! নীচের এতখানি দর্প! এর প্রতিবিধান চাই।

সহ। নিশ্চয়ই! আগে তুমি বিবাহের আয়োজন কর, মন্ত্রি!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উদ্যান-বাটিকা

ঝাড়ুদার-সর্দ্দার ও বালকগণের প্রবেশ।

গান।

সকলে।— জেইয়া সাম্‌লে কাম বাজাও।
হুঁসিয়ারিসে লাগাও ঝাড়, ঝাড় না থামাও।
মনিব-কমে সাদি জবর,
বখ্‌শিশ লেঙ্গে হামিলোগ নকর,
সোনা চাঁদিকা কিম্‌তি জেবর,
কসুর না হোনা—দিল লাগাও।

বালকগণ।— আমরা সব্‌ বলি আর সব্‌ বুঝি
কাম্‌ভি সব্‌ করি,
ঝুটার ওপর বড়ই চটা,
ঝুটাক্তে হই দিগ্‌দারি;

সকলে।— দুখের আশা করি নাকো, দুখের বোঝা বই,
আপন পর নাইকো মোদের, সবার আপন হই,
কাম-পিয়ারা সকাই মোরা
কাম পেলে হই খুশী ভারি।

সর্দ্দার। মনিবের বাড়ী বে; খুব মন দিয়ে সবাই কাজ কর্‌। মহারাজ সকলকেই বখ্‌শিশ দেবেন।

বালকগণ। নিশ্চয়ই করব, সর্দ্দার! আয় ভাই, চ'লে আয়।

[সকলের প্রস্থান।

সুনেত্রার প্রবেশ।

সুনেত্রা। বাবার একি বিচিত্র আচরণ! আমার পরিণয়ের আয়োজন কর্‌ছেন, অথচ একটীবারের জন্য আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন না? মন যাকে চায় না, যাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সেই লম্পট ব্যভিচারী গুজরাট-অধিপতি আমার স্বামী হবে? না—না—প্রাণ থাক্‌তে আমি তাকে পতিত্বে বরণ কর্‌তে পার্‌ব না। আমি যেমন ক'রে পারি, আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো; কিন্তু প্রাণান্তেও তাকে বিবাহ কর্‌ব না।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গান।

ভোরের হাওয়ার এল খবর
ফুট্‌ল সইয়ের বিয়ের ফুল।
কেন ধনি, বিষাদিনী,
শুষ্ক বয়ান—এলো চুল।
হবে পতি মনের মতন,
পর্‌বে কত মাণিক রতন,
রাণী হবে চাঁদ-বদনী,
অকূলে পাবি লো কূল।

১ম সখী। এমন সুখের দিনে এমন বিষাদিনী কেন, সই? এ সৌভাগ্য ক'জনার হয়? রাজরাণী হবে, একটা রাজ্যের লোক সসম্মানে তোমার সম্মুখে মাথা নোয়াবে, অফুরন্ত সুখ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'য়ে সুখের হিল্লোলে ভাস্‌বে, তবু তোমার প্রাণে আনন্দ নেই কেন, সই?

সুনেত্রা। কেন আনন্দ নেই, সে কথা কেমন ক'রে তোমাদের বোঝাব, সই? কল্পনায় যাতে তোমরা অনাবিল সুখের শান্তিময় পরশ

অনুভব করছ, আমি তাতে অনুভব করছি তীব্র বিষের জ্বালা—প্রদীপ্ত বহ্নির জ্বালাময় পরশ। সই—সই, পার যদি একটু উপকার কর—আমায় মৃত্যুর উপায় ব'লে দাও।

১ম সখী। ছিঃ সই, অমন অলক্ষণে কথা মুখে আন্‌তে নেই!

সুনেত্রা। সই! তোমরা কি বুঝ্‌বে, কেন আমি এ কথা বল্‌ছি? তোমরা কল্পনার চোখে সুখের যে রঙিন্‌ ছবি দেখ্‌ছ, সে ছবি একটা বিভীষিকার মত আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌ছে—আমি আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছি! সই—সই, যদি সত্য ভালবাস—ব'লে দাও, কিসে আমার মরণ হয়—আমি মর্‌তে চাই—এ বিবাহ হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

২য় সখী। সই, তুমি বড় একগুঁয়ে। শুভদিনে কেবল অশুভ কল্পনা ক'রে প্রাণের শান্তি হারাতে বসেছ।

সুনেত্রা। আমার মত হতভাগিনীর মৃত্যুই শান্তি—মৃত্যুই সুখ!

৩য় সখী। মন্ত্রী মশায় আস্‌ছেন, চল আমরা যাই। কি একগুঁয়ে মেয়ে, বাবা!

[সখীগণের প্রস্থান।

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঙ্গল। সুনেত্রা! আমি তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য তিনদিন অবসর দিয়েছিলুম; আজ আমি উত্তর চাই।

সুনেত্রা। [স্বগত] চিন্তানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে চিকিৎসার প্রস্তাব। [প্রকাশ্যে] উত্তর? উত্তর ত দিয়েছি, বাবা! আমি বিবাহ করব না।

পিঙ্গল। অবাধ্য হ'য়ো না, সুনেত্রা! আমি তোমার পিতা, তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার বিবাহের আয়োজন করেছি। তুমি রাজরাণী হবে—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হবে। বল, মা! বিবাহ করবে?

সুনেত্রা। বাবা! তোমার অবাধ্য কন্যাকে ক্ষমা কর। তুমি ঐশ্বর্য্যের লোভে যে লম্পট ব্যভিচারীকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়ে কন্যার সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছ, আমি প্রাণান্তেও সে লম্পট ব্যভিচারী সহদেব বাপ্পুকে পতিত্বে বরণ কর্‌ব না।

পিঙ্গল। তোমার এ অবাধ্যতার জন্য আমায় শত অপমান, সহস্র লাঞ্ছনা—এমন কি কঠোর রাজদণ্ডও ভোগ কর্‌তে হবে, তা জেনেও কি তুমি বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত নও, সুনেত্রা?

সুনেত্রা। পিতা! যদি স্বেচ্ছায় রাজ-রোষে পতিত হ'য়ে অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করেন, তার জন্য নিরীহ কন্যা অপরাধিনী নয়।

পিঙ্গল। অবাধ্য বালিকা! এখনও ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও—বিবাহ কর্‌বে কি না?

সুনেত্রা। না।

পিঙ্গল। সুনেত্রা—

সুনেত্রা। পিতা—

পিঙ্গল। আবার পিতা কেন? যে কন্যা তার পিতার মুখের দিকে চায় না—পিতার অপমান-লাঞ্ছনায় যার হৃদয় এতটুকু বিচলিত হয় না, সে কন্যা—কন্যা নয়—বংশের আবর্জ্জনা! সে আবর্জ্জনা আমি স্বেচ্ছায় দূরে নিক্ষেপ কর্‌ব। দূর হ' অবাধ্য বালিকা! আজ হ'তে এ গৃহে তোর স্থান নেই।

[প্রস্থান।

সুনেত্রা। করুণাময় জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত করুণার রাজ্যে অভাগিনীকে একটু স্থান দাও, প্রভু! এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে হতভাগিনীর যে আর কেউ নেই।

ঝাড়ুদার-সর্দ্দারের প্রবেশ।

সর্দ্দার। কেন থাক্‌বে না, মা? একটা ছোট লোক আছে, যে তোদের নুণ খেয়েছে—তোকে এতটুকু থেকে বুকে ক'রে মানুষ করেছে। আয়, মা! দুই মাতাপুত্র মিলে এ পাপরাজ্য ছেড়ে সেই দেশে চ'লে যাই—যেখানে কদাচারী লম্পট রাজার অত্যাচার নেই—যেখানে ঐশ্বর্য্যের লোভে পিতা কন্যার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয় না। আয়—মা, চ'লে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পিঙ্গলাদিত্যের পুনঃ প্রবেশ।

পিঙ্গল। সুনেত্রা—সুনেত্রা—কৈ? কোথায় গেল সুনেত্রা? সে কি তবে সত্য-সত্যই গৃহত্যাগ কর্‌লে?

সহদেবের প্রবেশ।

সহ। নিশ্চয়ই তাই! যে কন্যা পিতার অবাধ্য হ'তে এতটুকু দ্বিধা করে না, তার মনের দৃঢ়তা কতখানি, তা কি তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লে না, মন্ত্রি? মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রয়োজন মত অনুচর সঙ্গে নিয়ে তার অনুসন্ধানে যাত্রা কর। যেমন ক'রে হোক্, সুনেত্রাকে ফিরিয়ে আনা চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত-গুহা

গুহামধ্যে চণ্ডিকাদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি ;

দেবলজী পূজায় নিরত।

গীতকণ্ঠে কতিপয় সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসিনীগণ।—

গান

নমস্তে চণ্ডিকাদেবী চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতিনী।
ভৈরবী ভবানী শিবে মহিষাসুর-মর্দ্দিনী॥
যোগিনী যোগেশজায়া এলোকেশী মহামায়া,
কপালমালিনী কালী কলুষ-নাশিনী॥
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
শবাসনা শুভঙ্করী,
গতিদা অম্বিকা উমা ত্রিতাপহারিণী॥

[প্রস্থান।

[দেবলজী স্তব পাঠ করিলেন]

দেবল।—

স্তব।

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী।
দেবী ভূ-রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥
আরাধ্য মায়া পরমাদয়া শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥
দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্ব্বৈ পঞ্চবিংশতিম।
শ্রবণাৎ পঠনান্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদুঃখাদ্‌বিমুচ্যতে ॥

দয়াময়ি।
আর কতদিন স'ব এ যাতনা?
রাজ-কোপানলে
দুহিতায় দিয়েছি আহুতি,
আপনি সয়েছি কত নির্ম্মম পীড়ন।
গৃহহারা—
কন্যাশোকে আকুল পরাণি,
রহি দূরে লোকালয় হ'তে।
প্রাণভয়ে চোর সম সদা
করি বাস তমোময় পর্ব্বত-গুহায়,
যাপি দিন অনশনে—কভু অর্দ্ধাশনে!
ডাকি অহর্নিশ 'মা মা' বলি,
তবু দয়া হ'ল না, জননি?
পাষাণ-নন্দিনী তুই পাষাণ-হৃদয়া,
বুঝিলি না সন্তানের ব্যথা?
কত আর? কত স'ব আর?

এবে বুঝিয়াছি—
পূজে যেই তোরে,
তাহারে সহিতে হয় অশেষ যাতনা।
না শুকায় নয়নাশ্রু তার,
দুর্ব্বহ জীবনভার,
বেদনায় আকুল পরাণি,
ছিন্ন-ভিন্ন মর্ম্মস্থল,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়ে সঘনে!
আমি তার পূর্ণ নিদর্শন,
অন্ত্যজন প্রিয় শিষ্য মোর—
হতভাগ্য কিরাত-নন্দন।
ভক্ত তোর—
তাই সেও সহিতেছে।
থাক জগন্মাতা
ওগো পাষাণ-প্রতিমা!
ওইখানে—ওইভাবে
নিষ্ক্রিয় জড়ের মত;
আর না ডাকিব তোরে
জীবনের শেষপূজা সমাপন আগে
মহাবলি করিব প্রদান—
আত্মবলি—নরবলি—ব্রহ্মবলি আর,
এককালে করি সমাপন,
শোণিত-পিপাসা তোর মিটাব, জননি!

[গুহামধ্য হইতে দেবীর খড়্গ গ্রহণ করিলেন]

তবে আর কেন মায়া-আবরণ ?
আব কেন মমতা প্রাণের ?
ধর তবে, পাষাণ-নন্দিনী
পাষাণী ঈশানি।
ব্রহ্মরক্ত কব পান আকণ্ঠ ভরিয়া।

[খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল, দেবলজী নিরস্ত হইলেন।]

[নেপথ্যে চণ্ডিকা]

চণ্ডিকা। ধরহ বচন মোর, দেবল ব্রাহ্মণ !
অভিমানে আত্মনাশে কেন আকিঞ্চন ?
স্তবে তুষ্ট আমি তব প্রতি,
অচিরাৎ পূরাইব কামনা।
যোগ্যপাত্রে পূজাভার করিয়া অর্পণ,
ফিরে যাও গুজরাট-নগরী
তব শিষ্যপাশে,
প্রচারিতে মাহাত্ম্য আমার।

দেবল। পাষাণি !
এতদিন পরে
টলিল কি আসন তোমার ?
মনে কি পড়িল মাতা,
অভাগা সন্তানে ?
ধন্য আমি—ধন্য শিষ্য কালকেতু—
বহুভাগ্যে শিষ্যরূপে পেয়েছি তোমায়,
বহুভাগ্যে লভিলাম দেবীর করুণা।

জয় মা ঈশানী   জগত জননী

দুরিতহারিণী চণ্ডিকে।

গণেশ-জননী   ত্রিতাপ-নাশিনী

শিব-সীমন্তিনী অম্বিকে ॥

দনুজ-দলনী   কলুষনাশিনী

শ্মশানবাসিনী কালিকে।

বিকট দশনা   লোলরসনা

শঙ্করী কপালমালিকে ॥

মহিষ-মর্দ্দিনী   শ্যামা-উলঙ্গিনী

ভবানী ভুবন-পালিকে।

অসুরনাশিনী   মহেশ-মোহিনী

উমা নগেন্দ্রবালিকে।

[দেবীকে প্রণামান্তর গাত্রোত্থান করিলেন]

দেবীর প্রত্যাদেশ—যোগ্যপাত্রে পূজার ভার অর্পণ ক'রে গুজরাট যাত্রা করতে হবে। কিন্তু এই জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে অনুসন্ধান ক'রেও কি যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচনে সক্ষম হ'ব? কে জানে! সবই মায়ের ইচ্ছা।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সন্ন্যাসিনী বেশে মুরলার প্রবেশ।

একি মুরলা—তুমি? তুমি না তোমার স্বামীর সন্ধানে গিয়েছিলে?

মুরলা। গিয়েছিলুম।

দেবল। তার কি সাক্ষাৎ পাও নি?

মুরলা। পেয়েছিলুম। কিন্তু পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে জন্মের মত হারালুম! আসন্নমৃত্যুর কোলে শুয়ে হৃদয়-দেবতা আমার বুঝি আমারই

আশাপথ চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎ হ'ল, কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলনের সুখময় মুহূর্ত্ত বুঝি অভাগিনীর সইল না—তাঁকে পেয়ে হারালুম! যে মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে স্বামী আমার জন্মের মত দেশত্যাগী হয়েছিলেন, সেই অভিনব মন্ত্রে আমায় দীক্ষিত ক'রে তিনি সংসার ছেড়ে চ'লে গেলেন। ব'লে গেলেন—"হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়—ক্ষমা।"

দেবল। তা' হ'লে মুরলা, তুমিই যোগ্য পাত্রী! আমি তোমারই উপর মা'র পূজার ভার অর্পণ ক'রে জননীর প্রত্যাদেশ পালন করতে যাব।

মুরলা। সে কি, প্রভু! মা'র পূজার ভার আমি গ্রহণ করব? আমি যে অস্পৃশ্যা কিরাতিনী?

দেবল। কোন দ্বিধা ক'রো না, মুরলা! মা শুধু ব্রাহ্মণের মা নন্—আচণ্ডাল সমস্ত জগদ্বাসীর মা; আর সন্তান মাত্রেই তাঁর সেবার অধিকারী। এখন এস—আমায় অবিলম্বেই যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

কিরাত বেশে মহাদেব ও কিরাতিনী বেশে
চণ্ডিকার প্রবেশ

গান ।

চণ্ডিকা ।—আজ কি খেলা খেল্‌বে ভোলা,
ধ'রে নব বেশ ।
কি ভাবে কে ভুলায়েছে,
তাই বিভোলা মহেশ ॥

মহা ।—ভাবময়ীর ভাবে মেতে
ভোলা বিভোলা,
শবরূপে পদতলে
শ্মশানচারী ভাঙড় ভোলা,
লীলার তরঙ্গে রঙ্গে
ভাসিয়া চলেছি সঙ্গে
তোমার লীলা লীলাময়ি,
তুমি জান সবিশেষ ॥

চণ্ডিকা ।—তুমি কায়া, আমি ছায়া
তুমি জ্ঞান, আমি মায়া,

মহা ।—মহাশক্তি মহামায়া
শিব শবরূপী তাই বিশ্বজায়া,
আমার আমিত্বে নাহিক শেষ ॥

কালপুরুষের প্রবেশ।

[গীতাবশেষ]

কাল।—

বল্‌ছে বটে বেশ।
বেটাবেটীর দ্বন্দ্ব লেগে
সন্দ ঘুচ্‌ল শেষ॥
খেল্‌ছে খেলা নূতন তন্ত্রে
দীক্ষা দিয়ে মাতৃ-মন্ত্রে
মায়ের বাছায় মা চেনাতে
মায়ের কিরাতিনী বেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। দরিদ্রতা!
মানবের শ্রেষ্ঠ রিপু তুমি।
অন্ত রিপুচয়
হয় যদি শক্তিমান্ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ,
সংঘর্ষে তাহার—
অনিশ্চিত জয় কিম্বা পরাজয়!
কিন্তু তব ঠাঁই
বলের আকর যদি হয় সে মানব,
সুনিশ্চয় পরাজয় তার।
অরি মোর গুজরাট-ঈশ্বর—
শক্তিমান, প্রবল প্রতাপ;
তথাপি না ডরি তারে;
কিন্তু তোমা সনে যুঝি' অহর্নিশ,

পরাভূত—অবসন্নদেহ,
অশ্রুজল সার—
শান্তিময় গেহ পূর্ণ হাহাকারে।
তবু যুঝিতেছি ; আর ত পারি না।
হতভাগ্য আমি—অক্ষম দুর্ব্বল,
জায়া, সুতে অন্ন দিতে নাহিক শকতি।
জানি মা মঙ্গলময়ী তুমি গো, চণ্ডিকে,
ডাকি নিত্য তোমা—
বিন্দুমাত্র করুণার আশে।
কিন্তু কই ? দয়া ত হ'ল না—
দেখা ত দিলে না—
ঘুচালে না দুঃসহ যাতনা।
আর যে সহে না, মাতা।
অন্নাভাবে জায়া পুত্র করে হাহাকার,
নিরন্তর নয়নে নির্ঝর,
জীর্ণ দীর্ণ বুকে তাও সহিতেছি
ধরি মাতা, তোমার ধেয়ান।
বল মাগো—আর কত সয় ?
প্রাণাধিক স্নেহের দুলাল কেতুমান্,
প্রাণাধিকা ফুল্লরা কামিনী,
ভ্রাতৃগত-প্রাণ স্নেহের অনুজ
চেয়ে আছে মোর মুখপানে।
উপবাসী দুই দিন।
আশ্বাসি তাদের

আজি পুনঃ আসিয়াছি শিকার আশায়,
স্মরি চণ্ডিকার নাম !
নাহি জানি—অদৃষ্টের ফলাফল কিবা।
এ কি অলক্ষণ !
প্রবেশিতে কাননের পথ,
নেহারিনু অলক্ষণা স্বর্ণ-গোধিকায়।
বুঝিলাম অদৃষ্টের ক্রূর নির্যাতন।
যবে দৃঢ় করি মন
আসিয়াছি শিকার-সন্ধানে,
অলক্ষণে বিচলিত না হইব কভু।
অলক্ষণে করি আজি প্রথম শিকার
প্রবেশিব নিবিড় কান্তারে।

[ধনুকে শর যোজনা করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান
এবং অনতিবিলম্বে রজ্জুবদ্ধ স্বর্ণ-গোধিকাকে
লইয়া পুনঃ প্রবেশ।]

সন্ধানিতে নাহি হ'ল শর,
আপনি গোধিকা দিল ধরা।
জীয়ন্ত ধরেছি যবে—
কার্মুকাগ্রে রাখিব বাঁধিয়া,
শিকার পশ্চাতে এর
ভাগ্যফল হইবে নির্ণীত।
যদি হয় অলক্ষণ সত্যে পরিণত,
গোধিকারে পোড়াব অনলে
মাংস তাহার করিব ভক্ষণ ;

হলাহলে তার মৃত্যু যদি হয়।
দুর্ব্বিষহ মর্ম্মদাহ হ'তে
মৃত্যু মোর শ্রেয়ঃ শতগুণে।
যাই আমি—
বিলম্বে বাড়িছে বেলা।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কাঠুরিয়াগণ, কাঠুরিয়া-রমণীগণ ও
বালকগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

আমরা কাঠ কাটি আর কাঠ বেচি,
তায় দিন করি গুজার।
মাগী মরদ পোলা আমরা সবাই হুঁসিয়ার॥
পুরুষ।—আমরা হেঁইয়া মারি কুড়ুল চালাই
ফাড়ি সেগুন শাল,
স্ত্রী।—মট্-মটা-মট্ আমরা ভাঙ্গি শুকনো গাছের ডাল,
বালক।—করি ঝুড়ি বোঝাই চেলা কাঠে আমরা ছেলের পাল,
স্ত্রী।—আমরা কাজে নই বেজার॥
পুরুষ।—বিহান বেলা বন্‌মে' চলি সাঁঝে ফিরি ঘর,
স্ত্রী।—মোরা হাপিত্যেশে থাকি ব'সে কখন্ আস্‌বে গো নাগর,
বালক।—আমরা বুনোর ছেলে বন চিনি,
তাই বুলে বেড়াই বন-বাদাড়।
সকলে।—আমরা হেসে খেলে দিন কাটাই,
ধারি না'ক কারো ধার॥

[সকলের প্রস্থান।

ঝাড়ুদার সর্দ্দারের হাত ধরিয়া সুনেত্রার প্রবেশ।

সুনেত্রা। আর যে চল্‌তে পারি না, সর্দ্দার! অনাহার অনিদ্রার উপর এই কণ্টকাকীর্ণ বনপথে চল্‌তে চল্‌তে পা দু'খানা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দেহ অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে; দৃষ্টিশক্তি যেন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। সর্দ্দার! যদি অনুমতি দাও, এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

সর্দ্দার। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে বেরিয়েছ, মা! সামান্য পথ-শ্রমে কাতর হ'লে চল্‌বে কেন? জানি, জীবনে কখনও এতখানি কষ্ট সহ্য কর নি; কিন্তু সহ্য কর্‌বার স্পর্দ্ধা নিয়েই ত গৃহত্যাগিনী হয়েছ? যে শক্তি নিয়ে শক্তিমান্ গুজরাটরাজের প্রবল শক্তিকে উপেক্ষা করেছ, স্নেহের কর্ত্তব্য ভুলে পিতার অবাধ্য হয়েছ—শক্তিময়ী নারি, তোর সে শক্তি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে? তা যদি হয়, তা' হ'লে আগের মত আবার তাকে জাগিয়ে তোল।

সুনেত্রা। শক্তি নিদ্রিত নয়, সর্দ্দার! কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে গভীর হতাশা যেন তারে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে।

সর্দ্দার। সে ঘুম থেকে জাগ্‌তেই [illegible] সুমুখে চেয়ে দেখ—বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র; পশ্চাতে [illegible] শোন—[illegible] ; তাকে জাগাতেই হবে।

[নেপথ্যে [illegible]।]

পিঙ্গল। কণ্ঠস্বর যেন এইদিক্ [illegible] আসছে! চল এগিয়ে চল।

সসৈন্যে পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

এই যে পাপিষ্ঠা! এদের দু'জনকেই শৃঙ্খলিত কর্।

সর্দ্দার। আমি জীবিত থাক্‌তে তা হবে না, পিঙ্গলাদিত্য! আমিই তোমার সর্ব্ব প্রথম বাধা হোব।

পিঙ্গল। বটে! তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি। সৈন্যগণ, আগে একে শৃঙ্খলিত কর।

[সৈন্যগণ সর্দ্দারকে আক্রমণ করিল, সর্দ্দার প্রাণপণে বাধা দিয়া শেষে পরাজিত, আহত ও বন্দী হইল।]

কেমন—হয়েছে? নে, মেয়েটাকে বাঁধ্।

সুনেত্রা। বাবা! তুমি কি মানুষ? একজন কদাচারী লম্পটের লালসার খোরাক যোগাতে নিজের ঔরসজাত কন্যার অনুসরণে এতদূর আস্‌তে তোমার লজ্জা করে না? ছি—ছি—ছি—

পিঙ্গল। বড় যে লম্বা লম্বা কথা কইছিস্, সুনেত্রা! তোর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ আমি জোর ক'রে তোর বিয়ে দোব, তাই এতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে এতদূর এসেছি। যদি ভাল চাস্—আমাদের সঙ্গে আয়, নইলে তোকেও শৃঙ্খলিত করতে বাধ্য হব।

সুনেত্রা। আমায় গৃহ হ'তে বিতাড়িত করেছ, আর আমি গৃহে যাব না।

পিঙ্গল। অভিমানিনী মা আমার! অভিমান করিস্ নি। আয়—আমাদের সঙ্গে আয়। ভেবে দেখ্—তোর ভালর জন্যই আমি এতটা করছি।

সুনেত্রা। কিছু করতে হবে না, বাবা! আমি ভাল চাই না।

পিঙ্গল। গৃহে যাবি না?

সুনেত্রা। না—

পিঙ্গল। সৈন্যগণ! অবাধ্য বালিকাকে শৃঙ্খলিত কর।

[সৈন্যগণের বন্ধাকরণোদ্যোগ]

সুনেত্রা। [ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে করিতে] ওগো, কে কোথায় আছ রক্ষা কর—কে কোথায় আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—

সুকেতু। [নেপথ্য হইতে] ভয় নাই—ভয় নাই—

বেগে সুকেতুর প্রবেশ।

সাবধান কুক্কুরের দল! যে বালিকার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বে, আমি তাকে হত্যা কর্‌ব।

পিঙ্গল। অসভ্য বন্য কিরাত! জান, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ? আমি আমার কন্যাকে জোর ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, তাতে বাধা দেবার কারও অধিকার নেই।

সুনেত্রা। ওগো, না গো—না, আমার পিতা হ'লেও লম্পটের প্ররোচনায় ইনি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত। আমায় রক্ষা করুন!

সুকেতু। কোন ভয় নেই, বালিকা! আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে কারও সাধ্য নেই যে, তোমাকে এখান থেকে জোর ক'রে নিয়ে যায়।

পিঙ্গল। বটে রে দুর্ব্বৃত্ত! সৈন্যগণ—আক্রমণ কর।

[সৈন্যগণ সুকেতুকে আক্রমণ করিল, সুকেতু প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্যোপায় হইয়া পিঙ্গলাদিত্যও প্রস্থান করিল। গমনকালে সুকেতুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি।"

সুকেতু। এখন তোমরা নিরাপদ্‌। চল—বালিকা, তোমাদের এ অপেক্ষা নিরাপদ্‌ স্থানে রেখে আসি।

সুনেত্রা। মহাপ্রাণ দেবতা, আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! আপনার অনুগ্রহে একদিন প্রাণ ফিরে পেয়েছিলুম, আজ আবার আপনারই অনুগ্রহে এ অভাগিনীর ধর্ম্ম রক্ষা হ'ল!

সুকেতু। কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন নেই, বালিকা! আমার সঙ্গে এস—[সর্দারকে বন্ধনমুক্ত করিল] সর্দার! আহত তুমি—আমার স্কন্ধে ভর দাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুর কুটির

কার্ম্মুকাগ্রে স্বর্ণগোধিকা আবদ্ধ করিয়া মলিনমুখে ধীরে ধীরে কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। যে অমঙ্গলের নিদর্শন স্বর্ণগোধিকা দেখে শিকারে বেরিয়েছিলুম, সেই স্বর্ণগোধিকা নিয়েই কুটিরে ফিরতে হ'ল। কী দুর্দ্দৈব। অদৃষ্টের কী ক্রূর নির্যাতন। ক্ষুৎপিপাসাকাতর অভাগিনী ফুল্লরা—হতভাগ্য পুত্র কেতুমান্ পরিপূর্ণ আশা নিয়ে আমার আগমন-প্রতীক্ষা করছে। কি ব'লে তাদের সান্ত্বনা দেবো? কি বলব—কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ওহো-হো—এর চেয়ে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? মঙ্গলময়ী মা যার প্রতি বিরূপা—অদৃষ্ট যার প্রতিকূল—দেশের রাজা যার প্রবল আততায়ী, তার আর শান্তি কোথায়? এ দুঃসময়ে মৃত্যুই আমার বন্ধু—মৃত্যুই আমার গতি—মৃত্যুই আমার শান্তি। তবে আর কেন বন্ধু, এস—দয়া কর—দয়া কর—আজ তোমার আলিঙ্গনে সকল জ্বালা জুড়াব ব'লে এই স্বর্ণগোধিকার বিষাক্ত মাংস ভক্ষণ করব। দেখ্ব—বন্ধু, তুমি কেমন ক'রে ভুলে থাক। ফুল্লরা—ফুল্লরা—তাই ত। কোন উত্তর নেই, তবে কি ফুল্লরা কুটিরে নেই? নিশ্চয়ই তাই। ভালই হয়েছে—এ হতাশ প্রাণের শুষ্ক দীর্ঘশ্বাসের উত্তাপ তারা সইতে পারবে না। যাই—এ গোধিকাকে কুটিরে রেখে আমি কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ ক'রে নিয়ে আসি।

[স্বর্ণগোধিকা কুটিরে রাখিয়া প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ।—

গান।

তা' হ'লে হতুম একটা ধিঙ্গি।
আপনার গোঁ রাখ্‌তুম বজায়,
যেমন বুনো বরা সিঙ্গি॥
ডাক্‌লে যদি আস্‌ত মরণ,
কালের ভয়ে কে আর মাকে
অন্তিমেতে করত স্মরণ॥
থাক্‌ত না ভেদ আঁধার আলো,
পাপ পুণ্য ধলো কালো,
আকাশ নেমে আস্‌ত ধরায়
হ'ত স্বর্গ-যান ওই জেলে ডিঙ্গি॥

[প্রস্থান।

[স্বর্ণগোধিকারূপিণী দেবী চণ্ডিকা সুন্দরী ষোড়শীমূর্ত্তি ধারণ]

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। তাই ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলাটুকুও শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু কৈ—তাঁরা ত এখনও ফির্‌লেন না? কেন এত বিলম্ব হচ্ছে? মা মঙ্গলচণ্ডি—দেখিস্, মা! তাঁদের যেন কোন অমঙ্গল না হয়। এ অভাগিনীর সর্ব্বস্ব গেছে, তবুও স্বামীসুখে সুখিনী; এ সুখটুকু যেন কেড়ে নিস্ নি, মা! [অগ্রসর হইয়া] ওমা! এ আবার কে? বলি, কে গা তুমি?

চণ্ডিকা। আমি—আমি।

ফুল্লরা। ও সব হেঁয়ালীর কথা ছেড়ে বল তুমি কে—কাদের বৌ তুমি?

চণ্ডিকা। পরিচয় দিতে গেলে—উচ্চকুলের বধূ আমি, স্বামী থাক্‌তেও স্বামীহারা—পিতৃমাতৃহীনা—ত্রিসংসারে আমার জুড়াবার স্থান নেই, তাই যে যখন আমায় আদর ক'রে ডাকে, তখনই আমি তার।

ফুল্লরা। পোড়ারমুখি! ণা কলাঙ্কিনি! এইবার তোকে চিনেছি। যার তিনকুলে কেউ নেই, অথচ তার এত রূপ, এমন যৌবন, গা-ভরা সোনা-দানা, এতে কি আর মানুষ চিনতে বাকী থাকে? পোড়ারমুখি! নিজের তিনকুল খেয়ে আমার মত দুখিনীর কুল মজাতে এসেছিস্ কেন? এখনও ভাল চাস ত মানে মানে বিদেয় হ', নইলে আমার স্বামী ফিরে এলে তিনি তোকে অপমান ক'রে বাড়ীর বা'র ক'রে দেবেন।

চণ্ডিকা। তুমি ত আচ্ছা কুদুলে মেয়েমানুষ গা? তোমারই মুখের জন্যই বুঝি, তোমার এমন মাটির মানুষ শাশুড়ী দেশত্যাগী হয়েছেন? তা তুমি যাই বল আর যাই কর, আমায় যে হাতে-পায়ে ধ'রে এনেছে, সে যদি বিদায় হ'তে বলে, তখন না হয় বিদেয় হব, তা ব'লে তোমার কথায় একটী পা-ও আমি চাদ—নড়্ছি না।

ফুল্লরা। কি বল্লি, হতচ্ছাড়ি! তোকে হাতে-পায়ে ধ'রে এনেছে? ককখনো না -ককখনো না, তোর মত কুলের ধ্বজা মেয়ে মানুষকে হাতে-পায়ে ধ'রে আন্‌বে, এমন লোক আমাদের মত দীন-দুঃখীর ঘরে কেউ নেই, তবে যদি বড় বড় রাজা-রাজড়ার কথা বল্‌তিস্, তা' হ'লে কথাটা খাট্‌ত।

চণ্ডিকা। তোমাদের ঘরের লোক না হ'লে কি আর পর আমায় এখানে আন্‌তে পারে?

ফুল্লরা। [স্বগত] তবে কি ঠাকুরপোর এই কাজ? ছুঁড়ীর এই রূপ, এমন ভরা যৌবন, আর তারও উচক্কা বয়স; তার পক্ষে এটা আশ্চর্য্য নয়। [প্রকাশ্যে] তুই মিথ্যা বলছিস, পরের স্ত্রীর উপর নজর

দেয়, এমন কেউ আমাদের ঘরে নেই। আচ্ছা বল্ দেখি, সে দেখ্‌তে কেমন ?

চণ্ডিকা। কেন, দিব্বি চেহারা তার! গৌর কান্তি —উন্নত বক্ষ—দীর্ঘ বাহু—আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু—লাবণ্যময় দেহে যৌবন এখনও পূর্ণভাবে খেলা করছে। এমন চেহারা কি তোমাদের ঘরে কারও নেই ?

ফুল্লরা। [স্বগত] এ যে তাঁর কথা বল্‌ছে, তবে কি তিনি ? [প্রকাশ্যে] তিনি তোর হাতে-পায়ে ধ'রে নিয়ে এসেছেন ?

চণ্ডিকা। তার গরজ্ না হ'লে আমার অত গরজ্ ছিল না; সংসারে আমাকে ডাক্‌বার লোকের অভাব নেই।

ফুল্লরা। পরিচয় দিয়েছিলেন ?

চণ্ডিকা। পরিচয় দিয়ে হাতে-পায়ে ধ'রে তবে এনেছে। তার নাম বলব ? তার নাম কালকেতু।

ফুল্লরা। পোড়ারমুখি! দূর হ' এখান থেকে। আমার স্বামীর কখনও এতটা নীচ প্রবৃত্তি হবে না—হ'তে পারে না। তুই নিশ্চয়ই কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিস্। দূর হ—কালামুখি, দূর হ।

চণ্ডিকা। বলেছি ত, যে এনেছে সে যদি না দূর ক'রে দেয়, তোমার কথায় আমি এক পা-ও নড়্‌ব না। আর সত্যি-মিথ্যে তোমার স্বামীকেই না হয় জিজ্ঞাসা কর না।

ফুল্লরা। [স্বগত] তবে কি এর কথা সত্য ? আমার স্বামী এই কালামুখীকে ঘরে এনেছে ? মা মঙ্গলচণ্ডি! কি করলি—মা, কি করলি ? কঠোর দারিদ্র্যের নির্মম পীড়ন সহ্য ক'রেও স্বামীসুখে সুখিনী ছিলুম আজ কি অপরাধে এ হতভাগিনীকে সে সুখটুকু হ'তেও বঞ্চিত করলি ?

চণ্ডিকা। হ্যাঁগা, তুমি কাঁদ্‌ছ ? সত্যিই ত কাঁদ্‌ছ! তা' হ'লে আমি চললুম! পরের কান্না আমি দেখ্‌তে পারি না—আমারও কান্না পায়।

তোমার স্বামী এলে আমার কথা তাকে ব'লো, আমি তোমার কান্না দেখ্‌তে পারব না ব'লেই ইচ্ছা ক'রে চ'লে যাচ্ছি ।

ফুল্লরা । না—না—তা হবে না, তোমায় আমি যেতে দোব না, তুমি যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মাথায় এতবড় একটা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে, তা হবে না । তোমার কথার প্রমাণ না দিয়ে কিছুতেই যেতে পাবে না ।

চণ্ডিকা । বেশ তাই হোক্ । কিন্তু আমি থাক্‌তে তুমি কাদ্‌তে পাবে না

[নেপথ্যে কালকেতু—"ফুল্লরা ফুল্লরা !"]

ঐ তোমার স্বামী আস্‌ছে, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা ওঁকে জিজ্ঞাসা কর ।

ফুল্লরা । তুমি একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর । [চণ্ডিকার তথাকরণ]

কালকেতুর প্রবেশ ।

কাল । এই যে, ফুল্লরা । কথা কইছ না কেন, ফুল্লরা ? তোমার অকর্ম্মণ্য অপদার্থ স্বামী সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে যে অভিনব শিকার ঘরে এনেছে, তাই দেখে কি ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, অভিমানে তোমার বাক্য-নিঃসরণ হচ্ছে না ?

ফুল্লরা । [স্বগত] এ ত উনি অভিনব শিকারের কথা বলছেন । তা' হ'লে ত এ কালামুখী মিথ্যাকথা বলে নি ?

কাল । ফুল্লরা, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ না ? উত্তর দাও—

ফুল্লরা । উত্তর আর কি দোব, স্বামি ? এখন আর তোমার কোন কথার উত্তর দিতে ফুল্লরাকে দরকার হবে না, তার স্থান ত স্বয়ং পূর্ণ করেছ ।

কাল । ফুল্লরা । তোমার কথা ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না ।

ফুল্লরা। তা কেমন ক'রে বুঝ্‌বে। দিন ছিল যখন—ফুল্লরার একটা কথা শুন্‌তে পরিপূর্ণ ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে আস্‌তে, দিন ছিল যখন—ফুল্লরাই ছিল তোমার সর্ব্বস্ব। সেদিন গিয়েছে—এখন ফুল্লরা আর তোমার কেউ নয়।

কাল। কী বল্‌ছ তুমি, ফুল্লরা?

ফুল্লরা। কি আর বল্‌ব স্বামি! যখনই তোমার ঐ অভিনব শিকারটা দেখেছি, তখনই বুঝেছি--এই অভাগিনীর কপাল পুড়েছে।

কাল। ফুল্লরা! বুদ্ধিমতী তুমি, তাই তুমি আমার নিষ্ফলতার বিষয় সহজেই অনুমান করেছ। ফুল্লরা! এ নিষ্ফলতার মূল্য ঐ স্বর্ণগোধিকা।

ফুল্লরা। স্বর্ণগোধিকা কেন, স্বর্ণলতিক বল। ছিঃ, নিষ্ঠুর পুরুষ! অভাবের এমন নির্ম্মম পীড়ন সহ্য ক'রেও জঘন্য প্রবৃত্তির হাত এড়াতে পারলে না? ধিক্ তোমাকে —আর শতধিক্ তোমার জঘন্য প্রবৃত্তিকে!

কাল। ফুল্লরা! তুমি কি বলছ? নিদারুণ অভাবের তাড়নায় নিশ্চয়ই তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে—মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। অসম্ভব নয়, ফুল্লরা। অভাবের তুল্য শত্রু নেই। অভাবই মানুষকে অধঃপতনের অধস্তম স্তরে টেনে নিয়ে যায়, নইলে তোমার মত পতিব্রতা রমণী কি কখনও পতিনিন্দা কর্‌তে পারে?,

ফুল্লরা। জানি—প্রভু, তা পারে না, কিন্তু তুমি তোমার আচরণটা স্মরণ কর দেখি। পতির এরূপ আচরণে কোন্ সতীর প্রাণে ব্যথা না পায়?

কাল। ফুল্লরা! তোমার প্রত্যেক কথাটাই যে একটা জটিল হেঁয়ালী ব'লে মনে হচ্ছে। আমি ত জ্ঞানতঃ তোমার প্রতি কখনও রূঢ় আচরণ করি নি।

ফুল্লরা। জানি, তা কখনও কর নি কিন্তু কি অপরাধে আজ এমন বিরূপ হ'লে, স্বামি?

কাল। ফুল্লরা! কী বলছ!

ফুল্লরা। তোমার শিকারলব্ধ অদ্ভুত সামগ্রীটার কথাই স্মরণ কর, নারীর এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে?

কাল। আমার শিকারলব্ধ অদ্ভুত সামগ্রী ত একটা স্বর্ণগোধিকা।

ফুল্লরা। স্বর্ণগোধিকা কেন স্বর্ণলতিকা বল?

কাল। ফুল্লরা! এমন ঘৃণ্য রহস্য আমার ভাল লাগে না। তুমি কি বলতে চাও—তোমার স্বামী মিথ্যাবাদী?

ফুল্লরা। এ সুন্দরী কুলকামিনীকে তবে কে গৃহে এনেছে, প্রভু?

কাল। সুন্দরী কুলকামিনী!

ফুল্লরা। শুধু তাই নয়। সে আসতে চায় নি, তুমি তার হাতে পায়ে ধ'রে যেচে সেধে এনেছ।

কাল। মিথ্যাকথা! কৈ, কোথায় সে মিথ্যাবাদিনী রমণী?

চণ্ডিকার প্রবেশ।

কাল। একি!

কেবা এই নারী অনিন্দ্যসুন্দরী?
দেববালা কিংবা মায়ানারী,
অপ্সরা কিন্নরী কিংবা বিদ্যাধরী কোন
ধরাধামে অবতীর্ণা ছলিতে আমারে?
মানবীতে এত রূপ কভু না সম্ভবে।
যেন মনে হয়—
মহামায়া খেলিলা মায়ার খেলা।

[অনিমেষ নেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল]

চণ্ডিকা। আমার অনুসন্ধান কর্‌ছিলে তুমি ?

কাল। ফুল্লরা ফুল্লরা, এ বিশ্বমোহিনীর রূপের আভায় আমার চোখ্‌ ঝল্‌সে যাচ্ছে। আমি যেন সব ভুলে যাচ্ছি! ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছি—তোমাকে ভুলে যাচ্ছি—কেতুমানকে ভুলে যাচ্ছি—জগৎ-সংসার ভুলে যাচ্ছি—বুঝি আপনাকেও ভুলে যেতে বসেছি! ফুল্লরা—ফুল্লরা—আমার মাথা ঘুর্‌ছে—আমায় ধর। [অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল]

ফুল্লরা। হ্যাঁগা, অমন কর্‌ছ কেন? কি হয়েছে তোমার! হায়—হায়—মায়াবিনী কালামুখী কী কর্‌লি ?

চণ্ডিকা। হ্যাঁগা, যত অপরাধ কি আমার? আমি আবার কি কর্‌লুম তোমার ?

ফুল্লরা। কালামুখি, কিছু করিস্‌ নি যদি, তবে আমার স্বামী তোকে দেখে অমন কর্‌ছেন কেন ?

চণ্ডিকা। কেন কর্‌ছে, সে কথা না হয় তোমার স্বামীকেই জিজ্ঞাসা কর।

কাল। ফুল্লরা! কাকে তিরস্কার কর্‌ছ? যাঁকে দেখ্‌লে মানুষ আত্মহারা হয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়—আপনাকেও ভুলে যায়, তাঁকে কি তুমি সামান্যা রমণী মনে করেছ? মার্জ্জনা চাও—ফুল্লরা, মার্জ্জনা চাও।

ফুল্লরা। হ্যাঁ গা, কে তুমি ?

কাল [নতজানু হইয়া]

কে তুমি মা, কমললোচনা ?
আইলি কি আপনি কমলা
গোলোক ত্যজিয়া ?
অথবা কি সুরেশ্বরী, সুরপুর ত্যজি'
আইলি মরতবাসে দাসে ছলিবারে ?

অথবা কি আদ্যাশক্তি জগতজননী
ভুবনমোহিনী বেশে
এলি কি গো মহামায়া,
খেলিতে মায়ার খেলা ?
পশেছে কি কানে
সকরুণ দীনের আহ্বান ?
বেজেছে কি বুকে,
মাগো, সন্তানের ব্যথা,
তাই প্রসন্না প্রসন্নময়ি,
এ দীনের প্রতি ?
নগণ্য কিরাত যদি এত ভাগ্যবান্‌,
তবে আর কেন মায়ার বাঁধন ?
নয়নের মোহ-আবরণ ?
খুলে দে মা জ্ঞানের নয়ন—
যাহে চিনিবারে পারি গো চিন্ময়ী।
দয়া কর—দয়া কর—জগতজননি !

ফুল্লরা। প্রভু—প্রভু। একি সত্য—আমাদের মত দুঃখীর পাতার কুঁড়েয় মা এসেছেন ? মা—মা—পাষাণী মা—এতদিনে দয়া হয়েছে ?

চণ্ডিকা। সত্য, বৎস কালকেতু ! সত্য, মা ফুল্লরা। আমি এসেছি—তোমাদের কাতর আহ্বানে পাষাণও গলেছে। বর নাও—কালকেতু, বর নাও, ফুল্লরা !

কাল। বর ! দারিদ্র্যপীড়িত দীন কিরাত পেয়ে তাকে বর দিয়েও ভোলাবি ? ভাল, কি বর দিবি ?

চণ্ডিকা। অগাধ ঐশ্বর্য্য—অতুল সম্পদ্‌—যা চাও তাই দোব, বৎস।

কাল। ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মা যার সহায়, তার আবার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি, জননি ?

চণ্ডিকা। বৎস ! তোমাদের দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, আমি তোমাদের এ দারিদ্র্য মোচন কর্‌ব।

কাল। না, তা হবে না ; যে দারিদ্র্য হ'তে অস্পৃশ্য কালকেতু ব্যাধ মাকে পেয়েছে, তুচ্ছ সম্পদের সঙ্গে সে অমূল্য দারিদ্র্য বিনিময় কর্‌তে পার্‌ব না।

চণ্ডিকা। তবে তুমি কি চাও, বৎস ?

কাল। কি চাই ? কি চাইব ? বল্‌তে পার ফুল্লরা, কি চাইব ? আমি ত ভেবে উঠ্‌তে পারছি না—বুঝে উঠ্‌তে পারছি না ; যা চাইব মনে কর্‌ছি, সবই যেন অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হচ্ছে। মা—মা, আমি কিছু চাই না—চাই শুধু তোকে। যখন কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছিস্, তখন দীনের কুটিরে অচলা হ'য়ে থাক্, আর আমি যুগ যুগান্তর—জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ঐ ভবারাধ্য চরণতলে ব'সে শুধু মা-মা ব'লে ডাকি।

চণ্ডিকা। তথাপি বৎস ! আমি তোমায় এই বর দিচ্ছি - তুমি রাজ্যেশ্বর হ'য়ে মর্ত্তধামে আমার পূজা মাহাত্ম্য প্রচার কর, আর তোমার দেহান্তকাল পর্য্যন্ত আমি তোমার ন্যায় আদর্শ ভক্ত-গৃহে অচলা হ'য়ে থাক্‌ব। এস বৎস ! আমি স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দি।

[তথাকরণ ও অন্তর্দ্ধান।

কাল। মা—মা ! দীনহীন অস্পৃশ্য ব্যাধের মাথায় রাজমুকুট মানাবে কেন, মা ? ফুল্লরা—ফুল্লরা—মা কোথায় গেল ?

ফুল্লরা। তাই ত, রাজা ! মা—কোথায় গেল ? কিন্তু রাজা ! তোমার মাথায় রাজমুকুট বেশ মানিয়েছে।

কাল। অন্নাভাবে যার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে, তাকে 'রাজা' সম্ভাষণ—মন্দ পরিহাস নয়!

নেপথ্যে। পরিহাস নয়—রাজা, রাত্রি প্রভাতেই তোমায় রাজাসনে অভিষিক্ত করতে তোমার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তোমারই কুটিবদ্বারে সমবেত হবে।

কাল। মা—মা— [প্রস্থান।

কল্লবা। রাজা—রাজা— [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের আবির্ভাব।

কালপুরুষ।—

গান।

ভবের এমনি আজব কারখানা।
দীন-ভিখারীর রাজার মান,
যার মানের বোল কড়াই কানা॥
যে পেটের দায়ে পরের দোরে,
ঘুরে মরে, ভিক্ষা ক'রে,
সে রাজাসনে বস্‌তে পারে
স্বপ্নে দেখা ও যায় না শোনা॥
বরাতের কলকাঠি যার হাতে আছে,
সবই সোজা তারই কাছে,
হয়কে নয় সে করতে পারে,
বোঝে না যে ধানকাণা॥
মায়ের ইচ্ছায় হয় সকলি,
ওঠে রাজার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি,
বসে সিংহাসনে দীন-ভিখারী
যার পরণে ছেঁড়া টেনা॥

[অন্তর্দ্ধান

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত-গুহার সম্মুখ

সুকেতু, ঝাড়ুদার-সর্দ্দার ও সুনেত্রার প্রবেশ।

সুকেতু। গুজরাটরাজের সীমান্ত বহিভূ্ত ব'লে এই পর্ব্বত-গুহা সম্পূর্ণ নিরাপদ্ স্থান। এইখানে তোমরা নিরাপদে অবস্থান করতে পার।

সর্দ্দার। ঠিক বলেছ, এখানে যম ঘেঁস্‌তে পাব্‌বে না—রাজার লোক ত মানুষ।

সুনেত্রা। কিন্তু সর্দ্দার। তুমি ত এখনও সুস্থ হও নি। এই জনশূন্য স্থানে কে আমাদের আহার্য্য এনে দেবে?

সর্দ্দার। ভগবান্ দেবেন্, মা। আগে ভাব্‌ছিলে আশ্রয়ের ভাবনা—এখন ভাব্‌ছ আহার্য্যের ভাবনা; ভাবনার হাত আর এড়াতে পারলে না, মা?

সুকেতু। কোন চিন্তা নেই তোমাদের। যতদিন না সর্দ্দার সুস্থ হ'য়ে ওঠে, ততদিন আমিই তোমাদের আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে দোব। [স্বগত] যতক্ষণ দাদা আছেন, ততক্ষণ সেখানকার ভাবনা তিনিই ভাব্‌বেন।

সুনেত্রা। আপনি আমাদের জন্য এতটা করবেন? সংসারে কি আপনার ভাব্‌বার আর কেউ নেই?

সুকেতু। যারা আছে, তাদের ভাবনা ভাব্‌বারও লোক আছে।

ফুলের সাজী হস্তে মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। কে তোমরা? একি! সুকেতু—তুই? তুই এখানে? এরা কা'রা?

সুকেতু। মা, তুমি এখানে? তুমি না তীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলে?

মুরলা। অবোধ বালক। আমায় দেখে বুঝতে পারছিস্ নি, আমি তীর্থ-দর্শন ক'রে ফিরে এসেছি।

সুকেতু। ফিরে এসেছ যদি—গৃহে ফিরলে না কেন, মা?

মুরলা। তীর্থ-দেবতার আদেশ—ব্রাহ্মণের আদেশ—গুরুদেবের অনুজ্ঞা, তাই গৃহে ফিরতে পারি নি, সুকেতু। এখন আর ফেরবার যো নাই—একটা বিরাট্ দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এই নির্জ্জন গিরি-গুহায় অবস্থান করছি। হাঁ, তোকে যা জিজ্ঞাসা করলুম, তার উত্তর দিলি নি যে? এরা ক'রা?

সুকেতু। মনে পড়ে কি, মা। তুমি যেদিন তীর্থ-দর্শন অভিলাষে গৃহত্যাগ কর, সেইদিন এক সহায়হীনা বালিকাকে আমি হিংস্র ব্যাঘ্রমুখ হ'তে উদ্ধার করেছিলুম?

মুরলা। হুঁ, মনে পড়ে।

সুকেতু। লম্পট পিশাচ রাজার অত্যাচার-প্রপীড়িতা সহায়হীনা বালিকা নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করতে গৃহত্যাগিনী হয়, এই সর্দ্দার তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল। নিষ্ঠুর রাজ-অনুচরেরা বালিকার অনুসরণ করে. বালিকা পথিমধ্যে ধৃত হয়; আমি পিশাচদের হাত হ'তে বালিকাকে উদ্ধার করি, আর পর এই আহত সর্দ্দার আর বালিকাকে নিয়ে কোন নিরাপদ্ স্থানের অনুসন্ধান করতে করতে এইখানে এসেছি—

মুরলা। চমৎকার। আরও চমৎকার ব্যাপার এই যে, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞাপালনে যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছ, ঘটনা-চক্রের কুটিল আবর্ত্তনের মাঝে

প'ড়ে তুমি ততই পদস্খলিত হচ্ছ! তোমার কোন অপরাধ নেই—এ নিয়তির খেলা। হাঁ—বালিকা, তোমার কি কেউ নেই?

সুনেত্রা। আমার পিতা আছেন। রাজ-মন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্য আমাব পিতা।

মুরলা। মন্ত্রী-কন্যা, তথাপি তুমি সহায়হীনা?

সুনেত্রা। তা' হ'লে ঘটনাটা শুনুন্—সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন। ঐ লম্পট কদাচারী রাজা সহদেব রাও আমার পিতার কাছে আমার পাণি-প্রার্থনা করেছিলেন, পিতা সম্মত হ'য়ে আমার বিবাহের আযোজন করেন; কিন্তু এ বিবাহে আমি অসম্মতি প্রকাশ করায় পিতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমায় গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দেন, তার পর যা ঘটেছে, সমস্তই এঁর মুখে শুনেছেন।

মুরলা। বালিকা, তুমি কি তবে বিবাহ কর্‌বে না? নিরুত্তর কেন? উত্তর দাও—বুঝেছি, মনে মনে একটা বিরাট্ আশা পোষণ ক'রে রেখেছ; বোধ হয়, প্রাণান্তেও সে আশা ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না।

সুনেত্রা। মা—মা—কে তুমি, মা? তুমি কি অন্তর্যামিনী?

মুরলা। বালিকা! যখন এত-বড় একটা আশা নিয়ে মায়ের মন্দিরে এসেছ, তখন মা তোমার আশা অপূর্ণ রাখ্‌বেন না। সুকেতু—

সুকেতু। মা!

মুরলা। তুমি—একদিন তুমি এই বালিকার জীবনরক্ষা করেছ—আবার একদিন তার ধর্ম্মরক্ষা ক'রে তার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছ; আজ হ'তে নিরাশ্রয় বালিকার জীবনরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার ভার তোমার উপর। আর বালিকা! তুমিও জেনে রাখ—শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহ না হ'লেও ইনি তোমার স্বামী।

সুকেতু। মা!

মুরলা। প্রশ্ন ক'রো না, পুত্র। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে গমন কর। আগামী কৃষ্ণাপঞ্চমীর গোধূলিতে তুমি এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো, আমি তোমাদের শাস্ত্র-সঙ্গত বিবাহ দেবো ; আর ততদিন পর্য্যন্ত আমার ভাবী পুত্রবধূ দেবী চণ্ডিকার আশ্রয়েই অবস্থান করবে।

সুকেতু। তা' হ'লে আসি, মা !

[প্রণামান্তর প্রস্থান।

মুরলা। এস, বৎস। চল মা, তোমরা মাকে দর্শন করবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কালকেতুর কুটির

কালকেতু

কাল। ফুল্লরা, কেতুমান বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। ভাবী সুখের মাধুরিমাময়ী ছবি কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত করতে তারা সুখনিদ্রায় বিভোর, আর আমি তন্দ্রাহীন চক্ষে রজনীর তৃতীয় যাম পর্য্যন্ত অলস বিশ্রামের কোলে গা ঢেলে দিয়ে শুধু রাশি রাশি চিন্তা নিয়ে কালক্ষেপ করছি ! সুকেতুর চিন্তা, কেতুমানের চিন্তা, ফুল্লরার চিন্তা, সর্ব্বোপরি অভীষ্ট দেবীর চিন্তা ! কে ? ফুল্লরা ? ঘুম ভেঙে গেল, ফুল্লরা ?

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। হাঁ—প্রভু, একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল।

কাল। দুঃস্বপ্ন ? দেবী চণ্ডিকার কৃপায় আমাদের ভাগ্য-গগনে সুখ-সূর্য্য সমুদিত। এখন আবার দুঃস্বপ্ন কেন, ফুল্লরা ?

ফুল্লরা। কি জানি, কেন এমনটা হ'ল তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। স্বপ্নের প্রারম্ভ সুখময় বটে, কিন্তু শেষটুকু বড় করুণ--হৃদয়-বিদারক! স্বপ্নে দেখ্‌লুম, তুমি রাজ্যেশ্বর হয়েছ; কিন্তু প্রভু—তোমার স্নেহের সহোদর দীন ভিক্ষুকের ন্যায় পথে পথে বেড়াচ্ছে দেখে নিষ্ঠুর রাজার চর তাকে শৃঙ্খলিত ক'রে নিয়ে গেল, তার পর অকস্মাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। ঠাকুরপো সেই প্রাতঃকালে শিকারে গেছে, এখনও ফির্‌ল না! কেন ফির্‌ল না গো—আমার যে বড় ভাবনা হচ্ছে। নিষ্ঠুর রাজা আমাদের শত্রু; যদি তার কোন অমঙ্গল হয়?

কাল। তুমি তার শক্তির বিষয় জান না, তাই এতখানি ব্যাকুল হচ্ছ। হয় ত দূর বনে শিকারে গিয়ে বিলম্ব হ'য়ে গেছে, তাই অন্ধকার রজনীতে বনপথ অতিক্রম করা যুক্তিসঙ্গত নয় ব'লে সে কোথাও রাত্রি-যাপন কর্‌তে মনস্থ করেছে; রাত্রি-প্রভাতে সে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে।

ফুল্লরা। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক---ঠাকুরপো আমার নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসুক।

কাল। ওসব দেবতাদের প্রিয়, দেবতাদের মুখে পড়ুক; আমরা মানুষ, আমাদের মুখে কিছু সুখাদ্য পড়্‌লেই আমরা পরিতৃপ্ত হই। যাক্, ফুল্লরা! এতক্ষণ পরে যেন একটু তন্দ্রা অনুভব কর্‌ছি; ওসব অলীক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ভুলে তুমিও একটু বিশ্রাম কর গে, আমিও এইখানে একটু শয়ন করি। [শয়ন]

ফুল্লরা। একটু বাতাস কর্‌ব?

কাল। নিদ্রাদেবী যখন কৃপা ক'রে ভর্ কর্‌ছেন, তখন আর বাতাসের প্রয়োজন হবে না, ফুল্লরা! তুমি যাও—বিশ্রাম কর গে।

[ফুল্লরা প্রস্থান করিল, অনতিবিলম্বে কালকেতু নিদ্রিত হইল]

গীতকণ্ঠে ভাগ্যদেবীর আবির্ভাব ।

ভাগ্যদেবী ।—

গান ।

এস বরদার বরপুত্র
পর ললাটে চন্দনরেখা ।
ভাগ্যদেবীর আশিস্-দান
ভাগ্যদেবীর লেখা ॥
উঠি প্রভাত অরুণ-কিরণে,
ব'স হরষে নরেশ-আসনে
অভিষেক-গান গাহিবে বিহগ
পর পর রাজ-টিকা ॥

[কালকেতুর ললাটে চন্দনাদি দিয়া ভাগ্যদেবীর অন্তর্দ্ধান ।

গীতকণ্ঠে জয়লক্ষ্মীর আবির্ভাব ।

জয়লক্ষ্মী ।—

গান ।

ওগো অভয়ার বরপুত্র,
বিজয়-মালিকা পর হে ।
বীরসাজে সাজি' বীরবর,
বীর-করে অসি ধর হে ॥
চির উজল বিমল ভাতি,
মণি মরকত রতন পাঁতি,
কনক-কিরীট শিরোভূষণ
পর নবীন নৃপবর হে ॥

[জয়মাল্য, বসন-ভূষণ কিরীট প্রভৃতি পরাইয়া দিয়া জয়লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান ।

[সহসা রজনীপ্রভাতে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইল, অভিষেক উপকরণাদি লইয়া অগ্রে দেবলজী, পশ্চাতে প্রজাগণ ও পুরবাসিগণ প্রবেশপূর্ব্বক সকলে সমস্বরে "জয় চণ্ডিকা দেবীর জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল, সঙ্গে সঙ্গে কালকেতুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।]

দেবলজী। বৎস, শুভ অভিষেকে দেবী চণ্ডিকার নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর।

[নির্ম্মাল্য প্রদান]

প্রজা ও পুরবাসিনীগণের

গান।

এস সুন্দর নরবর নবীন ভূপতি
অনাথ-পালন, অরাতি-দলন,
বীরকেশরী নরপতি॥
পর মায়ের দেওয়া জয় মালিকা গলে,
ব'স শ্রেষ্ঠ রাজাসনে—মা'র চরণতলে,
মোরা সেবিব পূজিব ভক্তি পুষ্পদলে
তব স্নেহ-ছায়ে বসি' দিবারাতি॥

[কালকেতুর মস্তকে ছত্র ধারণ করতঃ মঙ্গলবাদ্য শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কিরাত-পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী রাজপথ

সুকেতুর প্রবেশ

সুকেতু। কি আশ্চর্য্য—কিরাত-পল্লীর প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক কুটির তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌লুম, একজনও কিরাতের সাক্ষাৎ পেলুম না। সবার মত আমাদের কুটিরও জনশূন্য। দাদাই বা কোথায় গেলেন—আর পল্লীবাসী কিরাতগণই বা কোথায় গেল? নিষ্ঠুর রাজার নির্ম্মম নির্যাতন সহ্য কর্‌তে না পেরে সবাই কি দেশত্যাগী হ'ল? কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! কি করি? কেমন ক'রে তাদের সন্ধান পাব? ঐ না কারা এইদিকে আস্‌ছে? দেখি, ওদের একবার জিজ্ঞাসা ক'রে—যদি কোন সন্ধান পাই।

গৃহের তৈজস পত্রাদির বোঝা মাথায় লইয়া কতিপয় প্রজার প্রবেশ।

১ম প্রজা। আরে রামচন্দ্র! এমন পোড়া দেশে আবার মানুষ থাকে? যেমন রাক্ষস রাজা, তেমনি তার পিশাচ মন্ত্রী।

২য় প্রজা। যেমন শনি রাজা, তস্য মন্ত্রী রাহু!

২য় প্রজা। আহা, মাণিকজোড়! এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্!

১ম প্রজা। যারা সেখানে গেছে তারা বল্ছে—আহা, যেন রাম-রাজত্ব! বসবাসের জায়গা দিচ্ছে, চাষ-আবাদের জমি দিচ্ছে, আবার রাজসরকারে নাকি চাকরিও দিচ্ছে।

২য় প্রজা। শুধু তা নয় হে—শুধু তা নয়! রাজা একেবারে কল্পতরু হয়েছেন—যে যা চাইছে, তাকে তাই দিচ্ছেন। নিমাই খুড়ো ছা-পোষা লোক, তাঁকে বসতবাড়ী, জায়গা-জমি ত দিলেনই, তা ছাড়া চাল-ডাল, তেল-নুন, তরি-তরকারীর এমন বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন যে, খুড়োকে আর এ জন্মে হাটবাজারের ধামা হাতে কর্‌তে হবে না। পায়ের উপর পা দিয়ে নাতির নাতি তস্য নাতি ব'সে খাবে। ঐ ফটিক মামা—তাঁর তিনকুলে কেউই ছিল না, মামা খালি পাড়ায় পাড়ায় নেশা ভাং ক'রে বেড়াতেন; তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটা ডাগোর-ডোগর আইবড় মেয়ে গছিয়ে দিয়ে একেবারে সংসারী ক'রে দিলেন! ঐ ও পাড়ার পদ্মলোচন—কালকেতু রাজার রাজ্যিতে গিয়ে ওর ত এখন পাথরে পাঁচকীল! একেবারে বারোহাজারী তৌজির মালিক হ'য়ে ব'সে ইয়া গোঁফে চাড়া লাগাচ্ছে।

সুকেতু। কোন্ রাজার কথা বল্‌ছ তোমরা?

১ম প্রজা। আ ম'লো! এ বেটা আবার কোত্থেকে এল?

২য় প্রজা। ব্যাধের ঝাঁক ত এ রাজ্যি ছেড়ে সকলের আগেই চ'লে গেছে; গিয়ে তারা এখন 'মশাই' লোক হয়েছেন, আর এ বেটা যাঁহা বাহান্ন তাঁহা নিরানব্বই—সেই বকেয়া থানকে থান বজায় আছে!

১ম প্রজা। তুমি বোঝ না—ভায়া, এর অর্থ আছে। ও বেটা যখন এখনও 'মশাই' হ'তে পারে নি, তখন বুঝ্‌তে হবে—এর ভিতর অর্থ

আছে। আমার মতে—ওকে কিছু না বলাই ভাল। চল, আমরা আস্তে আস্তে স'রে পড়ি।

১ম প্রজা। সেই কথাই ভাল, চল স'রে পড়ি।

সুকেতু। তোমরা চ'লে যাচ্ছ কেন, ভাই? আমার কথাটার উত্তর দিয়ে যাও।

২য় প্রজা। উত্তরটা লোক মারফৎ ব'লে পাঠাব। এখন তবে যদি ততক্ষণ সবুর না সয়, রাজমন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্যের কাছে যাও—সঠিক উত্তর পাবে।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

সুকেতু। এ রাজ্যের লোক এমন স্বার্থপর হয়েছে। তা আর হবে না কেন? যেমন রাজার আদর্শ। তাই ত, আমি এখন করি কি? রাজমন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্যের কাছে যাব? সে আমাদের চিরশত্রু—তার কাছে গেলে কোন ফল হবে না। ও আবার কে একজন ভিক্ষুক গান গাইতে গাইতে এইদিকেই আস্‌ছে; দেখি ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষুক

গান।

ওরে পয়সা—ওরে পয়সা—ওরে পয়সা।
ওরে ভবের আশা ভরসা॥
ওরে তোর লাগি দেখ্ কেঁদে ফিরি,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি,
লজ্জা রাখ্‌তে ছেঁড়া টেনা,
রুক্ষ মাথা কাকের বাসা॥

তুই যারে চাস্ নেক্-নজরে,
দ দেখে তারা দিন-দুপুরে,
চলে ফুলিয়ে ছাতি দেমাক ভরে
সে মূর্খ হ'লেও পণ্ডিত খাসা॥
তোর দয়াতে হয় রে আপন,
সইয়ের বোনের বকুল ফুল,
তোর অকরুণায় অর্দ্ধাঙ্গিনী
কালনাগিনী সমতুল,
ঘরে পরে লাঞ্ছনা হায়,
পুড়ে যায় রে আশার বাসা॥

বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও।

সুকেতু। আমার কথা হয় ত বিশ্বাস করবে না—ভিক্ষুক, কিন্তু আমি সত্য বল্‌ছি, আমি কপর্দ্দকহীন।

[ভিক্ষুক গমনোদ্যত হইল]

বল্‌তে পার, ভিক্ষুক, এই পল্লীবাসী ব্যাধেরা এ রাজ্য ছেড়ে কোথায় গেছে ?

ভিক্ষুক। [স্বগত] ইস্, ভিক্ষা চাইলে বুড়ো আঙুল দেখালেন, ওঁকে আবার লোকের ঠিকানা বল্‌তে হবে! [প্রকাশ্যে] মশাই যেমন কপর্দ্দক-হীন, আমিও তেমনি বাক্-শক্তিহীন।

সুকেতু। এই যে তুমি দিব্বি কথা কইছ ?

ভিক্ষুক। অন্য সময়ে ক'য়ে থাকি বটে ; কিন্তু কারও ঠিকানা বল্‌তে গেলে বাক্-শক্তিহীন হ'য়ে পড়ি।

[প্রস্থান।

সুকেতু। রাজার অনুকরণে রাজ্যবাসীর এও এক ধাঁচা! ঐ যে আর একজন—একি, এ যে রাজমন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্য।

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঙ্গল। [স্বগত] ইস্, শিকার যে একেবারে হাতের কাছে। কিন্তু ওকে বন্দী করা ত সহজ নয়—উপযুক্ত লোকবল চাই। সামান্য দু'জন অনুচর ভিন্ন তেমন লোকবল কৈ? দেখ্‌ছি, এখন কৌশল ভিন্ন কোন পন্থা নাই। দেখি—[প্রকাশ্যে] এই যে, সুকেতু! এতদিন পরে দেশে ফিরেছ? তা বেশ ভাল আছ ত?

সুকেতু। [স্বগত] হঠাৎ এতটা আমার উপর সদয় হ'ল যে।

পিঙ্গল। বোধ হয় বিস্মিত হচ্ছ, আমি তোমার সঙ্গে এরূপ আলাপ কর্‌ছি কেন? দেখ সেইদিন—যখন আমার অনুচরেরা তোমার কাছে পরাস্ত হ'য়ে পলায়ন করলে, সেইদিন থেকে বুঝেছি, আমার কন্যা তোমার প্রতি অনুরক্তা; কন্যাস্নেহে অন্ধ আমি—তখনই মনে মনে স্থির কর্‌লুম, অসবর্ণ বিবাহ যখন দোষের নয়, তখন আমার কন্যা তার মনোমত পতির গলায় বরমাল্য অর্পণ ক'রে সুখিনী হোক্। কাজেই কন্যার মুখ চেয়ে তোমার উপর আমার যে বিদ্বেষ ভাবটুকু ছিল, সেটুকুও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। এখন আর তুমি আমার শত্রু নও—একেবারে নেহাৎ আপনার।

সুকেতু। [স্বগত] সুনেত্রা কি তার মনোভাব এর কাছে ব্যক্ত করেছে? না এ তার অনুমান? [প্রকাশ্যে] যাক্, ও সব কথা আলোচনায় কোন ফল নেই। অনুগ্রহ ক'রে বল্‌বেন কি, এই পল্লী-বাসী ব্যাধেরা এখন কোথায়? আর আমার ভ্রাতাই বা কোথায় গেলেন?

পিঙ্গল। দুষ্ট ব্যাধেরা রাজ-বিদ্রোহী হয়েছিল, তাই মহারাজ তাদের রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছেন! তবে তোমার ভ্রাতা কালকেতুর কথা আর শুনে কাজ নেই। তুমি উপস্থিত আমার গৃহে চল. আহারান্তে সে-সব কথা বল্‌ব।

সুকেতু। না—না, এখনই বলুন, দাদার জন্য আমার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠেছে ; তাঁর ত কোন অমঙ্গল হয় নি ?

পিঙ্গল। আহা, সে-সব কথা না হয় পরেই শুন্‌বে—এখন আমার গৃহে চল।

সুকেতু। না—না, তার জন্য আমার মন বড ব্যাকুল হয়েছে। বলুন—বলুন—তিনি কোথায় ?

পিঙ্গল। তাই ত, সে বড় দুঃসংবাদ, সুকেতু। এ সময় না বল্‌লেই ভাল হ'ত।

সুকেতু। কি সে দুঃসংবাদ। দয়া ক'বে বলুন—তিনি কোথায় ?

পিঙ্গল। ঐ স্বর্গে ! অনাহারে তার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু হয়, সেই শোকে হতভাগ্য কালকেতু আত্মহত্যা করেছে।

সুকেতু। মা মঙ্গলচণ্ডি—শেষে এই কর্‌লি, মা ? দাদা—দাদা—ওহে-হো—

[অবসন্নভাবে পতন ও সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইল]

পিঙ্গল। [বংশীধ্বনি]

অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ।

দুর্বৃত্তকে শৃঙ্খলিত কর।

[অনুচরদ্বয়ের তথাকরণ]

চল—নিয়ে চল।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

কালকেতু, দেবলজী, সভাসদ্‌গণ এবং
বন্দী ও বন্দিনীগণ।

গান।

বন্দিগণ।— জয় জয় নব-ভূপাত।
প্রকৃতিরঞ্জন অনাথ-পালন দুষ্টদমন মহামতি॥
করুণা আবার উদার মহান্‌,
বন্দিনীগণ।— ন্যায় বিচারে বিবেক সমান,
জনকের স্নেহ, শাসনে-পালনে অরিন্দম নরপতি।
বন্দিগণ।— সমর-অঙ্গনে রথী একেশ্বর,
বন্দিনীগণ।— ব্যথিত ব্যথায় প্রসারিত কর
হিয়ামাঝে প্রেম করুণা-নির্ঝর, ভুবন-প্লাবন যশোজ্যোতি॥

[বন্দী ও বন্দিনীগণের প্রস্থান।

কাল। তাই ত, গুরুদেব। স্নেহের অনুজ সুকেতু ত আজও ফিরে এল না, প্রভু? আমার আশঙ্কা হচ্ছে—বুঝি তার কোন অমঙ্গল ঘটেছে।

দেবল। এতবড় একটা রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার ভাবনা যাকে ভাব্‌তে হয়, তার এতটা মানসিক চাঞ্চল্য শোভা পায় না। বৎস, এখন আর তুমি শুধু কেতুমানের জনক নও—কোটি কোটি সন্তানের জনক; তোমার চিন্তা একটা ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখ্‌লে তোমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হবে। সাবধান!

কেতুমানের প্রবেশ।

কেতু। বাবা, কাকা এখন ফিরে এলেন না ব'লে মা বড় কাঁদ্‌ছে। কাকাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, বাবা!

কাল। তুমি এখন খেলা কব গে, বাবা।

কেতু। আমায় খেল্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, বাবা। খালি কাকাব কথা মনে পড়্‌ছে, আর কান্না আস্‌ছে। তুমি কাকাকে ফিরিয়ে আন না, বাবা।

কাল। তা আন্‌ব, তুমি এখন খেল গে।

কেতু। তা যাচ্ছি; কাকা এলে তুমি কিন্তু আমায় ডেকে দিয়ো।

[প্রস্থান।

বচসা করিতে করিতে কপিতয় নাগরিকের প্রবেশ।

১ম নাগ। আমি যখন পেয়েছি, তখন সে সোনার তাল আমার।

২য় নাগ। যখন আমার জমিতে পাওয়া গেছে, তখন সে সোনার তাল আমার—তোমার তাতে কোন অধিকার নেই।

৩য় নাগ। সোনা তোমারও নয়—ওরও নয়, সোনায় তোমাদেব কারও অধিকার নেই; এ সোনা রাজার প্রাপ্য।

১ম নাগ। মহারাজ, বিচার করুন।

২য় নাগ। ন্যায়বান্ রাজা, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

৩য় নাগ। মহারাজ, সুবিচার করুন।

কাল। তোমরা কলহ ক'রো না, আত্মকলহ মহাপাপ; ঐ স্বর্ণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী—একমাত্র রাজা। কিন্তু আমি আমার সে অধিকার পরিত্যাগ কর্‌লুম। তোমরা ঐ স্বর্ণ বিক্রয় ক'রে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ দীন-দুঃখীকে দান কর।

নাগরিকগণ। মহারাজের জয় হোক্!

দুইজন বণিকের প্রবেশ।

কাল। তোমরা কি চাও ?

১ম বণিক্। মহারাজ! এর পিতা আমার পিতার বন্ধু; ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁরা এক সময়ে বিদেশে যান্; উভয়ে বহুদিন সেখানে অবস্থান ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন; তার পর হঠাৎ আমার পিতার মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত ধনরত্ন এঁর পিতার নিকট গচ্ছিত রেখে যান্। সম্প্রতি এঁর পিতারও মৃত্যু হয়েছে, আমি আমার পিতার গচ্ছিত অর্থ এঁকে প্রত্যর্পণ করতে বলায় ইনি এখন অন্যরূপ বল্ছেন। মহারাজ! এর বিচার করুন।

২য় বণিক্। মহারাজ, এঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার পিতাই এঁর পিতার নিকট ধনরত্ন গচ্ছিত রেখেছিলেন; ইনি এখন তা অস্বীকার করছেন—আমার উপর অন্যায় দাবী করছেন। মহারাজ, ন্যায়বিচার করুন।

কাল। কে আছিস্ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

এই বণিক্দ্বয়কে শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ কর্। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এদের মধ্যে যে তার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ রাজ-সরকারে অর্পণ করতে পারবে, সেই মুক্তিলাভ করতে পারবে, অন্যথায় কাল প্রভাতেই তার প্রাণদণ্ড হবে। যা—নিয়ে যা।

২য় বণিক্। মহারাজ! আমি আমার সঞ্চিত অর্থ রাজ-সরকারে অর্পণ করব।

১ম বণিক্। হায়—হায়—আমিই শেষে ধনে-প্রাণে মারা গেলুম!

কাল। [২য় বণিকের প্রতি] তুমিই প্রবঞ্চক; তুমি যদি আজ

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এর গচ্ছিত ধন একে ফিরিয়ে না দাও—কাল প্রভাতেই তোমার প্রাণদণ্ড হবে। রক্ষি! পাপিষ্ঠকে শৃঙ্খলিত কর্।

২য় বণিক্। মহারাজ! আমায় মুক্তি দিন্, আমি অবিলম্বে এর প্রাপ্য ধনরত্ন প্রত্যর্পণ করছি।

[রক্ষীসহ বণিক্দ্বয়ের প্রস্থান।

তিনজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ও জনৈক পুরুষ সহ
রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ, এই রমণীত্রয়ের মধ্যে দুইজন গণিকা, আর একজন এই ব্যক্তির বিবাহিত পত্নী; কিন্তু এরা তিনজনেই এই পুরুষকে স্ব স্ব স্বামী ব'লে দাবী করছে। প্রতিহিংসাপরায়ণা গণিকার হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কায় পুরুষ নির্ব্বাক্। মহারাজ! ন্যায়বিচার ক'রে পতিপরায়ণা সতীকে তার স্বামী ফিরিয়ে দিন্।

কাল। পত্নীর অমনোযোগিতায় পতির পদস্খলন হয়, তাতে গণিকার অপরাধ কি? তারা পুরুষকে চায় না—চায় তাদের অর্থ। রক্ষি, কোষাধ্যক্ষকে বল—গণিকাদ্বয়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শত সুবর্ণমুদ্রা দিয়ে সসম্মানে বিদায় ক'রে দিতে—যদি তারা এ পুরুষের উপর কোন দাবী না করে; আর এই লম্পট পুরুষকে কারারুদ্ধ ক'রে অমনোযোগিনী পতিপ্রয়াসিনী নারীর আবার বিবাহ দাও।

১ম রমণী। মহারাজ! পাঁচশত সুবর্ণমুদ্রা পেলে, এ পুরুষের উপর আমি কোন দাবী করব না।

৩য় রমণী। মহারাজ! আমারও ঐ মত্।

২য় রমণী। মহারাজ! আমি আমার স্বামী[illegible] কোন দাবী করতে চাই না। শুধু অভাগিনীকে একটু দয়া করুন [illegible] তাঁর ধর্ম্ম রক্ষা করুন—তাকে দ্বিচারিণী হ'তে অনুজ্ঞা করবেন না। [নতজানু হইল।

কাল। বক্ষি। এই অর্থলোলুপা গণিকাদ্বয়েব মস্তক মুণ্ডন ক'বে বেত্রাঘাত কর্‌তে কর্‌তে নগবেব বাইবে বে'ব ক'বে দাও।

[গণিকাদ্বয়কে শৃঙ্খলিত কবিযা বক্ষীব গমনোদ্যোগ।

ওঠ, মা সতীবাণি। পতি সঙ্গে সানন্দে গৃহে গমন কর। যাও—বক্ষি, জননীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিয়ে গৃহ-গমনেব উপযোগী যান-বাহনেব আয়োজন ক'রে দাও।

২য় রমণী। মহাবাজের জয় হোক্।

[বক্ষীসহ বমণীত্রয় ও পুরুষের প্রস্থান।

অন্য রক্ষীর প্রবেশ।

কাল। কি সংবাদ ?

বক্ষী। গুজরাট হ'তে জনৈক দূত পত্র নিয়ে এসেছে, মহাবাজেব সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে চায়।

কাল। উত্তম, তাকে সসম্মানে এইখানে নিযে এস।

[বক্ষীর প্রস্থান।

নাহি জানি—কোন্ প্রয়োজনে
প্রেরিযাছে দূত গুজবাটরাজ !

দূতের প্রবেশ।

দূত। একখানা পত্র—

কাল। [পত্র গ্রহণান্তর পাঠ করিযা আরক্ত নেত্রে] আজন্ম আমার বৈরতা সাধন ক'রে আজও তৃপ্ত হ'ল না এই নীচ লম্পট কদাচারী নৃপতি। তাই আজ সুপ্ত কেশরীকে পদাঘাতে জাগিয়ে তুল্‌তে সাহসী হয়েছে।

দেবল। বৎস, কালকেতু! এতক্ষণ আমি মুগ্ধনেত্রে তোমার অপক্ষপাত ন্যায়বিচার দেখে সপুলক-বিস্ময়ে মনে মনে তোমাব অপূর্ব্ব ধীশক্তির প্রশংসা কর্‌ছিলুম; কিন্তু গুজবাটেব পত্রপাঠে তোমাব ে

আকস্মিক উত্তেজনা দেখে আমার প্রাণ বিস্ময়-আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। পত্রের মর্ম্মার্থ কি, বৎস ?

কাল। পত্রপাঠে তা অবগত হবেন, প্রভু।

[পত্র প্রদান]

দেবল। [পত্রপাঠ করিতে করিতে] সুকেতু বন্দী। কেন ? কোন্ অপরাধে ? তার পর—চল্লিশটা হস্তী, তিনশত অশ্ব, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তাকে উপঢৌকন দিয়ে তুমি যদি আপনাকে গুজরাটের করদরাজা ব'লে স্বীকার কর, তা হ'লে সুকেতু মুক্তি পাবে— অন্যথায় মৃত্যু। কালকেতু—

কাল। আদেশ করুন, গুরুদেব।

দেবল। কি করবে মনস্থ করেছ ?

কাল। অসিহস্তে রণক্ষেত্রে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তার এ দম্ভ চূর্ণ করব, আর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের ভাই সুকেতুকে মুক্ত করব।

দেবল। ঠিক।

কাল। [পত্র ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিত করিল] কেমন —হ'ল ? আর তোমার প্রভুকে ব'লো—তার পত্রের উত্তর এখানে নয়—রণক্ষেত্রে।

দূত। যথা আদেশ।

[প্রস্থান।

কাল। রক্ষি--

রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

সেনাপতিকে সৈন্য সজ্জিত করতে বল ; কল্য যুদ্ধ।

দেবল। এস, বৎস। মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

সুকেতু

সুকেতু। এই কি প্রাক্তন।
এইভাবে অবসান
হবে কি আমার
জীবনের লীলা?
নিয়তি দুর্ব্বার—
তাই অনশনে হারা'ল জীবন—
স্নেহময় ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র,
ভ্রাতৃজায়া, আর
শঠের চক্রান্তে ভাগ্যহীন আমি
বন্দী কারাগারে।
রাজার বিচারে
প্রাণদণ্ড হবে সুনিশ্চিত।
কেহ না রহিবে আর
বংশে দিতে বাতি।
আহা, অভাগিনী জননী আমার-
পুত্রশোকে হবে উন্মাদিনী।
এত ব্যথা বাজে
যদি সুনেত্রার বুকে,

বাঁচিবে কি অভাগিনী ?
হ'ল তিন দিন—
কৃষ্ণাপঞ্চমীর নিশি
হয়েছে অতীত,
নাহি জানি,
কি আশঙ্কা করিছেন মাতা !
সেই সূর্য্য পূরব-গগনে উঠিতেছে—
ডুবিছে পশ্চিমে
আজও সেইমত !
আজও সেই উষা হাসে,
ঝ'রে পড়ে—
শিশিরস্নাত শেফালির দল,
আজও সেই রক্তিম আকাশে
তরুণ অরুণ হাসি ।
সবই সেই আগেকার মত,
সেই আমি—
নহি কিন্তু আগেকার মত ।
জীবনের পড়' পড়' যবনিকাখানি
এখনো রয়েছে শুধু মৃত্যু-প্রতীক্ষায় ।
কে ?

মন্নুয়ার প্রবেশ ।

মন্নুয়া । সুকো-মামা—তুমি ?

সুকেতু । কে—তুই ? মন্নুয়া ? তুই আবার কি মনে ক'রে এলি, মন্নুয়া ?

মনুষ্য। শুনলুম, মন্ত্রী নাকি তোমায় বন্দী ক'রে কারাগারে রেখেছেন, শুনে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু দু'দিন থেকে চেষ্টা করছি, ফুরসুৎ ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। চাকরী করি—মামা, তাই ফুরসুৎ ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, আজ যখন শুনলুম—তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তখন আর থাক্‌তে পারলুম না—মরিয়া হ'য়ে ছুটে এলুম। তোমার উদ্ধারের কি কোন উপায় নেই? থাকে ত বল, আমি প্রাণ দিয়েও তা করব। সুকো-মামা। শুনেছি, আমার মা তোমাদের খেয়ে মানুষ হয়েছে, তাই মনে করেছি—তোমার উদ্ধারের উপায় ক'রে মায়ের ধার কতকটা শোধ কর্‌তে পারি। বল—সুকো-মামা, কোন উপায় আছে কি?

সুকেতু। উপায়—উপায়? কোন উপায় নেই, মনুষ্য। তবে তুই যদি একটা কাজ করতে পারিস্, বড় উপকার হয়; পারবি মনুষ্য?

মনুষ্য। নিশ্চয়ই পারব, সুকো-মামা। বল কি কর্‌তে হবে?

সুকেতু। কূর্ম্মপীঠ পর্ব্বতের দক্ষিণে যে বিশাল গুহা আছে, সেই গুহায় চণ্ডিকা-দেবীর মূর্ত্তি আছে। আমার জননী সেই চণ্ডিকা দেবীর পূজারিণী। সেখানে হয় ত আর একজনকেও দেখ্‌তে পাবি, সে তোদের মন্ত্রী-কন্যা সুনেত্রা। আমি একখানি পত্র লিখে দোব, তুই সেই পত্রখানা মাকে দিয়ে আস্‌বি। কেমন, পার্‌বি?

মনুষ্য। নিশ্চয়ই পারব, সুকো-মামা। তুমি পত্র লিখে রাখ, আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

সুকেতু। তাই ত, পত্র লিখ্‌ব বললুম, কিন্তু কেমন ক'রে লিখ্‌ব? কারাগারে কালি কলম কাগজ কোথায় পাব? একখানা শুষ্ক বৃক্ষপত্র পেলেও কাগজের কাজ চলবে, কিন্তু কালি কলম কোথায় পাব? [ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া] কালি কলমের প্রয়োজন হবে না, এখন শুধু একখানা শুষ্ক বৃক্ষপত্র—

একখানা শুষ্ক বটপত্র লইয়া মনুয়ার পুনঃ প্রবেশ।

মনুয়া। আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম—সুকো-মামা, কালি কলম কাগজ অভাবে তোমার লেখা হবে না, তাই অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন একটু কাগজ পেলুম না, তখন এই শুক্‌নো বটপাতা খানা কুড়িয়ে নিযে এলম ; কিন্তু সুকো-মামা, কালি কলমের কি হবে ?

সুকেতু। শুক্‌নো বটপাতা এনেছিস্ ? ব্যস, আর কিছু প্রয়োজন নেই। দে—পাতাখানা দে।

[মনুয়া বটপত্রখানা প্রদান করিল, সুকেতু দন্তদ্বারা স্বীয় দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী কাটিয়া রক্তদ্বারা পত্র লিখিল।]

এই নে—মনুয়া, যত শীঘ্র পারিস্ পত্রখানা কূর্ম্মপীঠ গুহায় মা'র কাছে দিয়ে আয়।

মনুয়া। [পত্র লইয়া] এই আমি চল্‌লুম, সুকো-মামা।

[প্রস্থান।

[এমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি হইল, একজন রক্ষী আসিয়া সুকেতুকে লইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বতগুহা-সম্মুখ

মুরলার প্রবেশ

মুরলা। তাই ত। কৃষ্ণাপঞ্চমী অতীত হ'য়ে গেল অথচ সুকেতু আজও ফিরে এল না কেন? তবে কি সে এ বিবাহে সম্মত নয়? কিন্তু তার ভাবভঙ্গী দেখে ত তা মনে হয় না? তবে কি তবে কি তাদের কোন বিপদ হয়েছে? কে জানে। একি বৌমা? কাঁদছ কেন, বৌমা?

বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সুনেত্রার প্রবেশ।

সুনেত্রা। মা—

মুরলা। থাম্‌লে কেন—মা, কি হয়েছে বল?

সুনেত্রা। মা, দেবী আজ আমার ফুল নিলেন না, কেন নিলেন না, মা? এ অমঙ্গলের নিদর্শন কেন দেখ্‌লুম, মা?

মুরলা। দেবী পূজার ফুল গ্রহণ কর্‌লেন না? প্রাণের পরিপূর্ণ আগ্রহ নিয়ে বোধ হয়, দেওয়ার মত দাও নি, তাই মা তোমার দেওয় ফুল প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন। কোন চিন্তা ক'রো না মা; প্রাণের বেদনা সরল ভাবে মাকে জানিয়ে আবার ফুল চড়াও, কৃপাময়ী মা নিশ্চয়ই কৃপা কর্‌বেন।

[নতমুখে সুনেত্রার প্রস্থান।

দেবী কি সত্যসত্যই অভাগিনীর প্রতি বিরূপ হয়েছেন? নয় ত অভাগিনীর ভাগ্যদোষে সুকেতু আজ বিপন্ন, তাই কৃপাময়ীর কৃপায় সে বঞ্চিতা। একি মনুষ্য!—তুই কি মনে ক'রে?

মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। এই যে আয়ী-মা—আঃ বাঁচ্‌লুম! বাপ্, সাত মুলুক ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হ'য়ে গেছি! জোর বরাত—তাই এখানে আয়ী-মাকে দেখ্‌তে পেলুম।

মুরলা। তুই না রাজার বাড়ী চাকরি কর্‌ছিলি?

মনুয়া। তা ত কর্‌ছিলুম।

মুরলা। তবে আমার কাছে এলি কি মনে ক'রে?

মনুয়া। বল্‌ছি, আগে বল ত, আয়ীমা, মন্ত্রীর মেয়ে কি এইখানেই আছে?

মুরলা। তা বল্‌ব কেন, তুই রাজার চাকরি করিস্, রাজা আমাদের শত্রু, তুই আমার স্বজাতি—প্রতিবেশী—সম্পর্কে নাতি হ'লেও শত্রুর চর; তোকে বিশ্বাস কি?

মনুয়া। যখন আমি শত্রুর চাকরি করি, তখন আর আমায় বিশ্বাস কি! কিন্তু আয়ী-মা, জান কি—আমি কেন চাকরি কর্‌ছি? ঐ রাজার মন্ত্রী আমার বুড়ো দাদুকে মেরে ফেলেছে, তবু আমি রাজার চাকর কেন—তা বোধ হয় জান না? জান্‌লে বোধ হয়, আজ আমায় শত্রু মনে ক'রে অবিশ্বাসের চোখে দেখ্‌তে না। থাক্—তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমাতেই থাক্, আয়ী-মা! যদি দিন পাই, তোমার এ ভুল ভাঙ্‌বে; মুখের কথায় নয়—কাজে। যাক্, এখন যা করতে এসেছি—ক'রে যাই। মন্ত্রীর মেয়ে এখানে থাক্ আর নাই থাক্, আমি তা জান্‌তে চাই না। তবে যখন তোমার দেখা পেয়েছি, এই যথেষ্ট। এই নাও, আয়ী-মা! তোমার ছেলে—আমার সুকো-মামার এই পত্তর। সুকো-মামা এখন রাজার কারাগারে। কাগজ কালি কলম না পেয়ে আঙুল কেটে রক্ত

দিয়ে শুক্‌নো বটের পাতায় এই পত্তর লিখে দিয়েছে। পত্তর পড়্‌লেই সব জান্‌তে পার্‌বে। আমি চল্‌লুম—আর থাক্‌তে পারব না।

[পত্র দিয়া প্রস্থান।

সুবলা। যা সন্দেহ করেছি তাই—হতভাগ্য পুত্র রাজ-কারাগারে। দেখি পত্রখানা প'ড়ে। [পত্র পাঠ করিয়া] যঁ্যা—কালকেতু, কেতুমান, বৌমা আর এ জগতে নেই। সুকেতু কারাগারে। মা মঙ্গলচণ্ডি - কি করলি মা? [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুনেত্রার পুনঃ প্রবেশ।

সুনেত্রা। মা এমন ভাবে প'ড়ে কেন? মা—মা—এ যে সংজ্ঞা-হীনা। কেন এমন হ'ল? দেবী পূজার ফুল গ্রহণ করেন নি ব'লে সন্তানের ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় মা আমার জ্ঞান হারিয়েছেন। মা মঙ্গলময়ী চণ্ডিকে। কি করলি মা, কি কর্‌লি? বুঝেছি আমি অভাগিনীই যত অনর্থের মূল। আমি আমার মন্দ ভাগ্য নিয়ে যেখানে যাই, আমার দুর্ভাগ্যের নিত্য সহচর অমঙ্গল সেখানে পদে পদে। তাই ত—কি করি? কেমন ক'রে মা'র চৈতন্য-সম্পাদন করি? মা—মা। হায—হায—কি সর্ব্বনাশ হ'ল। মা মঙ্গলচণ্ডি। দয়া কর, মা দয়া কর। একি—একখানা পত্র নয়। কার পত্র? [পত্র খানি তুলিয়া লইয়া] একি—এ যে তাঁর পত্র। তবে ত তিনি জীবিত আছেন। [পত্র পাঠ করিয়া] যঁ্যা, কী সর্ব্বনাশ। সপুত্র-পরিবারে ভাসুর আমার এ পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন? ও হো—হো। মা মঙ্গলময়ী মঙ্গলচণ্ডি। যে দিবারাত্রি তোকে ডাকে, এমনি ক'রেই কি তার মঙ্গল করিস্? মা—মা –

সুবলা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা। আমার পুত্র কালকেতু শিকারে গিয়েছে, ভাই কেতুমান ছেলেদের সঙ্গে খেলতে

গিয়েছে, বৌমা পুকুর-ঘাটে জল আন্‌তে গিয়েছে, আমার রান্না শেষ হ'তে-না-হ'তেই তারা সবাই ফিরে আস্‌বে—ক্ষিধেয় অস্থির হ'য়ে ছুটে আস্‌বে। যাই, বাছাদের জন্য ভাত বেড়ে দিই গে—ভাত বেড়ে দিই গে—[বেগে গমনোদ্যোগ, কিন্তু সুনেত্রা কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া] কি—রাক্ষসি—আমি বাছাদের খাওয়াতে যাচ্ছি, আর তুই কি না তাতে বাধা দিচ্ছিস্? হ'লিই বা তুই আমার মা—আমি এমন মায়ের মুখদর্শন করব না। যা—যা—রাক্ষসি, দূর হ'য়ে যা! ওঃ, বাপ্‌রে আমার! [পতন ও মূর্চ্ছা]

সুনেত্রা। তাই ত, কি হ'তে, কি হ'ল। মা কি শেষে উন্মাদ হলেন! মা মঙ্গলময়ি। শেষে এই কর্‌লি, মা? কি করি? কি করি? সর্দ্দার—সর্দ্দার—

ঝাড়ুদার-সর্দ্দারের প্রবেশ।

সর্দ্দার। কি হয়েছে, মা?

সুনেত্রা। বাবা, সর্ব্বনাশ হয়েছে—মা বুঝি উন্মাদ হলেন।

সর্দ্দার। উন্মাদ হলেন?

সুনেত্রা। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ শুনে জননীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।

সর্দ্দার। সংবাদ কি সত্য, না এ শত্রুর চক্রান্ত?

সুনেত্রা। সত্য, সর্দ্দার! এই দেখ, তিনি স্বহস্তে পত্র লিখেছেন; কালি কলম অভাবে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে পত্র লিখেছেন। সর্দ্দার—তিনিও রাজ-কারাগারে বন্দী!

সর্দ্দার। য়্যাঁ, বল কি, মা!

সুনেত্রা। কি হবে, বাবা?

সর্দ্দার। তাই ত—মা, ভেবে যে কিছুই স্থির করতে পার্‌ছি না!

সুনেত্রা। সর্দ্দার, তুমি মাকে দেখো, আমি তাঁর উদ্ধারে যাব; যেমন

ক'রে পাবি—তাঁকে উদ্ধার ক'রে মায়ের ছেলে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। এক পুত্র পেলে হয় ত অন্য পুত্রের শোক ভুলতে পারবেন।

সর্দ্দার। তুমি কি উপায়ে তাঁকে উদ্ধার করবে, মা?

সুনেত্রা। বলেছি ত, যেমন ক'রে পারি। যদি প্রয়োজন হয়—নিষ্ঠুর লম্পট রাজার প্রদীপ্ত লালসার আগুনে আপনাকে উৎসর্গ ক'রে।

[প্রস্থান।

মুরলা। [মুর্চ্ছাভঙ্গে] হা, মা! আমায় এতক্ষণ বল নি—শ্বশুর শিকার ক'রে বাড়ী ফিরে এসেছেন, আর আমি অভাগী এইখানে শুয়ে আছি! ছি—ছি—ছি—কি লজ্জা।

[বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান।

সর্দ্দার। এ পাপ পৃথিবীতে বোধ হয়, দেব-দেবীর অস্তিত্ব নেই।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ।—

গান।

গোল ঐটী দেখি দুনিয়ায়।
আসল ভুলে আত্মহারা,
ভাইতে বিপদ্ পায় পায়।
কথায় কথায় জাগে সন্দ,
থাকতে আঁখি যেন অন্ধ,
জ্ঞানের মনের কপাট বন্ধ,
শুধু হতাশ প্রাণে হায় হায়॥
মায়ের কাছে মায়ের ছেলে,
সুখ ছেড়ে মরে ভুতের কীলে,
হ'য়ে অবুঝ মাকে ভুলে
ঘুরে মরে গোলক-ধাঁধায়॥

[অন্তর্দ্ধান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

সহদেব রাও, পিঙ্গলাদিত্য, পারিষদগণ ও

নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

কত দীর্ঘ বরষ পরে বঁধুয়া এসেছে ঘরে,
মলিন অধরে হাসি ফুটা লো।
মিটাতে তৃষিত আঁখির আশা,
সরমের বাঁধ টুটা লো॥
বাঁধ লো বাঁধ লো আকুল কবরী,
চঞ্চল অঞ্চলে যতনে আবরি,
খুলে মরম দুয়ার, মুছে নয়ন-আসার,
প্রেম আলাপনে আকুল পিয়াসা মিটা লো॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

পারিষদগণ। চমৎকার!

পিঙ্গল। তার চেয়ে আরও চমৎকার ব্যাপার আছে, বন্ধুগণ। তোমরা তা শোন নি।

পারিষদগণ। আরও চমৎকার ব্যাপার আছে?

পিঙ্গল। আছে বৈ কি—খুব আছে।

পারিষদগণ। ব্যাপারটা কি, শুনি?

পিঙ্গল। আমাদের একটা শত্রু ইঁদুর-কলে পড়েছে।

পারিষদগণ। কি রকম—কি রকম ?

পিঙ্গল। কালকেতুর ভাই সুকেতু আমাদের বন্দী।

১ম পারি। য়্যাঁ, বল কি ?

২য় পারি। তা' হ'লে আর এক পাত্র ক'রে ফেরানো যাক্।

৩য় পারি। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—পাত্রস্থ হবার এইটীই ত প্রধান মাহেন্দ্রক্ষণ।

[সকলের মদ্যপান]

সহদেব। এখন বেটাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় বল দেখি ?

১ম পারি। বেটাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ান্, মহারাজ; বেটা ভারি পাজি!

২য় পারি। উঁ-হুঁ, বেটা কুকুরের অধম! তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ালে তার সম্মান বেড়ে যাবে; তার চেয়ে তাকে শূলে দিন্।

৩য় পারি। শূলদণ্ড দেওয়া হয় দস্যু-তস্করকে, বেটাকে তপ্ত তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করুন, মহারাজ!

সহদেব। মন্ত্রি! তোমার কি মত ?

পিঙ্গল। আমার মতে—ওসব দুর্দ্দান্ত শত্রুকে নিয়ে বেশি খেলানো উচিত নয়; চট্‌পট্ নিকেশ ক'রে দেওয়াই ভাল।

সহদেব। তা' হ'লে তোমার মতে ঘাতকের হস্তে ওর শিরচ্ছেদ করাই বিধেয়, কেমন ?

পিঙ্গল। আমার মতে সেই করাই যুক্তিসিদ্ধ, মহারাজ!

সহদেব। ভাল, তাই হবে। তবে আমি আমার দূতের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করব। তার ভ্রাতা এখন রাজা—আমি তাকে

আমার অধীনস্থ করদ রাজা করতে চাই, তাই আমি কালকেতুর নিকট এক পত্র লিখে দূত পাঠিয়েছি। পত্রে লিখেছি—যদি সে অবিলম্বে চল্লিশটী হস্তী, তিনশত হয়, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমায় উপঢৌকন দিয়ে আপনাকে আমার করদরাজা ব'লে স্বীকার করে, তা' হ'লে এই বন্দীকে মুক্তি দেবো, অন্যথায় তার মৃত্যু। কেমন যুক্তি ?

১ম পারি। চমৎকার মহারাজ, চমৎকার। এতে সাপও মরবে, অথচ লাঠীও ভাঙবে না।

২য় পারি। মহারাজের মাথায় দেবগুরু বৃহস্পতি ঠাকুর যেন বুদ্ধির ধামা নিয়ে কোন্-কোনাচি খেলছেন।

৩য় পারি। আহা, মহারাজের মাথা নয় ত—যেন পক্ক শ্রীফল। খালি শাস—খালি শাঁস

১ম পারি। যাক্, এখন মহারাজের দূত ফিরতে যা দেরি—এই যে, মেঘ না চাইতেই জল।

দূতের প্রবেশ।

সহদেব। কি সংবাদ ? দুর্ব্বৃত্ত ব্যাধ কালকেতু আমার প্রস্তাবে সম্মত ?

দূত। মহারাজ, সে দাম্ভিক সম্মত হওয়া দূরে থাক্, সে কার্য্যে ও কথায় মহারাজের অপমান করেছে।

১ম পারি। কি—এত বড় স্পর্দ্ধা। মহারাজের অপমান।

২য় পারি। পিপীলিকার পাখা মরবার জন্য গজায়।

৩য় পারি। ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা হ'য়ে চন্দ্রমার দ্যুতি,
আর ঘেঁটুফুল উচ্চ ভাবে রজনীগন্ধায় ?

১ম পারি। মহারাজ।
হইব কি রণে আগুয়ান তাণ্ডবে মাতিয়া,
দানিতে উচিত শিক্ষা কালকেতু ব্যাধে ?

২য় পারি। ব্রহ্মবাণ, রুদ্রবাণ কিংবা বাক্যবাণে
করিব কি জব জব পাষণ্ড বর্ব্বরে ?

১ম পারি। শেল শূল, গদা ভল্ল, মুষল মুদ্গর,
কোদণ্ড এবণ্ড কিংবা মানদণ্ড ল'যে
লণ্ড ভণ্ড করিব কি কালকেতু ব্যাধে ?

২য় পারি। ধর পাত্র, কর পান মদন-মদিরা,
সৎ-যুক্তি নির্দ্ধারিত হইবে ত্বরায়।

[সকলের মদ্যপান]

সহদেব। ক্ষান্ত হও সবে,
আগে শুনি সমাচার
বার্ত্তাবহমুখে।
কহ ত্বরা—
কেমনে সে দুর্ব্বৃত্ত কিরাত
কৈল মোর অপমান কার্য্যে ও কথায় ?

দূত। মহারাজ! সে শুন্‌লে, সে দৃশ্য দেখ্‌লে মৃত ব্যক্তিও ক্রোধে রোমাঞ্চিত হয়।

১ম পারি। এই দেখুন, মহারাজ, আমার দেহ আগে থেকেই রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। তা' হ'লে অবশ্যই আমি একজন মৃত ব্যক্তি।

সহদেব। তার পর ?

দূত। দুর্ব্বৃত্ত কিরাত আপনার পত্রখানা প'ড়ে, সেখানা ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে পদদলিত করলে; তার পর—

পারিষদগণ। বেটার কোন পত্র থাকে ত, দাও - আমরাও পদদলিত করব। যেমনকে তেমনি!

সহদেব। তার পর ?

দূত। তার পর রোষকষায়িত নেত্রে কর্কশস্বরে বল্‌লে—অস্ত্র হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বে।

১ম পারি। তাই ত, আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে! কেন, কাপুরুষ কি শুধু হাতে আস্‌তে পার্‌লে না?

২য় পারি। তাকে মত্ বদ্‌লে ফেল্‌তে বলুন, মহারাজ! মত্ বদ্‌লে ফেল্‌তে বলুন।

১ম পারি। বেটা নেহাৎ গোঁয়ার-গোবিন্দ!

সহদেব। এত স্পর্দ্ধা তার—

রণক্ষেত্রে মোর সনে

করিবে সাক্ষাৎ?

ভাল—তাই হবে।

দেখি, কত শক্তি ধরে

হীন কালকেতু ব্যাধ।

মন্ত্রি!

সৈন্যাধ্যক্ষে আজ্ঞা দেহ ত্বরা

অবিলম্বে সাজাতে বাহিনী,

হস্তীপৃষ্ঠে আমি

নিজে যাব রণে।

[পিঙ্গলাদিত্য ও দূতের প্রস্থান।

১ম পারি। তাই ত, মহারাজ! বেশ কথা কাটাকাটি হচ্ছিল আবার সত্যি-সত্যি কাটাকাটি হানাহানি কেন?

২য় পারি। মূর্খ, রাজনীতির মর্ম্ম তুই কি বুঝ্‌বি? এ হচ্ছে অপমানের প্রতিশোধ।

১ম পারি। অপমানটা হজম কর্‌লেই ল্যাঠা চুকে যেত।

প্রহরীর প্রবেশ।

সহদেব। কি সংবাদ ?

প্রহরী। এক রমণী মহারাজের দর্শনপ্রার্থিনী।

সহদেব। রমণী ?

১ম পারি। ষোড়শী ? না পঞ্চদশী ?

২য় পারি। শ্যামাঙ্গী ? না গৌরাঙ্গী ?

১ম পারি। আহা তাকে এইখানে নিয়েই এস না।

সহদেব। তাকে এইখানে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান

২য় পারি। রণে যেতে রাণী,
কার্য্যসিদ্ধি দেবের বাণী।

মহারাজ, বড় শুভ সংযোগ—বড় শুভ সংযোগ।

১ম পারি। রণে যেতে যদি বামা,
ধন পাবে সে ধামা ধামা।

মহারাজ, জয় সুনিশ্চয়।

২য় পারি। রণে নারী মোহিনী বেশ,
দধির অগ্র ঘোলের শেষ—

ফলিত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের তেষট্টির পাতায় তেরো পংক্তিতে স্পষ্ট লেখা আছে—ফলং স্ত্রী লাভ।

সুনেত্রার প্রবেশ।

সুনেত্রা। মহারাজ।

সহদেব। একি। সুনেত্রা—তুমি ?

সুনেত্রা। হাঁ—মহারাজ, আমি। আমি আপনাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত—যদি বিনিময় পাই।

সহদেব। বিবাহ করবে, সুনেত্রা? কি বিনিময় চাও?

সুনেত্রা। বন্দী সুকেতুর মুক্তির বিনিময়ে আমি মহারাজকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।

সহদেব। সুকেতুর মুক্তির বিনিময়ে তুমি আমায় বিবাহ করবে, সুনেত্রা?

সুনেত্রা। করব, মহারাজ!

সহদেব। তা' হ'লে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মুক্তিপত্র লিখে দিচ্ছি।

[সহদেব ও সুনেত্রার প্রস্থান।

[illegible]পারি। ফলিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হয়? ফলিত আয়ুর্ব্বেদ ফলতেই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার

সুকেতু

সুকেতু। ঐ চন্দ্রদেব উদিত হচ্ছেন—তেমনি সুন্দর, জ্যোতির্ম্ময়! অগণন জ্যোতিঃপুঞ্জসমন্বিত অনন্ত আকাশ তেমনি গাঢ় নীল, সান্ধ্য-সমীরণ তেমনি মধুর সুগন্ধময়। সবই সেই—শুধু আমিই বদ্‌লে গেছি। জীবনের সমস্ত শান্তি হারিয়ে গভীর হতাশ্বাসে শুধু মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে আছি; এখন মৃত্যুই আমার সুখ—মৃত্যুই আমার শান্তি। তাই ত, বালক মন্ময়। সেই পত্র নিয়ে গেছে, আজও ফির্‌ল না। বালক সে—সে কি নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেতে পার্‌বে? কে জানে! ও কি! কে গাইছে?

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের আবির্ভাব।

কালপুরুষ

গান।

ঘোর ঘনঘটা ছেয়ে আসে ঘন অম্বর ধরণী।
ভীম গরজনে গর্জ্জে সিন্ধুবক্ষে বহে তরণী॥
মত্ত পবন স্বনিছে সঘনে,
দামিনী ঝলকে ক্ষণে ক্ষণে,
কড়্ কড়্ নাদে কঠোর কুলীশ,
ওঠে সঘন প্রলয় বিষাণ-ধ্বনি॥

মত্ত তরঙ্গকোলে অকূলে তরণী চলে,
কোথায় কাণ্ডারী-তরী কে আর ফিরাবে কূলে,

মাভৈঃ মায়ের ছেলে, ডাক রে মা মা ব'লে,
কূল পাবি এ অকূলে মা যে বিপদ্-বারিণী ॥

সুকেতু। কে গাইলে? গানের ছন্দে, ভাবে, ভাষায়, মূর্চ্ছনায় যেন অদূর-ভবিষ্যতের একটা করুণ ছবি বেশ সুস্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল! কে এ অপরিচিত গায়ক? গায়ক কি আমারই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ আমাকে শোনাবার জন্য এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের অবতারণা কর্‌লে? কে জানে? ও কে?

ধীরে ধীরে কম্পিত পদে সুনেত্রার প্রবেশ।

একি! সুনেত্রা—তুমি? তুমি কেমন ক'রে এলে? কি মনে ক'রে এলে?

সুনেত্রা। কেন এসেছি, তা কি বুঝ্‌তে পারছ না? নারীর সর্ব্বস্ব—নারীর ইহকাল-পরকাল এক নিষ্ঠুর পিশাচের হস্তে লুণ্ঠিত, নির্যাতিত হ'য়ে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হ'তে বসেছে, আর মন্দভাগিনী নারী তার উদ্ধারের জন্য এতটুকু চেষ্টা না ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বে? স্বামি—প্রভু—দেবতা আমার! আমি কেন এসেছি—শুন্‌বে? আমি এসেছি—সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে! এক পুত্রশোকাতুরা উন্মাদিনী জননীর নয়নানন্দ একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুমুখ হ'তে ফিরিয়ে এনে সেই অভাগিনী জননীর দুর্নিবার শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব করতে।

সুকেতু। উন্মাদিনি! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? একটা দুর্দ্দান্ত পিশাচের হস্ত হ'তে আমায় উদ্ধার কর্‌বে—তুমি শক্তিহীনা নারী?

সুনেত্রা। হ'তে পারে নারী শক্তিহীনা, কিন্তু অবজ্ঞেয় নয়। স্বামি! তার প্রমাণ এই দেখ—তোমার মুক্তিপত্র।

সুকেতু। সুনেত্রা—সুনেত্রা—তুমি কি বল্‌ছ? এ সত্য—না স্বপ্ন? এ কি রাজা সহদেব রাওয়ের স্বাক্ষরিত মুক্তি-পত্র?

সুনেত্রা। হাঁ, প্রভু। তাই।

সুকেতু। এ মুক্তিপত্র তুমি কেমন ক'রে পেলে, সুনেত্রা ?

সুনেত্রা। মহারাজ স্বয়ং আমায় দিয়েছেন।

সুকেতু। স্বয়ং দিয়েছেন ? বিনিময় না নিয়ে স্বেচ্ছায় দিয়েছেন ?

সুনেত্রা। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না, প্রভু। এই মুক্তিপত্র নিয়ে এখনই এ স্থান ত্যাগ কর।

সুকেতু। আগে বল—কি বিনিময় দিয়েছ ?

সুনেত্রা। বিনিময় দিই নি, তবে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। তুমি মুক্তি পেলে হয় ত -

সুকেতু। সুনেত্রা -

সুনেত্রা। মার্জ্জনা কর, প্রভু। আমি তাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমার মুক্তি ক্রয় করেছি। নাও, প্রভু। মুক্তি নাও—মুক্তি নাও।

সুকেতু। তুমি তাকে আবার বিবাহ করবে ? জান, তুমি আমার বাগদত্তা পত্নী ? তবে কেমন ক'রে প্রতিশ্রুতি দিলে, সুনেত্রা ?

সুনেত্রা। দিয়েছি শুধু তোমার জন্য। তোমায় মুক্তি দিয়ে যদি বেঁচে থাকি, তবে তাকে বিবাহ করব।

সুকেতু। সুনেত্রা, আমি এ মুক্তি চাই না।

সুনেত্রা। নাও—প্রভু, নাও এখনও সময় আছে, এর পর আর মুক্তি নিয়ে কোন ফল হবে না।

সুকেতু। সুনেত্রা। তোমার নারীত্বের বিনিময়ে ক্রীত মুক্তি আমি গ্রহণ করতে চাই না।

সুনেত্রা। স্বামি—প্রভু—দেবতা আমার। তোমায় হৃদয় দিয়েছি—তুমি আমার স্বামী—আমার দেবতা—আমার ইহকাল পরকাল, আর

তোমার মুক্তির বিনিময়ে সে নেবে—বিষ্ঠা ক্রীমি কীট পরিপূর্ণ এই মাটীব দেহটা। নাও—প্রভু, মুক্তি নাও।

সুকেতু। না—সুনেত্রা, তা পারব না।

সুনেত্রা। পারবে না? নেবে না? এখনও নাও, স্বামি। বোধ হয়, আর বিনিময় দিতে হবে না।

সুকেতু। সুনেত্রা—সুনেত্রা—অমন করছ কেন?

সুনেত্রা। এখনও মুক্তি নাও। নিলে না—আশা পূর্ণ করলে না? তবে বিদায় দাও।

সুকেতু। সুনেত্রা—সুনেত্রা—বিদায় কেন, সুনেত্রা?

সুনেত্রা। বিদায় কেন? প্রভু। আমি বিষপান করেছি। তীব্র-বিষ! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার—তুমি মুক্তি নিলে না। ওঃ—বি—দা—য।
[মৃত্যু]

সুকেতু। ফিবে এস, প্রিয়তমে। আমি মুক্তি নেবো—আমি মুক্তি নেবো—

সহদেবের প্রবেশ।

সহ। এস, সুনেত্রা! বিনিময় দেবে এস। আমি ত অনেকক্ষণ তাকে মুক্তি দিয়েছি। কৈ—সুনেত্রা কৈ?

সুকেতু। [ঊর্দ্ধে দেখাইয়া] ঐখানে।

সহ। বিশ্বাসঘাতিনি! প্রিয়তমের মধুব আলিঙ্গনে মৃত্যুব কোলে ঢ'লে পড়েছে। কে আছিস্, এই পাপিষ্ঠকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা, আর পাপিষ্ঠার দেহ স্থানান্তরিত কর্।

[প্রস্থান।

[রক্ষিগণের প্রবেশ ও তথাকরণ]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

সেনাপতি সহদেবরাও ও সৈন্যগণের প্রবেশ

সহ। চতুর কিরাত
অতর্কিতে আক্রমণ
করিয়াছে আমার বাহিনী।
অরক্ষিত পশ্চিম তোরণ,
ছত্রভঙ্গ পলায়িত ভীরু সেনাদল।
সুরক্ষিত করি সেই দিক্
আক্রমণ করহ দক্ষিণে;
কালকেতু যুঝিছে সম্মুখে,
আমিই রোধিব তার গতি।
সেনাপতি, পূর্ব্বদিক্ হ'তে তুমি
কৌশলে রচিয়া ব্যূহ,
কর রণ প্রাণপণে,
দেহ শিক্ষা দুরন্ত কিরাতে,
রক্ষা কর মর্য্যাদা আপন।

সৈন্যগণ জয়—গুজরাট-রাজের জয়।

সহ। আরো শোন--সৈন্যগণ,
মহত্ত্ব বিলুপ্তপ্রায় হীনতা-সঙ্ঘাতে।
অনার্য্য তুলেছে শির—
আর্য্যশক্তি বিলোপিতে আজি।
বাড়িয়াছে নীচের প্রভাব--
মণ্ডুকের অভিলাষ—ভুজঙ্গের শিরে
নৃত্য করিবারে,
পঙ্গুর বাসনা আজি লঙ্ঘিবারে গিরি।
চূর্ণিতে নীচের দর্প আর্য্যের সন্তান,
স্থাপিতে অমর কীর্ত্তি অবনী মাঝারে,
আগুয়ান হও—বীরগণ!
বীরদন্তে অনার্য্য নাশিতে।
মনে রেখো, বীরগণ।
যদি আজি অনার্য্য-সঙ্ঘাতে
ক্ষুণ্ণ হয় আর্য্যের প্রভাব,
অগৌরবে আর্য্য-সূর্য্য হয় অস্তমিত,
যতদিন রহিবে মেদিনী
এ অকীর্ত্তি ঘোষিবে ভুবনে।
স্মরি বীর্য্যবান্ সেই আর্য্যের গৌরব,
বীরত্ব মহত্ত্ব-গাথা
ঘোষিত ভুবনে যাহা অতীত হইতে,
এই বর্ত্তমানে
বীর্য্যবান্ আর্য্যের সন্তান—
বিপুল বিক্রমে রণে হও আগুয়ান

কবি' দৃঢ় পণ
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

সৈন্যগণ। জয়—গুজরাট-অধিপতির জয়!

কিরাত-সৈন্যগণ সহ কালকেতুর প্রবেশ

কাল। বন্ধুগণ, ওই শোন—
গুজরাটের বীর সেনাগণ
মহোল্লাসে করে জয়ধ্বনি।
হের ওই অগ্রণী তাদের
বীরদম্ভে গুজরাট ভূপাল
রণে আগুয়ান
হের ওই দিকে দিকপাল সম
গুজরাটের সেনাপতিগণ
রচি ব্যূহ করিতেছে রণ।
আজি ধর্ম্ম সনে
অধর্ম্মের ভীষণ সঙ্ঘাত
ধর্ম্ম যথা জয়ী চিরদিন
আজিও তেমতি
ধর্ম্ম হবে জয়ী সুনিশ্চয়।
বন্ধুগণ, কর প্রাণপণ
করিবারে দুষ্কৃতে শাসন
নারকীর অত্যাচার করিতে দমন
দিতে হবে প্রাণ বিসর্জ্জন
ওই শোন—
ব্যথিতের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস

অনাথের করুণ ক্রন্দন,
পিশাচের অত্যাচারে কাঁদে সতী নারী !
তব মাতা, তব ভগ্নি, বনিতা দুহিতা,
নির্যাতিতা—নিপীড়িতা লম্পটের করে,
উত্তরোলে করিছে আহ্বান ;
হ'য়ে আগুয়ান—
রক্ষা কর সতীর মর্য্যাদা !
এস বন্ধুগণ !
স্মরি' দেবী চণ্ডিকার নাম
করি রণ—জেনো সুনিশ্চয়,
দেবীর কৃপায় পূর্ণ হবে মনস্কাম।

সৈন্যগণ। জয় দেবী চণ্ডিকার জয় ! জয় মহারাজ কালকেতুর জয় !

[সকলে অগ্রসর হইল]

সহ। বন্য পশু নগণ্য কিরাত,
ভাবিয়াছ মনে গুজরাট-ভূপতি
কাপুরুষ অক্ষম দুর্ব্বল,
তাই আসিয়াছ রণোল্লাসে মাতি ;
কিন্তু জানিয়ো, দুর্ম্মতি !
এই রণ—অনার্য্যেরে করিতে শাসন,
বিলোপিতে কিরাতের নাম
ধরণীর বক্ষ হ'তে চিরদিন তরে।
দৈবযোগে লভিয়াছ ধন,
দম্ভে তাই কর বিচরণ,
আপনারই মুখে

বাখানিয়া গৌবব আপন।
কিন্তু জেনো—নিষ্ঠুব প্রাক্তন
হবে আলিঙ্গিতে মবণে অকালে।

কাল। জন্ম হ'লে অবশ্য মবণ,
বিধাতাব বিধি প্রবর্ত্তন।
কাপুরুষ জন সে মবণে ডরে,
কিন্তু বীর্য্যবান্ খেলে মৃত্যু ল'য়ে।
শাসিবাবে দুষ্কৃত অধমে,
বাখিবাবে সতীব মর্য্যাদা,
হইযাছি বণে আগুয়ান,
করি পণ দুষ্কৃত দলন
কিংবা দেহের পতন,
বৃথা বাক্যে নাহি প্রযোজন,
ধর অস্ত্র—কর বণ।

সহ। ভাল, মৃত্যু যদি এত আকিঞ্চন,
কর বণ।
ঘাতকেব খড়্গে কালি প্রাতে
হবে সুনিশ্চয় তব ভ্রাতাব মবণ,
ভ্রাতৃশোক এডাইতে আজি
বণে তুমি কবহ শয়ন।

কাল। কালব্যাজে নাহি প্রযোজন,
সৈন্যগণ—কব আক্রমণ।

[যুদ্ধ কবিতে করিতে সসৈন্য সহদেবরাও, কালকেতু ও কিরাত-
সৈন্যগণেব প্রস্থান।

বেগে পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঙ্গল। তুমুল যুদ্ধ বেধেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। বনের পশু শিকার যাদের নিত্য অভ্যাস, তারা আবার যুদ্ধ শিখ্‌লে কবে? কি অদ্ভুত রণ-কৌশলী এই কালকেতু ব্যাধ। একা যেন সহস্র মত্ত মাতঙ্গের প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদলের মাঝে প'ড়ে শত্রু-সৈন্য নিপাত করছে। বিলাস-ব্যসন-প্রিয় রাজসৈন্যগণ সে প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখে—বহ্নিমুখে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে। বুঝ্‌তে পারছি না—এ যুদ্ধের পরিণাম কি। যাই হোক্, একটা উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে। যেন-তেন প্রকারেণ কালকেতুর নিপাত করা চাই।

[প্রস্থান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে গুজরাট-সৈন্যগণ ও কিরাত-সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ ও প্রস্থান। যুদ্ধ করিতে করিতে সহদেবরাও ও কাল-কেতুর পুনঃ প্রবেশ।]

কাল। গুজরাট-ভূপতি।
ভেবেছিলে আগে
বন্য পশু অসভ্য কিরাত
নাহি জানে রণ নীতি।
তুমি বীর ক্ষত্রিয়-সন্তান
হেলায় বধিবে তারে।
কিন্তু হায়—
ভিন্নমুখী আজি কর্ম্মস্রোত,
অলঙ্ঘ্য নিয়তি-লিপি,
মৃত্যু কিংবা পরাজয় ললাট-লিখন!
দুরূহ বচন,

চাহ যদি আপন মঙ্গল
মাগি লহ পরাজয়।
দন্তে তৃণ করি
যাও চলি স্বরাজ্যে ফিরিয়া,
সসম্মানে মুক্ত কর ভ্রাতারে আমার
অন্যথায়—
নিষ্ঠুর প্রাক্তন ফল অবশ্য ফলিবে।
বিচারিয়া মনে—নিদ্ধারণ
কর ত্বরা কর্ত্তব্য আপন।

সহ। দাম্ভিক কিরাত।
ইষ্টদেবে চিন্ত আপনার ;
বুঝিবে অচিরে—
কি আছে ললাটে তব।

কাল। ভাল, কর রণ—
বুঝাবে কি বুঝিবে প্রাক্তন ফল।

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ; সহসা শ্বেতপতাকা হস্তে পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ।]

পিঙ্গল। দিবা অবসান,
রণক্লান্ত উভয়ের সৈন্যদল আজি
চাহে সব বিশ্রামের অবসর।

কাল। ভাল, তাই হোক্।

[প্রস্থান

সহ। সহসা শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন ক'রে যুদ্ধ স্থগিত করলে কেন, মন্ত্রি ?

পিঙ্গল। পরাজয় অনিবার্য্য জেনে, উর্ব্বর মস্তিষ্কে একটা নূতন বুদ্ধির চারা গজিয়ে উঠেছে, মহারাজ।

সহ। এ পরিহাসের সময় নয়, মন্ত্রি। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিঙ্গল। অনেক ভেবে-চিন্তে যুদ্ধের বর্ত্তমান গতি নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌লুম, দৈববলে বলীয়ান্ ব্যাধ কালকেতুকে যুদ্ধে পরাভব করা নেহাৎ ছেলে খেলা নয়; তাই অহেতুক লোকক্ষয় না ক'রে, শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন ক'রে যুদ্ধ স্থগিত কর্‌লুম, মহারাজ।

সহ। যদি তাই হয়, তা' হ'লে ত এ যুদ্ধ চিরদিনের মত স্থগিত রাখ্‌তে হবে ?

পিঙ্গল। শঠে শাঠ্যং—মহারাজ, শঠে শাঠ্যং, কাল প্রাতেই আবার আমরা আক্রমণ কর্‌ব।

সহ। কাল প্রাতে ? তাতে লাভ ?

পিঙ্গল। লাভালাভ সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ে দেখিয়ে দোব। কাল মঙ্গল বার, সমস্ত কিরাত কাল মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় ব্যাপৃত থাক্‌বে, কেউ অস্ত্র ধারণ কর্‌বে না, সেই শুভ অবসরে আমরা আক্রমণ করব।

সহ। তখন যদি ওদের পক্ষ থেকে কেউ শ্বেত পতাকা প্রদর্শন করে ?

পিঙ্গল। তাতে ব'য়ে গেল, আমরা যুদ্ধ স্থগিত কর্‌ব না।

সহ। উত্তম যুক্তি। তা' হ'লে চ'লে এস।

উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সিন্ধুতট—শ্মশান

গীতকণ্ঠে পিশাচ ও পিশাচীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীতান্তে শ্মশানের অপরপার্শ্বে প্রস্থান।

গান।

সকলে।— হিলি মিলি হিলি মিলি কিলি কিলি কিলি কিলি,
খুঁজি খুঁজি নারি।
একলা পেলে ভাঙ্‌ব ঘাড়,
চল্‌ না থাকি ঘাপ্‌টি মারি॥

পিশাচগণ।—ফট্‌-ফটা-ফট্‌ ভাঙ্‌ব মাথা,
চট্‌-চটা-চট্‌ চড়,
শেওড়া গাছে বাগিয়ে ব'স্‌,
এলেই ঘাড়ে পড়্‌,

পিশাচীগণ।—সক্‌-সকা-সক্‌ চুষ্‌ব নলি
চাক্‌ব নাড়ী আঁত চিরি॥

পিশাচগণ।—লক্‌-লকা-লক্‌ রক্ত পিয়ে
নাচ্‌ব সুখে তোদের নিয়ে,

পিশাচীগণ।—খাব কচি মাথা কচ্‌-মচিয়ে
পেটের পোলা বে'র করি॥

ঝাড়ুদার-সর্দ্দারের প্রবেশ।

সর্দ্দার। পাগ্‌লী মাগীকে কিছুতেই আঁট্‌তে পার্‌লুম না! সেই পীঠ গুহা থেকে মা মা কর্‌তে কর্‌তে ছুট্‌ল, আর তাকে ধর্‌তে পার্‌লুম

না। বুড়োহাড়ে শক্তিও কম নয়! মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নেই—অবিশ্রান্ত ছুট্‌তে লাগ্‌ল; পাছে কোথাও খানা-ডোবায় প'ড়ে মরে, তাই আমিও তার পেছু পেছু ছুট্‌তে লাগ্‌লুম; মাগী গুজরাটের কিরাত-পল্লীতে প্রবেশ করলে, আমি তার অনুসরণ ক'রে সেখানে গেলুম; একটা গাছের তলায় মাগী বসেছিল, আমায় দেখে আবার ছুট্‌ল—বরাবর এদিকে ওদিকে ছুটে গেল। ভাব্‌লুম, শ্মশানে গেছে; কিন্তু কৈ এখানেও ত নেই! তাই ত, মাগী গেল কোথায়? মাগীর জন্য বড় ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য মায়ের খেলা। সামান্য ঝাড়ুদার আমি মনিবের বাড়ী চাক্‌রী করতুম, মা বেটা সেখান থেকে আমায় একটা নূতন কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিলে, সেই পথ ধ'রে কূর্ম্মপীঠ গুহায় বাস, তার পর এই পাগ্‌লীর অনুসরণ। বাঃ—বাঃ— চমৎকার কর্ম্মের বন্ধন! দেখি, বেটী আরও কি অদৃষ্টে লিখেছে।

[প্রস্থান

স্নেত্রার শবদেহ বক্ষে করিয়া উম্মাদিনী বেশে মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। আবাগী মা বেটীর কি আক্কেল গা! এত জায়গা থাক্‌তে বেটা কিনা সমুদ্রের ধারে এসে ঘুমুচ্ছে। ভাগ্যিস্ আমি এসেছিনু, নইলে একটা ঢেউ এসে বেটীকে কোন্ মুলুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো! বেশ জায়গা এই শ্মশান! আমার কালকেতু, সুকেতু, কেতুমান্, বৌমা সবাই এইখানে ঘুমুচ্ছে, বেটীও এইখানে ঘুমুক। কেউ বাধা দেবে না—কেউ কিছু বল্‌বে না—যখন ঘুম ভাঙ্‌বে, তখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে আমিও এইখানে ঘুমুব—বেশ আরামের স্থান! এখানে একবার ঘুমুলে আর ঘুম ভাঙ্‌বে না। ঘুমো বেটী এইখানে। [সুনেত্রার শবদেহ

মাটীতে রাখিয়া দিল] আমি যাই—তাড়াতাড়ি বাছাদের জন্যে রান্না চড়াই গে।

[প্রস্থান।

দেবলজীর প্রবেশ।

দেবল। সিন্ধুতটে উদার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশের নীচে ব'সে সিন্ধু-সলিলের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখ্‌ছিলুম, আর আমার পুত্রাধিক প্রিয়তম কিরাতগণের গরিমাময় ভবিষ্যতের মাধুরিমাময়ী ছবি কল্পনার তুলিকায় রঙিন ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌ছিলুম, অকস্মাৎ কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি আমার মনটাকে সেই সুখময় কল্পনারাজ্য হ'তে টেনে এনে মহা-শ্মশানের পথ দেখিয়ে দিলে। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে এইদিকে ছুটে এলুম, কেন এলুম তা জানি না। শুধু একমাত্র জানি—সবই ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা! একি! কে এখানে শুয়ে? সুনেত্রা? সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ! অভাগিনীকে কি সর্পে দংশন করেছে! তাই ত বটে—অভাগিনীর মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র অহিবিষের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তাই ত, মৃত্যুর লক্ষণ এখনও সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে নি; বুঝেছি, এও মার ইচ্ছা—নইলে এ সময়ে আমায় এখানে পাঠালে কে? না—আর বিলম্ব করব না; অভাগিনীকে মা'র মন্দিরে নিয়ে যাই, দেখি মা'র কৃপায় যদি একে বাঁচাতে পারি।

[সুনেত্রাকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চণ্ডিকার মন্দিব

কালকেতু, কেতুমান্, ফুল্লরা ও অন্যান্য কিরাত-কিবাতিনীগণ সমাসীন।
কিরাত-কিরাতিনীগণ দেবী চণ্ডিকার বন্দনা গান কবিতেছিল।

সকলে।—

গান।

মোদের বহুরূপী মা।
এখন এমন তেখন তেমন
বেটীকে যায় না চেনা॥
স্ত্রীগণ।—কখন্ ভুবন-ভোলা রূপের আলা—
যেন রাজার ঘরণী,
কখন্ অসুর-মারা খাঁড়া-ধরা
ন্যাংটা পাগলিনী,
পুংগণ।—তাথৈ নাচে বাবার বুকে,
বেটীর সরম লাগে না॥
স্ত্রীগণ।— মা যে জগৎ-পালিনী,
পুংগণ।— দানব-দলনী,
বাবার সাথে শ্মশানে ঘুরে
শ্মশানবাসিনী;—
আমাদের পাগল বাবা পাগলী মা॥

কাল। ভাই সব, কাল তোমাদের প্রাণপণ যুদ্ধ আর অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখে আমি বড় প্রীত হয়েছি। আশা করি, আগামী যুদ্ধেও

তোমরা তোমাদের প্রচণ্ড বিক্রম, ঐকান্তিক নির্ভরতা, প্রাণপণ চেষ্টায় দুষ্টের দমন করবে। জয়-পরাজয় মা'র ইচ্ছা।

কিরাতগণ। দৈববাণীর মত মহারাজের আদেশ পালন করতে আমরা প্রাণ উৎসর্গ করব।

কেতুমান্। বাবা, কাল আমিও যুদ্ধে যাব।

কাল। তুমি বড় হও – তখন যেয়ো, এখন যে তুমি ছেলেমানুষ।

কেতু। হুঁ, ছেলেমানুষ বৈকি। আমি কেমন তলোয়ার চালাতে পারি, নিশেন ক'রতে পারি, বনের বাঘ বরা সিঙ্গী মারতে পারি। আমি যুদ্ধে যাব, বাবা। মা, তুমি বাবাকে বল-না—তুমি বললে আমি ঠিক যেতে পাব।

ফুল্লরা। অভাগিনীর বুকের নিধি তুই। তুই এখন কোথা যাবি, বাবা?

কেতু। তোমার ঐ কেমন দোষ—লড়াই ক'রতে দেবে না, খালি আদর ক'রবে। ঠাকুর-মা এখানে থাকলে বাবাকে বুঝি যুদ্ধে যেতে দিত না মনে করেছ? নিশ্চয়ই দিত। তুমি বাবাকে বল, মা। তুমি জান না— মা, কাকার জন্যে আমার কী মন-কেমন করছে; আমি যুদ্ধ ক'রে কাকাকে ফিরিয়ে আন্‌বই আন্‌ব।

ফুল্লরা। অবোধ বালক। তুমি সে ভীষণ স্থানে যেতে পারবে না, সে ভীষণ দৃশ্য দেখতে পার্‌বে না; সেখানে মানুষ মানুষকে কাটছে, মানুষ মানুষকে মার্‌ছে, মানুষের রক্তে নদী ব'য়ে যাচ্ছে; সে দৃশ্য দেখলে তুই যে ভয় পাবি, বাবা?

কেতু। আমি ভয় পাব না, মা। আমি যখন নিজের বুকের রক্ত প্রয়োজন হ'লে দেবী চণ্ডিকার পায়ে ঢেলে দিতে ভয় পাই না, তখন পরের রক্ত দেখে ভয় পাব কেন, মা? তুমি বল না, মা?

ফুল্লরা। আচ্ছা, তুই এখন খেল্‌গে যা ; কাল্‌কের কথা কাল হবে।

কেতু। না, মা, তুমি আজই আমায় অনুমতি দাও।

ফুল্লরা। [স্বগত] হা রে হতভাগ্য শিশু। তুই যদি মা'র প্রাণ বুঝ্‌তিস।

কেতু। বলবে না, মা ? আমি তা হ'লে কিছু খাব না—কিছু করব না—চুপ্‌ ক'রে এইখানে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ব।

কাল। কেতুমান্‌, অবাধ্য হ'য়ো না।

বেগে জনৈক চরের প্রবেশ।

চর। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে। গুজরাট-রাজ তার বিরাট্‌ বাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে।

কিরাতগণ। আদেশ করুন, মহারাজ। আমরা তাদের মধ্যপথে বাধা দিই।

কাল। কেমন ক'রে বাধা দেবে, ভাই ? একটা সশস্ত্র বিরাট বাহিনীকে নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। এ বাধা দেওয়ার ফল—নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করা।

কিরাতগণ। আমরা সশস্ত্র হ'য়েই যাত্রা করব।

কাল। তোমরা বিস্মৃত হচ্ছ কেন, ভাই ? আজ মা'র পূজার দিন—মঙ্গলবার, আজ আমাদের অস্ত্র ধারণ করতে নেই।

১ম কিরাত। তা' হ'লে কি হবে, মহারাজ ?

কাল। মা'র মনে যা আছে, তাই হবে। তোমরা পাঁচজন বিপক্ষদলের সম্মুখে শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন কর, তা' হ'লেই তারা আর আক্রমণ করবে না।

কিরাতগণ। উত্তম যুক্তি। আয় ভাই—আমরা শ্বেত-পতাকা নিয়ে এখনই যাত্রা করি। [চর সহ কিরাতগণের প্রস্থান।

ফুল্লরা। হাঁ গা, তাতে যদি কোন ফল না হয়?

কাল। কেন হবে না, ফুল্লরা? তারা শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন করবামাত্র কল্যাকার যুদ্ধ আমি স্থগিত রাখ্‌তে আদেশ দিয়েছিলুম, তারাও যুদ্ধ স্থগিত রাখ্‌তে বাধ্য—এই রণ-নীতি।

ফুল্লরা। যে শঠ—যে প্রবঞ্চক—যে দুর্নীতি-পরায়ণ, নীতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

কাল। সবই মায়ের ইচ্ছা, ফুল্লরা! ছিলুম দীন দুঃখী ব্যাধ, কখনও অনশনে, কখনও অর্দ্ধাশনে দিন কাটিয়েছি, তখনও দিন গেছে—মায়ের ইচ্ছায়। আজ রাজরাজেশ্বর হ'য়েও দিন যাচ্ছে, আবার যদি তাই হয়, ব্যাধ হব সেও মায়ের ইচ্ছা।

ফুল্লরা। মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছা কি তাই হবে? মা মঙ্গল-চণ্ডী! দুঃখিনী ব্যাধের নন্দিনী আমি—কখনও রাজ্যৈশ্বর্য্য কামনা করি নি; পতি পুত্র নিয়ে সুখে দুঃখে তোর নাম ক'রে দিন কাটছিল, আজ তুই অনন্ত সুখের অধিকারিণী ক'রে এ আবার কি দুশ্চিন্তা এনে দিলি, মা?

কাল। কেন ভাবছ, ফুল্লরা? যাঁর কাজ তিনিই করবেন, তুমি আমি ভেবে মরি কেন?

জনৈক চরের প্রবেশ।

কি সংবাদ?

চর। মহারাজ! দুর্ব্বৃত্ত গুজরাট-রাজের আদেশে তার সৈন্যগণ আমাদের শ্বেত-পতাকা উপেক্ষা ক'রে পতাকা-প্রদর্শনকারীদের বন্দী করেছে।

কাল। বন্দী করেছে! সবই মা'র ইচ্ছা।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ।

২য় চর। মহারাজ! হয় পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করুন, নয় অস্ত্র

ধারণ ক'রে যুদ্ধ করুন। গুজরাট-রাজ সসৈন্যে মহারাজকে বন্দী করতে ছুটে আস্‌ছে।

কাল। মূর্খ! দেবীর পূজার দিন অস্ত্র ধারণ করব?

২য় চর। তারা যে মহারাজকে বন্দী করতে ছুটে আস্‌ছে?

কাল। আসুক, সব মায়ের ইচ্ছা!

ফুল্লরা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যুদ্ধ না করতে চাও, পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা কর।

কাল। মা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ফুল্লরা! আমি কিছু করব না।

কেতু। বাবা, তুমি না যুদ্ধ কর, আমায় অনুমতি দাও।

কাল। ছিঃ, বাবা! ও কথা মুখে এনো না; মায়ের পূজার দিন অস্ত্র ধারণ করতে নেই।

কেতু। তা' হ'লে কি হ'বে, মা?

ফুল্লরা। বাবা, মা যা অদৃষ্টে লিখেছেন, তাই হবে।

কেতু। মা'র চেয়ে অদৃষ্ট বড়? আমি অদৃষ্ট জানি না, মাকে জানি—মাকে ডাকি।

গান।

অদৃষ্ট যে যায় না দেখা,
সকল ঘটে মা বিরাজে।
আজি মায়ের কোলে মায়ের ছেলে,
মা যে আছেন আমার মাঝে।
অফুরন্ত মায়ের স্নেহ, বিশ্ব-মাঝে বয় প্রবাহ,
ওরে আয় ছুটে আয় স্নেহের কাঙাল
ঝাঁপিয়ে পড়ি মা'র বুকের মাঝে॥

সসৈন্যে সহদেবের প্রবেশ।

সহ। কালকেতু, স্বেচ্ছায় বন্দী হ'তে চাও, না যুদ্ধ করতে চাও?

কাল। বিশ্বাসঘাতক! এই কি রণ-নীতি? পরাজয় অনিবার্য্য জেনে মিথ্যা-প্রবঞ্চনায় শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন করেছিলে, আমি সরল বিশ্বাসে যুদ্ধ স্থগিত ক'রে রণনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলুম, কিন্তু নীতি-ব্যভিচারী বিশ্বাসঘাতক তুমি—তাই আজ আমার শান্তিকামী শ্বেত-পতাকা প্রদর্শনকারী সৈন্যগণকে বন্দী করেছ। নীতি-ব্যভিচারী কাপুরুষ তুমি যা ইচ্ছা তোমার করতে পার।

সহ। সৈন্যগণ! কালকেতুকে সপরিবারে বন্দী ক'রে কারাগারে নিয়ে যাও। রজনীর শেষ যাম অতিক্রান্ত হবার পূর্ব্বে এদের প্রাণদণ্ড হবে। ভেবো না—কালকেতু এ দণ্ড গ্রহণে তোমার দারা সুকেতুও তোমার সঙ্গী।

[সৈন্যগণ কালকেতু, ফুল্লরা ও কেতুমানকে বন্দী করিল।

দাম্ভিক কিরাত! এখন তোমার সে দম্ভ কোথায়? যাও নিয়ে যাও। রূপসী ফুল্লরা, মনে ক'রো না তোমাকেও বধ করব। তা নয়, ফুল্লরা! ঘাতকের খড়্গাঘাতে তোমার পতি পুত্র ও দেবরের জীবনের যবনিকা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তুমি হবে আমার অঙ্কলক্ষ্মী।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বধ্য-ভূমি

শৃঙ্খলাবদ্ধ কালকেতু ও কেতুমানকে লইয়া রক্ষিগণ ও ঘাতক প্রবেশ করিল। ঘাতক যূপকাষ্ঠ স্থাপন করিল। পিঙ্গলাদিত্য হাস্তমুখে আসিয়া বন্দিগণের সম্মুখে দাঁড়াইল।

পিঙ্গল। ঘাতক, সব প্রস্তুত?

ঘাতক। হাঁ, প্রভু। সবই প্রস্তুত।

পিঙ্গল। তবে আর কি? এখন বল কালকেতু, তোমাদের মধ্যে কে আগে হাড়িকাঠে মাথা দেবে?

কাল। [স্বগত] জগন্মাতা! এও কি তোর ইচ্ছা? নিষ্ঠুর ঘাতকের হস্তে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করাবার জন্যই কি রাজৈশ্বর্য্য দিয়েছিলি? হতভাগিনী ফুল্লরা! আমার মার্জ্জনা কর। আমি তোমার অক্ষম অপদার্থ স্বামী, তাই নির্ম্মম পিশাচের হস্ত হ'তে তোমার উদ্ধার করতে পারলুম না। হয় ত পার্‌তুম, কিন্তু করলুম না—শুধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে ব'লে। তাই ইচ্ছাময়ী জননীর ইচ্ছার উপর সব নির্ভর ক'রে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করলুম। তোমার হতভাগ্য স্বামীর সে ত্রুটি মার্জ্জনা কর, ফুল্লরা!

পিঙ্গল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে কি ভাব্‌ছ, কালকেতু? কে আগে হাড়িকাঠে মাথা দেবে বল?

কাল। কৃতঘ্ন কুক্কুর! আগে আমায় বধ করতে বল; পুত্রের মৃত্যু আমি চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ব না। দে—দে—আগে আমায় মৃত্যু দে। বাবা কেতুমান! তোর হতভাগ্য পিতাকে ভুলে যা—বিদায় দে—

কেতু। না--বাবা, তা হবে না, আমি আগে মরব। তোমার মৃত্যু আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না, কান্না পাবে। ঘাতক, আগে আমায় বধ কর।

কাল। না, বাবা। আমি আগে মরি, তুই ততক্ষণ মাকে ডাক্, আমার মৃত্যুতে যদি পাষাণী বেটীর তোর উপরে একটু দয়া হয়।

কেতু। না, বাবা। আর আমি মাকে ডাক্‌ব না, আমি আর তার দয়া চাই না। যদি তোমাকে হারালুম—মাকে হারালুম—কাকাকে হারালুম, তখন আর আমি একা কি সুখে বেঁচে থাক্‌ব, বাবা? আমি অমন পাষাণী মাকে আর ডাক্‌ব না।

গান।

ওরে মায়ের ছেলে ডাকিস্ না আর
পাষাণীকে মা মা ব'লে।
যার পাষাণ হিয়া গলে নাকো
সন্তানের নয়ন জলে॥
মাথায় ব'য়ে দুখের বোঝা,
ভাঙা বুকে বেদনা রাশি
ডাকলুম কত—ডাকব কত,
কাঁদব কত, এলোকেশী,
যে চায় না তোরে তারি তরে
তোর এমন স্নেহ রাখ্‌গে তু'লে
আমায় আদর ক'রে ডাকছে মরণ
অনাথ ব'লে নেবে কোলে॥

ঘাতক, দেরী ক'রো না, আগে আমায় বধ কর।

কাল। না, বাবা, তা হবে না; আমার কথা শোন্—মাকে ডাক্—তোর মত শিশুর ক্রন্দনে যার পাষাণ হৃদয় গলবেই গলবে। দাও, ঘাতক! আগে আমার মৃত্যু দাও।

শৃঙ্খলিত সুকেতুকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।

সুকেতু। একি দাদা। তুমি বেঁচে আছ? বাবা কেতুমান, তুইও বেঁচে আছিস্? ও-হো-হো। কি ভুল করেছি- কি ভুল করেছি—কেন আমি সুনেত্রার দান গ্রহণ করলুম না। দাদা—দাদা –

কাল। সুকেতু—ভাই—আজ মায়ের ইচ্ছায় আমরা সবাই একসঙ্গে একই পথের যাত্রী হয়েছি—শুধু ফুল্লরা অভাগিনীই যেতে পারলে না। দাও—ঘাতক, মৃত্যু দাও।

সুকেতু। না—না—তা হবে না, যারা গেছে—তারা আর ফিরবে না, কিন্তু যারা এখন যাচ্ছে তাদের আগে আমি যাব। ঘাতক। আগে আমায় বধ কর, এই যূপকাষ্ঠে মাথা রাখলুম- নাও, বধ কর—

কাল। সুকেতু, কখনও আমার অবাধ্য হস্ নি আজ মরণের তীরে দাঁড়িয়ে অবাধ্যতাচরণ করবি? দে—ভাই, আগে আমায় মরতে দে।

কেতু। পাষাণী মা। এখনও তোর দয়া হচ্ছে না? মনে করছি, তোকে আর ডাকব না, কিন্তু প্রাণের ভেতর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে কেঁদে বলছে—ডাক্ হতভাগ্য শিশু। ডাক্, মাকে ডাক্, মা দয়াময়ী, নিশ্চয়ই দয়া করবেন। মা—মা—তবুও দয়া হচ্ছে না তোর?

সুকেতু। ঘাতক। বিলম্ব করছ কেন? বধ কর।

কেতু। কাকা। তুমি যে বলতে, তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আগে চ'লে যাচ্ছ, আমায় একবার আদরও করলে না—একটা চুমোও খেলে না?

সুকেতু। [যূপকাষ্ঠ হইতে উঠিয়া] সত্যই ত। আয়, বাবা, কেতুমান্।

[সুকেতু কেতুমানকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলে কেতুমান ক্ষিপ্রপদে যাইয়া যূপকাষ্ঠে মাথা দিয়া বসিল।]

কেতু। ঘাতক! এইবার আমায় বধ কর।

কালকেতু। } [নতজানু হইয়া] না, ঘাতক! আগে আমায়
স্নকেতু। } বধ কর।

সহদেবের প্রবেশ।

সহ। দুষ্ট ঘাতক! এত বিলম্ব করছিস কিসের জন্য? কার অনুরোধে? অবিলম্বে এদের বধ কর।

ঘাতক। মার্জ্জনা করুন, মহারাজ! এ কাজ আমার দ্বারা হবে না! হত্যা-উৎসব নিয়েই আমি জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এ নিষ্ঠুর প্রাণ কখনও এমন ভাবে কেঁদে ওঠে নি! চোখের জল রোধ করতে পারছি না—চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—যে দৃশ্য দেখে আমার মত নিষ্ঠুর ঘাতকের চোখ ফেটে জল আসে, সে দৃশ্য দেখেও আপনি অবিচলিত চিত্তে আমায় এঁদের বধ করতে আজ্ঞা দিচ্ছেন? দেখ্‌ছি, আপনি নিষ্ঠুর নরঘাতকেরও ওপরে!

পিঙ্গল। অকর্ম্মণ্য! খড়্গ আমায় দাও।

[খড়্গ গ্রহণ]

বালক। স্থির হ'য়ে র'স। মহারাজ--

সহ। এখনও আদেশের প্রতীক্ষা করছ, মন্ত্রি?

পিঙ্গল। বালক, প্রস্তুত হও! [খড়্গ উত্তোলন]

কেতু। মা—মা—

কাল। মা—মা—

স্নকেতু। মা—মা—

[রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ডাকিনীগণ সহ চণ্ডিকার আবির্ভাব, এবং শিশুর মস্তকে এক হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান। ডাকিনীগণের গীত।]

ডাকিনীগণ।—

গান।

আয় কে তোরা রক্ত খাবি
রক্তমুখী মাত্‌বে রণে।
ব'য়ে যাবে রক্তনদী
ধরার বুকে উজান টানে ॥
পাপের ভরে কাঁপ্‌ছে ধরা থর থর্ থর,
বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে জ্বল্‌ছে চরাচর,
মাঝে মাঝে আগুনবৃষ্টি
যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে সৃষ্টি,
ডুবিয়ে দিতে পাপের ধরা
আজি জগন্মাতা রণাঙ্গনে ॥

কালকেতু।
সুকেতু।
কেতুমান্। } মা।—মা।—মা।

সহদেব।
পিঙ্গল। } কি হ'ল। একি অন্ধকার। কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে!

চণ্ডিকা। [কালকেতু প্রভৃতিকে মুক্ত করিয়া, তাহাকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করতঃ] বৎস। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে—রজনী প্রভাত! এই অস্ত্র নিয়ে পাষণ্ড দলনে অগ্রসর হও। [ডাকিনী সহ অন্তর্দ্ধান।

সুকেতু। এইবার পাপিষ্ঠ!

[কালকেতু সহদেবকে এবং সুকেতু পিঙ্গলকে বন্দী করিল]

সহ ও পিঙ্গল। আমাদের মার্জ্জনা কর, ভাই, আমাদের রক্ষা কর।

সুনেত্রাকে লইয়া দেবলজীব প্রবেশ।

দেবল। ভক্তের মুখে রাম নাম কেন, বাবা? নরহত্যার 'বরাট উৎসবটা শেষ ক'রে ফেল? ক্ষুদ্র পিপীলিকার শক্তি নিয়ে মহাশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াতে চাও —এত স্পর্দ্ধা তোমাদের?

[ডাকিনীগণ নেপথ্য হইতে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল]

সহ ও পিঙ্গল। ওঃ কঠোর অট্টহাস্যে কর্ণ বধির হ'য়ে গেল কালকেতু—সুকেতু— আমাদের মার্জ্জনা কর।

দেবল। মার্জ্জনা চাইতে হয়, ওদের কাছে কেন? মা'র কাছে চাও।

সহ। মা কি আমাদের মত পাপাত্মাদের মার্জ্জনা করবেন, প্রভু?

দেবল। কেন করবেন না, সহদেব? মা যে দয়াময়ী। সহদেব! বুঝ্‌তে পেরেছ —দৈবই চিরদিন বলবান?

সহ। বুঝেছি ব'লেই ত মার্জ্জনা চাইছি, প্রভু।

দেবল। মূর্খ! আজ এ হত্যা-উৎসবে তুমি যে শুধু কালকেতুর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছিলে তা নয়, নিজেরও সর্ব্বনাশ করছিলে তা জান?

সহ। সে কি, প্রভু?

দেবল। কালকেতুর সঙ্গে তুমি তোমার সহোদরকেও হত করছিলে।

সহ। আমার সহোদর! কে আমার সহোদর প্রভু?

দেবল। সুকেতু। এই নাও—সহদেব! তোমার ভ্রাতা ও ভাতৃজায়াকে গ্রহণ কর।

সহ। ভাই কালকেতু! স্নেহের ভাইকে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তুমি আমায় ভাই ব'লে একবার আলিঙ্গন দাও। [কালকেতুর সহ আলিঙ্গন]

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। এই যে, দেশের শ্যাল-কুকুরগুলো মড়ার লোভে এইখানে এসেছে।

কাল ও সুকেতু। মা—মা—তুমি এমন হ'লে কেন, মা?

মুরলা। ওরে, তোরা কে রে—তোরা কে রে? আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

ফুল্লরার প্রবেশ

ফুল্লরা। মা—মা—এতদিন কোথায় ছিলে, মা?

কাল। ফুল্লরা, সবই মায়ের ইচ্ছা।

[যবনিকা।